পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1507, Saturday, 7 January 2023 FREE www.parichoy.com

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন হবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- প্রবাসে বাংলাদেশি হত্যা ও পরিবারের সংগ্রাম-৫ম পাতায়
- সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এমন কোনো উদ্ভট ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না : জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-৫ম পাতায়
- র‍্যাব ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনা করা ঠিক হবে না : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে আব্দুল মোমেন-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে এক বছরে ১৫৪ সংখ্যালঘুকে হত্যা, ধর্ষণের শিকার ৩৯-৫ম পাতায়
- ২০২০ সালে কর দেননি, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও চীনে, ব্যবসা ও অ্যাকাউন্ট রেখেছিলেন ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে বদলে দিয়েছে ৭০ দশকের জ্বালানি সংকট-৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে অমিক্রনের নতুন ধরন-৭ম পাতায়
- মার্কিন নিষেধাজ্ঞাভুক্ত রাশিয়ান জাহাজ ফেরতে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি হবে না : আশা শাহরিয়ার আলমের-৮ম পাতায়
- চট্টগ্রামে যৌনশক্তির বড়ি খাইয়ে লুটপাট-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আরো সংকুচিত হচ্ছে-৯ম পাতায়
- বাংলাদেশে শিক্ষার খরচের ৭১ শতাংশ বহন করে পরিবার বলেছে ইউনেসকো-৯ম পাতায়

রিপাবলিকান ম্যাকার্থি স্পিকার নির্বাচিত

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

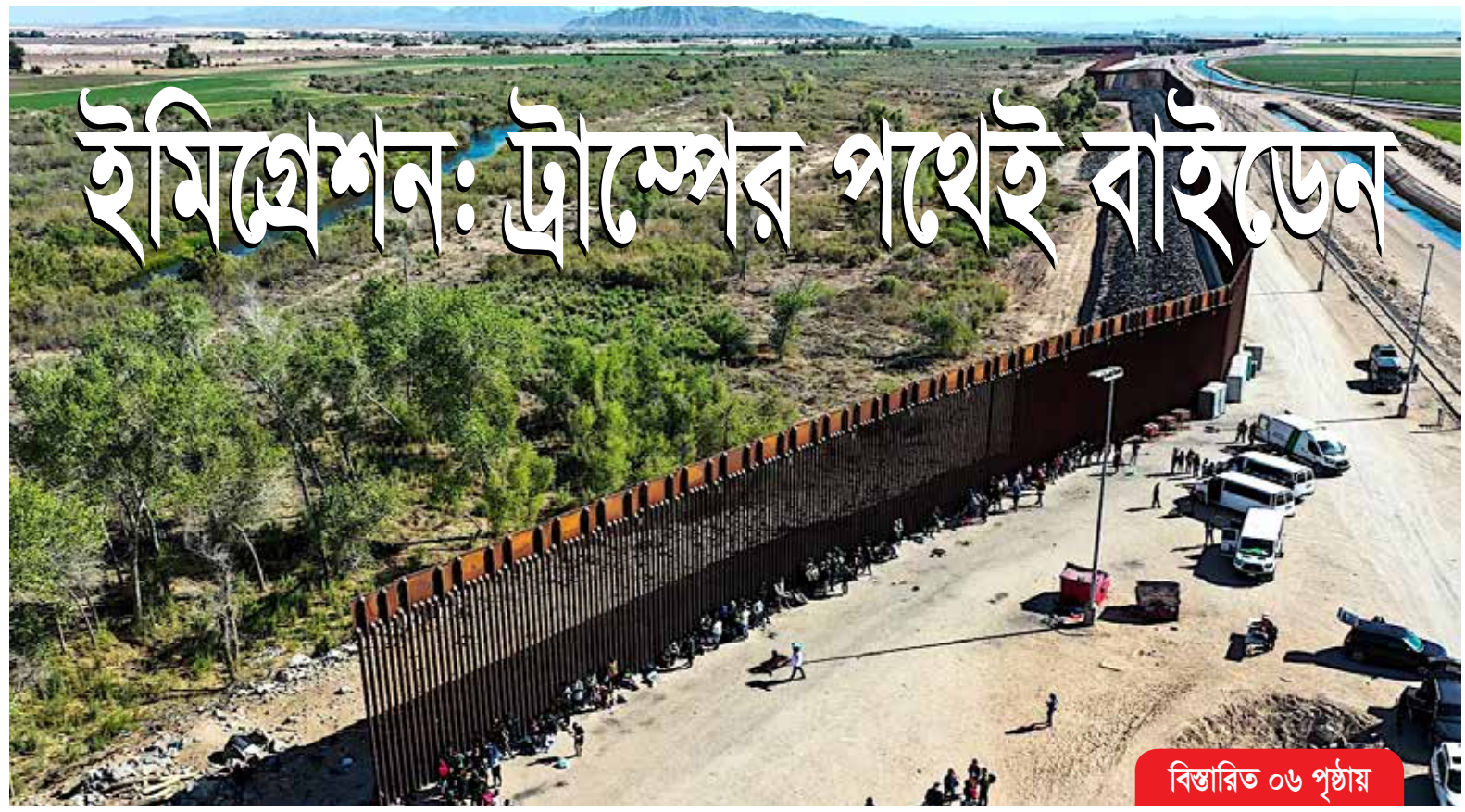

ইমিগ্রেশন: ট্রাম্পের পথেই বাইডেন

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
ফ্রি কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

খলিল বিরিয়ানী হাউজ
স্বাদ মাশাল্লাহ
দেশীয় খাবারের সবটুকু আয়োজন নিয়ে নতুন রূপে
Md Khalilur Rahman

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund IRS Authorized Agent
Our Services
● TAX (Federal & State)
● IMMIGRATION
● CORPORATION
● BUSINESS SERVICES
● CONSULTING
Open 7 Days A Week
Tareq Hasan Khan CEO
e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MOINUL ISLAM
REBNY

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
■ TAX Liens Charge Offs ■ Inquiries ■ Collections
■ Garnishment ■ Bankruptcy ■ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

প্রবাসে বাংলাদেশি হত্যা ও পরিবারের সংগ্রাম

ঢাকা : প্রবাসে কোনো বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ- এমন খবর প্রায়ই আসে। সেরকম এক বিক্ষোভ সমাবেশ দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে। সৈয়দ ফয়সল নামের এক তরুণের হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে বষ্টনের পাশ্বর্তী কেমব্রীজ শহরে।

প্রবাসে হত্যাকাণ্ডের শিকার কয়েকজন বাংলাদেশির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার ব্যক্তির পরিবারকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আইনি সহায়তার উদ্যোগ নেয়া হয় না। নিহতের পরিবারের সদস্যরাও বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করেন না।

যেদেশে নিহত হন, সেই দেশের আইনেই মামলা হয়। বিচার হলে তা-ও সেই দেশের আইনেই হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নিহতদের স্বজনরা সেই দেশে থাকলে তারাও তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চান না। তবে বিদেশি নাগরিকত্ব না থাকলে যোগাযোগ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কেম্ব্রিজ শহরে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সৈয়দ ফয়সাল আরিফের মৃত্যুর প্রতিবাদে সেখানে প্রবাসীরা বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানালেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

নিহত ফয়সলের বাড়ি চট্টগ্রামে। সেখানকার সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় খুবই ব্যথিত। তারা এই হত্যাকাণ্ডের ন্যায় বিচার চান। তাদের ন্যায় বিচার পেতে বাংলাদেশ সরকারও উদ্যোগ নিতে।

ফটিকছড়ির দাঁতমারা ইউনিয়ন বাজারে তাদের বাড়ি। তারা বাবা-মা-ও যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। ফয়সল তাদের একমাত্র সন্তান । আট বছর আগে তারা সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। বাংলাদেশে তাদের আত্মীয়-স্বজন আছেন। ফটিকছড়ি থেকে ফয়সলের মামাতো ভাই মিজান সাঈদ বলেন, ফয়সল ও তার পরিবারের সদসরা যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনকার্ডধারী। সে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট একটি ছেলে। বাংলাদেশে সে সিলেট রেসিডেন্সিয়াল সডেল কলেজে পড়তো। তবলা বাজানোও শিখেছিল। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এমন কোনো উদ্ভট ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না-জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এমন কোনো উদ্ভট ধারণাকে প্রশ্রয় এবং ইন্ধন না দিতে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র করে কেউ যাতে জনগণের অধিকার কেড়ে নিতে না পারে, সেদিকে সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। একইসঙ্গে কেউ যাতে আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করে মানুষের জানমালের এবং জীবিকার ক্ষতিসাধন করতে না পারে, সেদিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমান সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ৬ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রায় ৩০ মিনিটের বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, এ বছরের শেষে অথবা সামনের বছরের শুরুতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বিবিসি বাংলা রেডিও শোনা যাবে না আর

- শেষ হলো ৮১ বছরের পথচলা

লন্ডন:দীর্ঘ ৮১ বছরের যাত্রার ইতি। আর শোনা যাবে না বিবিসি বাংলা রেডিও। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা ও রাত সাড়ে ১০টায় শেষবারের মতো রেডিওটিতে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

র‍্যাব ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনা করা ঠিক হবে না -পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে আব্দুল মোমেন

ঢাকা: র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিবেচনা করা ঠিক হবে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে আব্দুল মোমেন। গত শুক্রবার, ৬ জানুয়ারি সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পিস রান বাংলাদেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে গণমাধ্যমকে তিনি এ কথা বলেন।

আগামী সপ্তাহে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু আসছেন। তার সঙ্গে কী কী বিষয়ে আলোচনা হতে পারে জানতে চাইলে মোমেন বলেন,এটা খুব সুখের বিষয়ে উনি আসছেন। আমরা তাকে স্বাগত জানাই। আমাদের সঙ্গে আমেরিকার খুব ভালো সম্পর্ক। তাদের সঙ্গে আমাদের বহুমুখী সম্পৃক্ততা আছে। উনি এলে বিভিন্ন ইস্যুতে আলাপ হবে। আমার ধারণা তাতে আমাদের সুসম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে।

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে মোমেন বলেন,একটি ইস্যু নিয়ে সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয় না। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রসচিব এর বাংলাদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাবে ঢাকা

ঢাকা: বাংলাদেশ সফরে আসছেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রসচিব ডোনাল্ড লু। প্রস্তাবিত সূচি ঠিক থাকলে আগামী ১৪ই জানুয়ারি ঢাকা পৌঁছাবেন তিনি। কূটনৈতিক সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। জানিয়েছে, ১৫ই জানুয়ারি দিনভর বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব ছাড়াও সিভিল সোসাইটি এবং বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তার সিরিজ আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। ঢাকার কর্মকর্তারা বলছেন, *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে এক বছরে ১৫৪ সংখ্যালঘুকে হত্যা, ধর্ষণের শিকার ৩৯

ঢাকা: ২০২২ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৫৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ৩৯জন নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এক সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার এসব তথ্য তুলে ধরে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। সংবাদ সম্মেলনে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

ওতিনি এখন অক্সিজেন খোঁজার চেষ্টায় আছেন। -প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট বাইডেন

বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন 'অনেকটাই' স্বাধীন।- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আমেরিকার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো, আমাদের সঙ্গে তাদের নানা ধরনের বিষয় জড়িত। - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন

অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বিদেশি বা রাষ্ট্রদূতদের হস্তক্ষেপমূলক তৎপরতা অনেক কমে এসেছে। একসময় হ্যারি কে. টমাসের মতো অনেক রাষ্ট্রদূতেরা এদেশে নিজেদের কিং বা রাজা মনে করতেন, এখন এই পরিস্থিতি নেই।-কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

গণ-অভিবাসনের রেকর্ড সংখ্যক সীমান্ত পারাপার ঠেকাতে ট্রাম্পের পথেই বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: কিউবা, নিকারাগুয়া ও হাইতির অভিবাসীদের দ্রুত বহিষ্কার করতে ট্রাম্প-যুগের বিধিনিষেধ প্রসারিত করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যারা অবৈধভাবে মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করছে, তাদের উদ্দেশ করে গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে দেয়া এক বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, সীমান্ত পথে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নতুন সীমান্ত আইন করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে আরো সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও মানবিকভাবে অভিবাসন প্রত্যাশীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে।

নতুন নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র প্রতি মাসে কিউবা, নিকারাগুয়া, হাইতি এবং ভেনিজুয়েলার ৩০ হাজার মানুষকে আকাশপথে দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। মার্কিন অনুমোদন ছাড়া কিউবা, নিকারাগুয়া বা হাইতি থেকে আসা অভিবাসীদের জন্য বাইডেনের বক্তব্য হলো, 'অযথা সীমান্তে ভিড় জমাবেন না।' বাইডেন আরও বলেন, 'এই পদক্ষেপগুলো এককভাবে আমাদের পুরো অভিবাসন ব্যবস্থাকে ঠিক করতে যাচ্ছে না, তবে তারা একটি ভালো চুক্তিতে সহায়তা করতে পারে।'

মার্কিন প্রশাসনের তথ্যানুযায়ী গত নভেম্বরে ওই লাতিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে অন্তত ৮২ হাজার অভিবাসী মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল।

তবে বাইডেনের নতুন এই পরিকল্পনা, অনেকটাই তার

পূর্বসূরি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনের অভিবাসন নীতির সম্প্রসারিত রুপ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গণ-অভিবাসনের রেকর্ড সংখ্যক সীমান্ত পারাপারকে রোধ করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের যে বৃহত্তর প্রচেষ্টা, তারই অংশ হিসাবে বাইডেন তার এই অভিবাসন পরিকল্পনার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছেন।

এর আগে গত ৪ জানুয়ারী বুধবার মেক্সিকো সীমান্ত পরিদর্শনে যাওয়ার অভিপ্রায় জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই হবে তার প্রথম সফর। আগামী সপ্তাহে মেক্সিকো সিটিতে, মেক্সিকো ও কানাডার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সূত্র ধরেই তার এই সীমান্ত পরিদর্শন। কেনটাকি সফরের সময় সাংবাদিকদের বাইডেন বলেন, 'সীমান্তে কী ঘটছে, তা আমি দেখতে চাই। এটাই আমার উদ্দেশ্য। এটা নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিতভাবে কাজ করছি।'

সীমান্তে অভিবাসীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপাবলিকান নেতারা সীমান্ত নিরাপত্তায় অকার্যকর নীতিগুলোর জন্য প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করেন। এমনকি তারা সেখানে ভ্রমণ না করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তবে এবার বাইডেনের এই সীমান্ত সফরের খবরে অনেকেই প্রশংসা করেছেন।

অন্যদিকে গত ডিসেম্বরে অবৈধ পথে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে বদলে দিয়েছে ৭০ দশকের জ্বালানি সংকট

১৯৬৭ সালের ঐতিহাসিক ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েল পার্শ্ববর্তী সিরিয়া, জর্ডান ও মিসরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশাল ভূখণ্ড দখল করে নেয়। এসব দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে আরব দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বড় প্রভাবশালী দুটি দেশ মিশর ও সিরিয়া একযোগে ইসরায়েলে আক্রমণ করে। ৬ অক্টোবর এ যুদ্ধ শুরু হয়ে ২৫ অক্টোবর শেষ হয়।

ইতিহাসে এটিওইওম কিপুব্ব কিংবাওআরব-ইসরায়েল চতুর্থ যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশর ও সিরিয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়ে দেশ দুটিকে ব্যাপক যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে। আর ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে ব্যাপক আধুনিক ও বিধ্বংসী অস্ত্র সরবরাহ করে।

ইসরায়েলকে সমর্থনের প্রতিবাদে তেল উত্তোলনকারী দেশগুলোর জোট অর্গানাইজেশন অব আরব পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিস (ওপেক) নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তেল বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়।

জ্বালানি সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের একটি পাম্প স্টেশন। ছবি: হিস্ট্রি.কম

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এ নিষেধাজ্ঞার ফলাফল ছিল ভয়াবহ। তেলের দাম নিমিষেই ৪ গুণ হয়ে যায়।

গ্যাস স্টেশনগুলোতে গাড়ির দীর্ঘ সারি তখন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মার্কিন সরকার তখনকার পরিস্থিতি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

৬ বছরের আয়করের তথ্য প্রকাশ

২০২০ সালে কর দেননি, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরও চীনে, ব্যবসা ও অ্যাকাউন্ট রেখেছিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছয় বছরের আয়কর রিটার্ন জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। নথিগুলো গোপন রাখতে ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ভেঙে দিয়ে শুক্রবার কংগ্রেস কমিটি নথিগুলো প্রকাশ করে। নথিতে দেখা গেছে, ২০২০ সালে ট্রাম্প এবং তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া কোনো কর পরিশোধ করেননি।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্প আয়করের তথ্যগুলো গোপন রাখার চেষ্টা করছিলেন। করের তথ্য প্রকাশ করা নিয়ে কয়েক বছর ধরে রিপাবলিকান এ নেতার সঙ্গে ডেমোক্রেটিক আইনপ্রণেতাদের আইনি লড়াই চলছে। গত মাসে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট মামলাটির নিষ্পত্তি করেছে।

৩০ ডিসেম্বর শুক্রবার কংগ্রেস কমিটি ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ট্রাম্পের সংশোধিত আয়কর রিটার্ন প্রকাশ করেছে। এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ নথিগুলো পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ বছরে অর্থাৎ ২০২০ সালে ট্রাম্প এবং তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া কোনো ধরনের কেন্দ্রীয় আয়কর পরিশোধ করেননি।

ট্রাম্প যে বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রচারণা শুরু করেন অর্থাৎ ২০১৫ সালে তিনি এবং মেলানিয়া আয়কর বাবদ ৬ লাখ ৪১ হাজার ৯৩১ ডলার পরিশোধ করেছেন।

২০১৬ ও ২০১৭ সালে তাঁরা ৭৫০ ডলার শোধ করেছেন। ২০১৮ সালে প্রায় ১০ লাখ ডলার, ২০১৯ সালে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৪৪৫ ডলার পরিশোধ করেছেন। ২০২০ সালে তাঁদের কর পরিশোধের পরিমাণ শূন্য। এ বছরই ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প বলেছিলেন চীনে থাকা অ্যাকাউন্টটি ২০১৫ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর দাবি ছিল প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগেই তিনি চীনের অ্যাকাউন্ট বাদ দিয়েছেন। কিন্তু আয়কর রিটার্নে দেখা গেছে, ২০১৫ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্য, চীন এবং আয়ারল্যান্ডে তাঁর অ্যাকাউন্ট থাকার তথ্য উল্লেখ করেছেন। ২০১৮ সালে শুধু যুক্তরাজ্যে একটি অ্যাকাউন্ট থাকার কথা জানিয়েছেন।

২০২০ সালে নিউইয়র্ক *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

টার্কি নয়, টুর্কিয়ে, মানলো অ্যামেরিকা

এর্দোয়ানের দেশের নাম পরিবর্তন অবশেষে মানলো যুক্তরাষ্ট্র। তারাও এবার টুর্কিয়ে নামটাই ব্যবহার করবে।মার্কিন কুটনীতিকেরা এবং সরকার এবার থেকে এর্দোয়ানের দেশকে টুর্কিয়ে বলেই সম্বোধন করবেন। অবশেষে তুরস্কের অনুরোধ মানলেন তারা। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, ন্যাটোর এই সদস্য দেশকে তারা টুর্কিয়ে বলেই ডাকবে। এর্দোয়ান কয়েক মাস আগেই সব দেশকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তারা যেন তুরস্ককে টার্কি না বলে, টুর্কিয়ে বলে। টার্কি হলো উত্তর অ্যামেরিকার একটি পাখির নাম। তাই তারা নামে বদল এনেছেন। জানুয়ারিতে টুর্কিয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যামেরিকা সফর করবেন। তার আগে নামপরিবর্তন মেনে নিলো বাইডেনের দেশ।

কেন মানলো অ্যামেরিকা? মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নেড প্রাইস জানিয়েছেন, টুর্কিয়ের দূতাবাস থেকে আগেই এই পরিবর্তন মেনে নেয়ার অনুরোধ করেছিল। তাদের সেই অনুরোধ মেনে নেয়া হয়েছে। এবার তাদের প্রস্তাবিত বানানই অনুসরণ করা হবে।

চলতি মাসের শেষে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে ন্যাটোর সদস্য করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য টুর্কিয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। তার আগেই নামবদল মেনে নেয়া হয়েছে। এর আগে জাতিসংঘ, ন্যাটো, ক্যানাডা, ভারত, নিউজিল্যান্ড নামপরিবর্তন মেনে নিয়েছে। এবার মানলো অ্যামেরিকা। ফলে টার্কি নামক পাখির নাম থেকে আলাদা হয়ে তুরস্ক হলো টুর্কিয়ে।-এপি, রয়টার্স ও এএফপি

বাড়ছে মার্কিন ভিসার ফি, H1-B সহ অন্যান্য ভিসা ফি ৩৩২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব

পরিচয় ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জো বাইডেন প্রশাসন ঐ-১ই ভিসা সহ অভিবাসন ফিতে ব্যাপক বৃদ্ধির প্রস্তাব রেখেছে । H1-B ভিসাগুলি দক্ষ কারিগরি পেশাদারদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত বহু ভারতীয়র আমেরিকায় গিয়ে নতুন জীবন শুরু করেন এই ভিসার মাধ্যমে।

প্রস্তাবে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? বাইডেন প্রশাসনের নতুন প্রস্তাবের অধীনে H1-B ভিসার জন্য আবেদন ফি এখন ৪৬০ ডলার থেকে বেড়ে ৭৮০ ডলার হতে পারে। ঐ-১ই ভিসা হলো একটি অ-অভিবাসী ভিসা যা মার্কিন সংস্থাগুলি প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন আছে এমন পেশাগুলিতে বিদেশী কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে দেয়। প্রতি বছর প্রযুক্তি সংস্থাগুলি, বিশেষ করে যেগুলির সদর দফতর সিলিকন ভ্যালিতে, ভারত এবং চীনের মতো দেশগুলি থেকে কয়েক হাজার কর্মী নিয়োগ করে। প্রস্তাবিত নিয়মের অধীনে H2-B পিটিশনের জন্য ফি (মরশুমি অকৃষি কর্মীদের জন্য) ৪৬০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১০৮০ ডলার করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যেখানে L-1 ভিসা আবেদনের জন্য ফি ৪৬০ ডলার থেকে ১৩৮৫ ডলার পর্যন্ত হতে পারে, যা ৩৩২ শতাংশ বৃদ্ধি। একটি L-1 ভিসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে একটি মার্কিন সদর দফতরের কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেয়া হয় কিন্তু শর্ত হলো তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হতে হবে। US Citizenship and Immigration Services (USCIS) দ্বারা প্রকাশিত সর্বশেষ প্রস্তাব অনুসারে O-1 ভিসার আবেদন ফি ৪৬০ ডলার থেকে ১০৫৫ ডলার হতে পারে, যা ২২৯শতাংশ বৃদ্ধি।

একটি ঙ-১ ভিসা জাতীয় *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নাটকীয় ১৫তম ভোটে কংগ্রেসের স্পিকার নির্বাচিত রিপাবলিকান ম্যাকার্থি

পরিচয় ডেস্ক: অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ - কংগ্রেসের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন কেভিন ম্যাকার্থি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অবশেষে স্পিকার হলেন রিপাবলিকান দলের ম্যাকার্থি। একবার দুবার নয় ১৪ বার ব্যর্থ হওয়ার পর নাটকীয় ভোটের ১৫তম বারে গিয়ে ফলাফল মেলে। একশ বছরের ইতিহাসে দীর্ঘতম সময় ধরে ক্যাপিটল হিলে প্রতিনিধি পরিষদের চেম্বার চলে। ৪২৮ ভোটের মধ্যে কেভিন ম্যাকার্থি পেয়েছেন ২১৬ ভোট আর ডেমোক্র্যাট হাকিম জেফ্রিস পেয়েছেন ২১২ ভোট। আজ শনিবার সকালে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নিম্নকক্ষের স্পিকারের ভোটের ফল জানা যায়।

প্রতিনিধি পরিষদকর্তা শেরিল জনসন বলেন, 'অবশেষে, জনাব কেভিন ম্যাকার্থি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন।' এরপর রিপালিকান সদস্যরা দাঁড়িয়ে ম্যাকার্থিকে অভ্যর্থনা জানান। সবাই 'ইউএসএ, ইউএসএ' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। ১৫তম স্পিকার ভোটে ডেমোক্রেটিক দলের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির স্থলাভিষিক্ত হবেন রিপাবলিকান কেভিন ম্যাকার্থি। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ম্যাকার্থিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এর আগে তিনদিনে ভোটাভুটি হয়েছে মোট ১৪ বার। কিন্তু তবুও নির্ধারিত হলো না কে হবেন স্পিকার। সর্বশেষ এমন পরিস্থিতি হয়েছিল ১৮৬০ সালে। এখন আবার ২০২৩ সালে সেই

ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। রিপাবলিকান দলের মধ্যে থাকা মধ্যপন্থী এবং ডানপন্থীদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। ধারণা করা হচ্ছিল, কেভিন ম্যাকার্থিই হবেন রিপাবলিকান দলের স্পিকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় ২১৮ ভোট পাচ্ছেন না তিনি। যদিও তার দল রিপাবলিকান পার্টির আসনসংখ্যা ২২২টি। কিন্তু এরমধ্যে ২০ জন জানিয়ে দিয়েছেন, তারা ম্যাকার্থিকে ভোট দেবেন না। সর্বশেষ যখন এমন অবস্থা হয়েছিল, তখন দাস প্রথার মতো গুরুতর ইস্যু নিয়ে বিভেদ ছিল আইনপ্রনেতাদের মধ্যে। এবার যদিও তেমন কিছুই নেই। ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে ওই আইনপ্রনেতাদের অভিযোগ, তার কর্মকাণ্ডে তাকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছিল ২০২৩ সাল এলেই হাউসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে রিপাবলিকান দল। এতক্ষণে জয়োৎসব পালন হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নিজ দলের মধ্যেই ঐক্য নেই।

হাউসে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও ব্যবধান অত্যন্ত কম। এই অবস্থার মধ্যেই মধ্যপন্থি ও ডানপন্থীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে। অন্য অনেক ইস্যুতেই বিষয়টি আলোচনায় ছিল। তবে স্পিকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তা একেবারে সামনে চলে এলো। বিদ্রোহ করে বসা রিপাবলিকান সদস্যদের একজন নর্মান জানিয়েছেন, ম্যাকার্থির উপর তাদের আস্থা নেই। তিনি যা বলেন, তা করেন বলে তারা বিশ্বাস *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

টুইটার হ্যাক, ২০০ মিলিয়ন ই-মেইল ঠিকানা ফাঁস

পরিচয় ডেস্ক: টুইটারে হ্যাকারের হানা। হ্যাকাররা ২০০ মিলিয়নেরও বেশি টুইটার ব্যবহারকারীর ইমেইল ঠিকানা চুরি করেছে এবং সেগুলি একটি অনলাইন হ্যাকিং ফোরামে পোস্ট করেছে। একজন নিরাপত্তা গবেষক একথা বলেছেন। ইসরায়েলি সাইবারসিকিউরিটি-মনিটরিং ফার্ম হাডসন রকের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অ্যালন গাল বুধবার লিঙ্কডইন-এ লিখেছেন,ঃ এর জেরে প্রচুর হ্যাকিং, টার্গেটেড ফিশিং এবং ডক্সিং-এর ঘটনা ঘটবে। এটা সাম্প্রতিক কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁসের ঘটনাঃ।

তবে এখনও পর্যন্ত টুইটারের তরফে এই হ্যাকিং নিয়ে কোনও মন্তব্য করা যায়নি। যদিও জানা যাচ্ছে, এই হ্যাকিংয়ের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে প্রায় ২ সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে। গাল প্রথম ২৪ ডিসেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি পোস্ট করেছিলেন। টুইটার সমস্যাটির তদন্ত বা প্রতিকার করার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছে, তাও স্পষ্ট নয়। রয়টার্স নিউজ এজেন্সি স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি যে ফোরামের ডেটা সত্য

কিনা এবং এটি টুইটার থেকে এসেছে কিনা। হ্যাকার ফোরামের স্ক্রিনশট, অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে।

আশঙ্কা, ইমেইল অ্যাড্রেস হাতিয়ে নিয়ে পাসওয়ার্ড পাল্টে হ্যাকাররা সেগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে। হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘিরে নানা ধরনের আশঙ্কাই তৈরি হয়েছে। site Have I Been Pwned এর স্রষ্টা ট্রয় হান্ট ফাঁস হওয়া ডেটা দেখেছেন এবং টুইটারে বলেছেন যে,ঃযা ভাবা হয়েছিলো এটি তার থেকেও অনেক বেশি।ঃএই লঙ্ঘনের পিছনে থাকা হ্যাকার বা হ্যাকারদের পরিচয় বা অবস্থান সম্পর্কে কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি । গত বছর এলন মাস্ক কোম্পানির মালিকানা গ্রহণ করেন । টুইটার কেনার পর থেকেই নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত মাস্ক। মাইক্রোব্লগিং সাইটটির পরিচালন ব্যবস্থায় একাধিক বদল করে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছেন টুইটারের নতুন কর্তা। এবার হাজির এই হ্যাকার সমস্যা। ডিসেম্বরের শুরুর দিকেই ৪০০ মিলিয়ন ইমেইল ঠিকানা এবং ফোন নম্বর চুরি হওয়ার খবর মিলেছিলো। আয়ারল্যান্ডের ডেটা সুরক্ষা কমিশন, যেখানে টুইটারের ইউরোপীয় সদর দফতর রয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ট্রেড কমিশন মাস্ক-মালিকানাধীন সংস্থাটিকে পর্যবেক্ষণ করছে। এককথায় বলা যায় বিপদ বাড়ল টুইটার ব্যবহারকারীদের। সূত্র : আলজাজিরা

যুক্তরাষ্ট্রকে ফের রাশিয়ার হুমকি

মস্কো: যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ। গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার তিনি বলেছেন, শিগগিরই ন্যাটো ভূখণ্ডের কাছে পৌঁছে যাবে রাশিয়ার অত্যাধুনিক হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র। ইউক্রেন যুদ্ধের বিরোধিতাকারী রুশ নাগরিকদের পাশে আছে যুক্তরাষ্ট্রমস্কোর মার্কিন দূতাবাস এমন মন্তব্যের পর এই হুমকি দিলেন মেদভেদেভ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে সবচেয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধ। এতে ১৯৬২ সালের কিউবা ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের পর পশ্চিমাদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কে গভীর সংকট তৈরি করেছে।

আটলান্টিকে হাইপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্দেশ ইঙ্গিত করে মেদভেদেভ বলেছেন, নতুন বছরের প্রধান উপহার হলো জিরকন ক্ষেপণাস্ত্রের একটি প্যাকেজ গতকাল ন্যাটো দেশগুলোর উপকূলের দিকে রওনা দিয়েছে।

মেদভেদেভ বলেছেন, এসব ক্ষেপণাস্ত্র মার্কিন উপকূল থেকে ১০০ মাইলের মধ্যে মোতায়েন করা হতে পারে। ফলে উল্লাস করুন! যারা রাশিয়া ও আমাদের মিত্রদের জন্য সরাসরি হুমকি হয়ে উঠবে তাদেরকে জাগিয়ে তুলবে।

মস্কোতে মার্কিন দূতাবাস একটি ভিডিও বার্তায় ইউক্রেনে যুদ্ধের বিরোধিতাকারী রুশদের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। রুশ নাগরিকদের প্রতি আবেদন শিরোনামের ৫০ সেকেন্ডের ভিডিওতে ইউক্রেনে বোমাবর্ষণে ক্ষয়ক্ষতির ছবি যুক্ত করা হয়েছে। এতে রুশ নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ, মিখাইল গর্বাচেভ ও বরিস ইয়েলেৎসিনকে দেখানো হলেও পুতিনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র মেদভেদেভ ভিডিওটির সমালোচনা করেছেন। তিনি মার্কিন সরকারকে পাগল হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, তারা নাৎসি প্রচারক জোসেফ গোয়েবলেসের কৌশল ব্যবহার করছে। যুদ্ধ শুরুর পর মেদভেদেভের মন্তব্য ক্রমশ আক্রমণাত্মক হচ্ছে। যদিও তার মন্তব্য প্রায়ই ক্রেমলিনের শীর্ষ পর্যায়ের অভিজাতদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে।

ভার্জিনিয়ায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে গুলি করলো ৬ বছর বয়সী ছাত্র

পরিচয় ডেস্ক: ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ছয় বছর বয়সী ছাত্রের গুলিতে এক শিক্ষক গুরুতর আহত হয়েছেন। গত ৬ জানুয়ারী শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ২টার দিকে নিউপোর্ট নিউজ শহরের রিচনেক এলিমেন্টারি স্কুলে এ ঘটনা ঘটে। খবর এএফপি ও বিবিসির। পুলিশ বলছে, ঘটনাটি দুর্ঘটনামূলক ছিল না। গুলি চালানো শিশু শিক্ষার্থীকে পুলিশের জিম্মায় নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় অন্য কোনো শিক্ষার্থী আহত হয়নি জানিয়ে শহরের পুলিশ প্রধান স্টিভ ড্রিউ বলেন, ওছয় বছর বয়সী এক ছাত্র গুলি চালিয়েছে। সে এখন পুলিশ হেফাজতে। গুলির ঘটনাটি দুর্ঘটনাবশত ঘটেনিঃ পুলিশ গুলিবিদ্ধ শিক্ষকের পরিচয় জানায়নি। তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে। এ ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে শহরের স্কুলগুলোর তত্ত্বাবধায়ক জর্জ পারকার বলেন,ঃআমি হতবাক এবং ভীষণভাবে মর্মাহতঃ তিনি বলেন,ঃছোটদের হাতে যাতে আগ্নেয়াস্ত্র না যায় সেটা নিশ্চিত করতে আমাদের কমিউনিটির সমর্থন দরকারঃ

প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে প্রায় গুলির খবর সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়। গানস ভায়োলেন্স আর্কাইভের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর দেশটিতে আগ্নেয়াস্ত্র-সম্পর্কিত ঘটনায় ৪৪ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়, যেসব ঘটনার প্রায় অর্ধেক ছিল হত্যাকাণ্ড, দুর্ঘটনা বা আত্মরক্ষাজনিত। বাকি অর্ধেক মৃত্যুর ঘটনা ছিল আত্মহত্যাজনিত।

যুক্তরাষ্ট্রে ফার্মেসিতে গর্ভপাতের ওষুধ বিক্রির অনুমোদন দিচ্ছে এফডিএ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো খুচরা ওষুধ বিক্রেতাদেরকে গর্ভপাতের ওষুধ বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছে ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দেশটির সংস্থাটি। এমন একটি সময়ে এ ঘোষণা এলো যখন দেশটির বহু অঙ্গরাজ্য গর্ভপাতের ওষুধ নিষিদ্ধের পথ খুঁজছে।

গত মঙ্গলবার (৩ জানুয়ারী) এফডিএ নিজেদের ওয়েবসাইটে জানায় সনদধারী ফার্মেসি বা সনদধারী প্রেসক্রাইবারের তত্ত্বাবধানে এ ধরনের ওষুধ বিক্রি করা যাবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার এ পরিবর্তন আগামীতে গর্ভপাত প্রবেশাধিকার পর্যন্ত প্রসারিত হবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

বর্তমানে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের গর্ভপাতের অধিকার সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গর্ভপাত অধিকার সংক্রান্ত রো বনাম ওয়েড রায় উল্টে দেয়। এর মধ্য দিয়ে অরক্ষিত হয়ে পড়ে দেশটির নাগরিকদের গর্ভপাতের অধিকার।

গর্ভপাতের ওষুধ মিফেপ্রিস্টোন বিক্রির সনদ পেতে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে ওষুধ বিক্রেতারা। সনদ পাওয়ার পর প্রেসক্রিপশনের ভিত্তিতে সরাসরি রোগীদের কাছে ওষুধ বিক্রি করতে পারবে তারা।

এফডিএ ২০২১ সালের ডিসেম্বর প্রথম এ ধরনের পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার কথা জানায়।

মিফেপ্রিস্টোন সেবনে মৃত্যুহার খুব কম পাওয়ার কথা জানিয়েছে এফডিএ। সংস্থাটি জানায়, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুমোদনের পর থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

যদিও এই সময় পর্যন্ত দেশটিতে মিফেপ্রিস্টোন সেবন করেছেন প্রায় ৪৯ লাখ নারী।

যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে অমিক্রনের নতুন ধরন

যুক্তরাষ্ট্রে অমিক্রনের নতুন উপধরন এক্সবিবি ১.৫ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। শীতকালে যেহেতু করোনা রোগী বেশি শনাক্ত হয় তাই বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে তাদের। করোনার অন্য ধরন ও উপধরনগুলোর চেয়ে নতুন এই উপধরনের মানবদেহে প্রবেশ করার এবং রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডিকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি।

ভাইরাসটির সংস্পর্শে আসার পর দ্রুতই উপসর্গ দেখা দেয়। যাদের আগে করোনা সংক্রমণ হয়েছে বা যারা ইতিমধ্যেই করোনার টিকা নিয়েছেন, তাদের সংক্রমিত

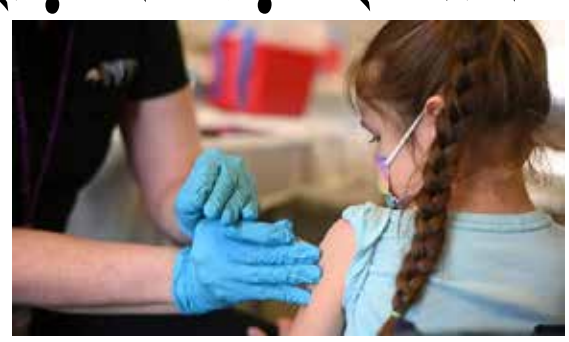

করার ক্ষমতাও এর অনেক বেশি।

ফক্স নিউজ ডিজিটালকে ডা. মার্ক সিগেল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, করোনার এই নতুন ধরনে প্রকৃতপক্ষে দুটি সাব-ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, একটি এক্সবিবি এবং এক্সবিবি ১.৫। এর মধ্যে এক্সবিবি ১.৫ বেশি সংক্রমক।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া করোনার নতুন এই ধরনের সন্ধান মিলেছে ভারতেও। যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে ৪২ শতাংশের দেহে এক্সবিবি ১.৫ ধরনের সন্ধান মিলেছে।

বছরে বাংলাদেশ থেকে ১২০ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য

১২ পৃষ্ঠার পর

দেশের চাহিদাও মেটানো সম্ভব।'

অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব সলিম উল্লাহ জানান, দেশের এ খাতের উন্নয়নে প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা তৈরি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শিগগির তা অনুমোদন করে আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে সরকার। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি জসিম উদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাইন্ডেশনের চেয়ারপারসন অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞাভুক্ত রাশিয়ান জাহাজ ফেরতে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি হবে না- আশা শাহরিয়ার আলমের

ঢাকা:মার্কিন নিষেধাজ্ঞাভুক্ত রাশিয়ান জাহাজকে বাংলাদেশের নোঙ্গর করতে না দিয়ে ফেরৎ পাঠানোর সিদ্ধান্তে মস্কোর সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি। ইতোমধ্যে বিষয়টির গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন তিনি। রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

রাশিয়ার জাহাজ বাংলাদেশে ভিড়তে না দেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বন্ধু রাষ্ট্রগুলো আমাদের যে বার্তা দেয়, আমরা তার প্রতি সম্মান জানাই। রুশ জাহাজের সমস্যা সমাধানে যে আমাদের খুব বেশি বেগ হতে হয়েছে তা কিন্তু নয়। রূপপুরের মতো মেগা প্রকল্প সরকার সময় মতো শেষ করতে চায় জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার প্রকল্প। তিনি বলেন, মেট্রোরেলের ৬ টি রুট হবে। এর একটি মাত্র সবে চালু হয়েছে। দেখেছেন দেশবাসী মেট্রোরেল নিয়ে কতটা উচ্ছ্বসিত। ঢাকাবাসীর জীবন যাত্রায় মেট্রোরেল প্রকল্পের প্রভাবও পড়তে শুরু হয়েছে। সেই জায়গা থেকে রূপপুর প্রকল্প যেন সময় মতো শেষ হয়, সেই লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

তৃতীয় দেশ হয়ে অর্থাৎ রুশ জাহাজে থাকা রূপপুরের পণ্য ভারতের বন্দরে খালাস করে তা পরবর্তীতে বাংলাদেশে আনা হবে এমন সিদ্ধান্তের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এটা জাহাজ কোম্পানি ও সে দেশের বিষয়।

উল্লেখ্য, নাম এবং রং বদল করা মার্কিন নিষেধাজ্ঞাভুক্ত একটি রূপপুরের পণ্য পাঠিয়েছিল রাশিয়া।

গত ২৪ শে ডিসেম্বর তা মোংলা পোর্টে নোঙ্গর করার কথা ছিল। কিন্তু চার দিন আগেই যুক্তরাষ্ট্র ঢাকাকে নিষেধাজ্ঞাভুক্ত জাহাজটির রং ও নাম বদলের কাহিনী জানিয়ে দেয়। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ার শঙ্কায় চটজলদি পদক্ষেপ নেয় এবং আদি স্পার্টা-৩ নামের জাহাজটির (বর্তমান নাম উরসা মেজর) বাংলাদেশের বন্দরে ভেড়ার পূর্বানুমতি বাতিল করে। যদিও জাহাজটিকে বন্দরে পণ্য খালাসের অনুমতি দিতে বাংলাদেশের ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করে রাশিয়া। এক পর্যায়ে মস্কো সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হুমকিও দেয়। রাশিয়ার চাপ ও হুমকি সত্ত্বেও বাংলাদেশ জাহাজটিকে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় তৃতীয় দেশে পণ্য খালাসে রাজি হয় মস্কো। গত বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরে জাহাজটির এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ হয় বাংলাদেশের।

সুত্র মানবজমিন

চট্টগ্রামে যৌনশক্তির বড়ি খাইয়ে লুটপাট

চট্টগ্রাম: বাসে উঠে যৌনশক্তি বাড়ানোর বড়ি বিক্রির নামে চেতনানাশক ওষুধ খাইয়ে সর্বস্ব লুটে নেওয়া একটি চক্রের তিন সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) চট্টগ্রাম জেলা ইউনিটের কর্মকর্তারা তাদের গ্রেপ্তার করেছে।

তারা হলেন- নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের ইব্রাহিমের ছেলে মহিন উদ্দিন (৩০), একই এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে মো. আনোয়ার হোসেন (৪২) ও ফেনী ছাগলনাইয়ার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে মো. রফিকুল ইসলাম (৪২)। তারা সবাই নগরের বিভিন্ন এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। হালিশহর ও পাহাড়তলী থানা এলাকা থেকে রোববার তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। চক্রের সদস্য প্রথমে বাসে উঠে একজনকে টার্গেট করে। তাকে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

‘খুবই অস্বাস্থ্যকর’ ঢাকার বাতাস

ঢাকা: ঢাকার বাতাসের মান সোমবার সকালেও ওখুবই অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে। সকাল ৮টায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ২০৮ নিয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা পঞ্চম স্থানে আছে।২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোরওখুবই অস্বাস্থ্যকর বলা হয়, যেখানে ৩০১ থেকে ৪০০ এর স্কোর ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ বলে বিবেচিত হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

পাকিস্তানের লাহোর, চীনের উহান এবং ঘানার আক্রা যথাক্রমে একিউআই ২৮৮, ২৪২ ও ২৪১ স্কোর নিয়ে তালিকার প্রথম তিনটি স্থান দখল করেছে।বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের পাঁচটি বৈশিষ্টের ওপর ভিত্তি করে- বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ এবং *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

‘বই উৎসবে’ সবাই বই পায়নি

ঢাকা: সারাদেশে বছরের প্রথম দিন ‘বই উৎসব’ হয়েছে। কিন্তু সব শিক্ষার্থী প্রথম দিনে বই পায়নি। আবার যারা পেয়েছে তারা সব বই পায়নি। এমনকি পুরো সেটের শুধু একটি বা দুইটি বই দেয়ার খবরও পাওয়া গেছে।

এদিকে এবার পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়েছে নিম্নমানের নিউজপ্রিন্ট কাগজে। ফলে ছাপার মানও খারাপ হয়েছে। এর আগে ৮৫ ভাগ উজ্জ্বলতার সাদা কাগজে পাঠ্যবই ছাপা হতো। এজন্য কাগজ সংকটকে দায়ী করা হচ্ছে।

একদিন আগে ৩১ ডিসেম্বরই বই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। আর বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি বই বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গাজীপুরের কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে বই উৎসবের কর্মসূচি উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ‘‘কাগজের আর কোনো সংকট থাকবে না, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবাই বই পেয়ে যাবে। ইতোমধ্যে প্রায় ৮০ ভাগ বই দেয়া হয়েছে।’’

বই উৎসব যেমন হয়েছে : এই সংকট যে হবে তা আগেই ধারণা করা হয়েছিলো। এজন্য আগে থেকেই বিভিন্ন স্কুলে একদিনে সবাইকে বই না দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিনে বই দেয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। আবার কোন বই কবে দেয়া হবে সেটিও ঠিক করা হয়। কিন্তু সেই সময়সূচী অনুযায়ীও বই দেয়া যায়নি। জানা গেছে, ঢাকার ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের একটি-দুইটি করে বই দেয়া হয়েছে। আজিমপুর সরকারি স্কুলে দেয়া হয়েছে দুইটি করে বই। ইস্কাটন সরকারি স্কুল ও ইস্পাহানি বালিকা বিদ্যালয়ে বই উৎসব হয়নি। সোমবার তারা বই বিতরণ করবে বলে জানা গেছে।

ঢাকার বাইরে থেকেও একইরকম অভিযোগ পাওয়া গেছে। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড.মুনসুর আলম খান। কিন্তু সব বই পাননি শিক্ষার্থীরা। প্রাথমিক পর্যায়ে মিলেছে বাংলা ও ইংরেজি বই। আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিলেছে একটি করে বই। আবার কোথাও কোথাও ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বইই পাননি। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সবাইকে বই দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

পটুয়াখালী কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে সকালে মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং দুপুরে ডিবুয়াপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রাথমিক পর্যায়ের বই বিতরণ উৎসবের উদ্বোধন করেন

জেলা প্রশাসক মোঃ শরীফুল ইসলাম। তবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির সব বই জেলায় না পৌঁছানোয় শিক্ষার্থীদের হাতে শতভাগ বই তুলে দেয়া সম্ভব হয়নি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এসব বই পৌঁছালে তা শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রথম দিনে সব বই হাতে পায়নি। আর মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বই উৎসবে গিয়ে কোনো বই পায়নি। জানা গেছে ওই এলাকার এক হাজার ৪৫০ জন শিক্ষার্থী কোনো বই পায়নি।

খালি হাতে বাড়ি ফিরে গেছে শিক্ষার্থীরা : ঢাকার অদূরে টঙ্গির সিরাজ উদ্দিন সরকার বিদ্যা নিকেতন এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের সব বই না দিয়ে দুই-একটি করে বই দেয়া হয়েছে। একজন অভিভাবক এস এম মিন্টু জানান, ‘‘আমরা ছেলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। সে ১১টি বইয়ের মধ্যে মাত্র দুইটি বই পেয়েছে। তার মন খুব খারাপ।’’

মেহেরপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আমার স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কোনো বই পায়নি। তাদের বই আসেনি। আমরা দুপুর ১২ টা পর্যন্ত বই আসবে এই আশায় তাদের বসিয়ে রেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত বই না আসায় তারা হতাশ হয়ে বাড়ি চলে গেছে। আর তিনটি শ্রেনিতে বই দেয়া হলেও সব বই দেয়া হয়নি। ছয়টি বইয়ের দুই-তিনটি করে বই দেয়া হয়েছে।’’

তিনি জানান, শিক্ষা অফিস থেকে জানানো হয়েছে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বাকি বই দেয়া হবে। সরিষাবাড়ির বিলবালিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার এম এ রউফ জানান, ‘‘ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণির কোনো বই দেয়া হয়নি। শিক্ষা অফিস থেকে বলা হয়েছে বই আসলে দেয়া হবে। অন্যান্য শ্রেণিতে বই দেয়া হলেও পুরো সেট দেয়া হয়নি।’’

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ভুপেশ রঞ্জন রায় বলেন, ‘‘আসলে আমাদের জেলায় সব শ্রেণির সব বই আসেনি। শুধু পি-প্রাইমারির সব শিক্ষা উপকরণ সব এসেছে। ফলে সবাই বই পায়নি। আবার যারা পেয়েছে তাদেরও সব বই দেয়া যায়নি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বই এসে যাবে।’’

তিনি বলেন, ‘‘আমাদের কাছে আগের বছরের বই আছে। সিলেবাস তো একই। ফলে বইয়ের সংকট হবে না আশা করি।’’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের সব জেলা ও উপজেলার চিত্র প্রায় একই।

এনসিটিবির তথ্য বলছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে চার কোটি নয় লাখ ১৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের জন্য ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ৩৩ কোটি ৯৬ লাখ নয় হাজার কপি বই ছাপানোর কাজ এখনো চলছে। এরমধ্যে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিকে নয় কোটি ৯২ লাখ ৮৩ হাজার, মাধ্যমিকে ২৩ কোটি ৮২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৮, ইবতেদায়ি শ্রেণিতে দুই কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার, দাখিলে চার কোটি এক লাখ ৪৪ হাজার কপি বই ছাপা হচ্ছে। ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর’ মাতৃ ভাষায় বই ছাপা হচ্ছে দুই লাখ ১২ হাজার ১৭৭ কপি। আগামি ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বই ছাপার সময় আছে বলে জানান *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন হবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আগামী নির্বাচন দেশের সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। ব্রিটিশ অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের চারজন সংসদ সদস্য বুধবার (৪ জানুয়ারী) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, দেশে নির্বাচন কমিশন অনেকটাই স্বাধীন। তিনি বলেন, 'আমরা আপনাদের ওয়েস্টমিনস্টারের গণতন্ত্র অনুসরণ করি। নির্বাচন পর্যবেক্ষক এলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই।' প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক দল হিসেবে অতীতে সামরিক শাসকদের কাছ থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে আওয়ামী লীগের। তিনি বলেন, সামরিক শাসকরা বন্দুক ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতো এবং রাজনৈতিক দল গঠন করে রাজনীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করতো।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগ নিতে ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন,

নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার ফলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকার প্রধান বলেন, ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ভোজ্যতেল আসত। কিন্তু যুদ্ধের কারণে এই আইটেমগুলোর আমদানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে এই জিনিসগুলোর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে ব্রিটিশ সহায়তার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে আন্তরিক এবং নিজস্ব সম্পদ দিয়ে অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু প্রাথমিকভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ এবং ৭৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের মাধ্যমে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। শেখ হাসিনা রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, কমনওয়েলথ দেশগুলোর অভিভাবক হিসেবে তিনি সবসময় বাংলাদেশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকেও শুভেচ্ছা *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আরো সংকুচিত হচ্ছে

ঢাকা: বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো মনে করছে বিতর্কিত জিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) নিয়মিত অপব্যবহার মত প্রকাশের ক্ষেত্রে রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি করছে।

তারা বলছে, গত চার বছরে ওই আইনটি সংশোধনের কোনো অগ্রগতি নেই উল্টো আরো নতুন কিছু আইনের প্রস্তাব পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে।

মানবাধিকার কর্মীরা মনে করছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ডিএসএর অপব্যবহার আরো বাড়বে। বাক স্বাধীনতা আরো সংকুচিত হবে।

দুই হাজার ২৪৯টি মামলা: মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র(আসক) তাদের প্রতিবেদনে বলেছে ২০২২এ আটটি বিভাগের মধ্যে শুধুমাত্র রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা এই তিনটি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে শিক্ষার খরচের ৭১ শতাংশ বহন করে পরিবার বলেছে ইউনেসকো

ঢাকা: বাংলাদেশে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাবদ ব্যয়ের ৭১ শতাংশই বহন করতে হয় পরিবারকে। আবার দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বেসরকারি খাতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী বাংলাদেশেই। এসব শিক্ষার্থীদের এক-তৃতীয়াংশকেই ঋণ করে মেটাতে হয় পড়াশোনার খরচ। এ ছাড়া সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খরচের তুলনায় প্রায় নয়গুণ বেশি ফি ও খরচ হয় বেসরকারি কিন্ডারগার্টেনে। অন্যদিকে, এনজিও বা বেসরকারি স্কুলের খরচ সরকারির চেয়ে তিনগুণ বেশি।

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার (ইউনেসকো) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবার (৩ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

'রাজনীতির রশি টানাটানিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত'

ঢাকা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বন্দ্ব-হানাহানিতে সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করেছে বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

বুধবার (৪ জানুয়ারি) সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন ঐক্য পরিষদের নেতারা।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার বাস্তবায়নের দাবিতে আগামী ৭ জানুয়ারি বিকালে রাজধানীর শাহবাগ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা করবে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ঐক্যমোর্চা। সেই পদযাত্রা উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত।

তিনি বলেন, 'অতীতের প্রায় সব নির্বাচনে এ দেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে খেলা হয়েছে, যার কারণে নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে অহেতুক এরা নির্যাতিত হয়েছেন। প্রায় সবাই এদের গণিমতের মাল হিসেবে বিবেচনা করার চেষ্টা করেছে। এক পক্ষ ভেবেছে, ওরা আমাদের নয় ওরা ওদের। আরেক পক্ষ ভেবেছে, আমাদের ভোট না দিয়ে এরা যাবে কোথায়? রাজনীতির এ রশি টানাটানিতে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

আলোচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ঢাকা : রাষ্ট্রপতি অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৩ এপ্রিল। তিনি পর পর দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। সংবিধান অনুযায়ী তার আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এরইমধ্যে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যোগ্য প্রার্থী নিয়ে ভাবছে। আর সংসদে অন্য কোনো দল প্রার্থী দেবে এমন কোনো আলোচনা নেই। আবদুল হামিদ বাংলাদেশের ২১তম রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

তারেক-জোবায়দার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. আছাদুজ্জামানের আদালত বৃহস্পতিবার (৫ জানুয়ারি) এ আদেশ দেন। দুদকের কোর্ট পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম প্রতিদিনের বাংলাদেশকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত বছরের ১ নভেম্বর ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. আছাদুজ্জামানের আদালত তারেক ও জোবায়দার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন।

তার আগে গত বছরের ২৬ জুন হাইকোর্ট তারেক ও জোবায়দাকে 'পলাতক' ঘোষণা করে ৪ কোটি ৮২ লাখ টাকার দুর্নীতির মামলা ও তার প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা পৃথক রিট আবেদন খারিজ করে দেন। ওই রায়ে হাইকোর্ট একইসঙ্গে ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় করা এ মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতকে যত দ্রুত সম্ভব বিচার কার্যক্রম শেষ করার নির্দেশ দেন।

এ ছাড়া ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে এ রায় পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে মামলার রেকর্ড ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে পাঠাতে বলা হয়। একই সঙ্গে ওই মামলায় আট সপ্তাহের মধ্যে জোবায়দাকে বিচারিক আদালতে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেওয়া হয় বলে জানান আদগালতের পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম।

জানান, উচ্চ আদালতের *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক অবস্থানে নেই - রাশেদ খান মেনন

রাশেদ খান মেনন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি। সাবেক মন্ত্রী এবং বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য। ১৯৬৩-৬৪ সালে তিনি ডাকসুর ভিপি এবং ১৯৬৪-৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (একাংশের) সভাপতি ছিলেন। সম্প্রতি আজকের পত্রিকার পক্ষ থেকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাসুদ রানা।

প্রশ্ন: দেশ যেভাবে চলছে, তাতে আপনি কি খুশি?

রাশেদ খান মেনন: দেশকে এগিয়ে যেতে প্রথমত বাধাগ্রস্ত করছে ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থ পাচার। দুর্নীতি ও অর্থ পাচার যদি রোধ করা যেত, তাহলে আমাদের সমস্যা সেভাবে থাকত না। কিন্তু সরকার এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন: দেশে উন্নয়ন যেমন হচ্ছে, তেমনি মানুষের অভাব-অনটন বাড়ছে। জিনিসপত্রের দামও উর্ধ্বমুখী। বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কি ব্যর্থ বলবেন?

মেনন: সরকার যেসব বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু বাস্তবায়ন হয়েছে, অপরদিকে আরও কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে। বাকিগুলো বাস্তবায়ন হবে। এই বড় প্রকল্পের কারণে দেশের অর্থনীতির চাকা এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। আগামী দিনে তা অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মধ্য আয়ের মানুষ শুধু নয়, নিম্ন আয়ের মানুষজন বিপদের মধ্যে পড়েছে। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টা ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। তাদের কাছে সরকার মনে হয় অসহায় হয়ে পড়েছে। সরকার এই ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ যে কেন করতে পারছে না, তা তো আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন: পাকিস্তানের ২২ পরিবারের বিরুদ্ধে আপনারা লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। এখন দেশে ২২ হাজার বা তারও অধিক পরিবারের হাতে ধন-সম্পদ কুক্ষিগত। বৈষম্য কমানোর উপায় কী?

মেনন: আমি প্রতিটি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এসব কথা বলি। বাংলাদেশে একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আছে, যাদের হাতে এবং নিয়ন্ত্রণে অর্থনীতি, রাজনীতি চলে গেছে। পাকিস্তানের ২২ পরিবার সম্পদ লুণ্ঠন করলেও পাচার করত না। এখনকার ২২ হাজার পরিবার অর্থ পাচার না করত, তাহলেও একটা কাজ হতো। কিন্তু তারা তো সব টাকা বিদেশে পাচার করছে এবং তাদের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এসব একটা বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

প্রশ্ন: অসাম্প্রদায়িক অবস্থান কি আওয়ামী লীগ সরকার ধরে রাখতে পেরেছে? আপনারা সরকারের সঙ্গে থাকতে হেফাজতের দিকে সরকার ঝুঁকে পড়ে কীভাবে?

মেনন: সরকার বা আওয়ামী লীগ কেন হেফাজতের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তার ব্যাখ্যা বা জবাব তো আমরা দিতে পারব না। আমরা মনে করি, হেফাজত বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সে ক্ষেত্রে তাদের দিকে কোনো ধরনের নমনীয়তা দেখানোর সুযোগ বা কোনো কারণ থাকতে পারে বলে আমরা কখনো মনে করি না। আমরা সম্প্রতি এটা আওয়ামী লীগসহ সবাইকে বলেছি।

এখন তারা কি ভোটের হিসাব করছে এবং তাদের নিয়ে কোনো রাজনীতি আছে কি না, তা আমার জানা নেই। তবে হেফাজতের সঙ্গে সখ্যের ব্যাপারে আমরা আপত্তি জানিয়ে খুবই স্পষ্ট করে বলেছি, হেফাজতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আর এটা সত্যি যে বাস্তবিক অর্থে সরকার এবং আওয়ামী লীগ তার অসাম্প্রদায়িক অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: গত দুটি নির্বাচন যে প্রক্রিয়ায় হয়েছে, তাকে কি গণতান্ত্রিক বলবেন?

মেনন: সন্দেহ তো আছেই। নির্বাচন-প্রক্রিয়ার ত্রুটিবিচ্যুতি তো আছে। কিন্তু তারপরও তো নির্বাচন সময়মতো হচ্ছে। যদিও এ নির্বাচনগুলোতে অর্থের তাণ্ডব এবং পেশিশক্তির প্রভাব ছিল। তারপরও বলব, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনগুলো হয়েছে।

প্রশ্ন: সরকার ঝামেলায় পড়লে ১৪ দল সক্রিয় হয়। ১৪ দল কি শুধু আওয়ামী লীগের অসময়ের মিত্র?

মেনন: সত্যি বলতে কি, আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে ১৪-দলীয় জোট গঠিত হয়েছিল। এটা শুধু অসময়ের মিত্র নয়, সব সময়ের মিত্র থাকার কথা ছিল। একসঙ্গে আন্দোলন, একসঙ্গে নির্বাচন, একসঙ্গে সবকিছু করার কথা ছিল আওয়ামী লীগের। এসব ছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমাদের ঐক্যের ভিত্তি। কিন্তু সেই কমিটমেন্ট থেকে আওয়ামী লীগ অনেক দূরে সরে গেছে। ফলে ১৪-দলীয় জোটের আগের যে অবস্থান ছিল, সেটা এখন আর নেই।

সে জন্য ১৪-দলীয় জোট আগের থেকে অনেকখানি শক্তিহীন বা ঝিমিয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি, এই শক্তিটাকে ক্ষয় না করাটাই ঠিক হবে। এই জোটের শক্তিহীনতা আওয়ামী লীগের জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

প্রশ্ন: দেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার বাস্তবতা কতটুকু আছে বলে আপনি মনে করেন?

মেনন: পৃথিবীব্যাপী দুর্ভিক্ষের বাস্তবতা থাকলেও বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কা নেই। কারণ, আমাদের কৃষি উৎপাদন এবং কৃষকের প্রচেষ্টা এখনো অব্যাহত আছে। আর দেশের পতিত জমিগুলো নিজ প্রচেষ্টায় চাষাবাদ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী বারবার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। আমি মনে করি, জনগণ নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে খাদ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করবেন। আমাদের দেশে কোনো দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হবে না বলে আমার বিশ্বাস আছে।

প্রশ্ন: সরকার পতনের আন্দোলনে আছে বিএনপি। এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী?

মেনন: আমি তো কোনো ভবিষ্যৎ দেখি না। তারা যে এ আন্দোলনে আপামর জনগণকে শামিল করতে পেরেছে, তা-ও আমি মনে করি না। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া এবং ব্যাপক জনগণের সমর্থন ছাড়া কোনো আন্দোলন বেগবান করা যায় না। তারা এ ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে বলে আমি মনে করি। জনগণ ক্ষুব্ধ আছে, এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এ কারণে জনগণ বিএনপির দিকে যাবেড়আমি এটা কোনোভাবেই মনে করি না। জনগণ বিএনপিকে আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে ভাবতে পারছে না।

প্রশ্ন: বিএনপি তো রাষ্ট্র সংস্কারের একটা রূপরেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?

মেনন: আমি মনে করি, মোটেই এটা রাষ্ট্র সংস্কারের যথার্থ কোনো রূপরেখা নয়। এটা হচ্ছে জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনীর দিকে ফিরে যাওয়া। তারা তাদের পুরোনো রাজনীতির রং একটু বদল করে জনগণের কাছে হাজির করেছে। এটা করে তারা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের সঙ্গে আনার চেষ্টা করেছে। এর মাধ্যমে তারা মানুষের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবাই মনে করছে, এই রূপরেখার প্রথম দফায় নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের যে কথা বলা হয়েছে, তা বাহাত্তরের সংবিধানকে বাধাগ্রস্ত করে দেশকে পিছিয়ে দেবে।

প্রশ্ন: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মেনন: আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আজকের পত্রিকার পাঠকদেরও ধন্যবাদ। সূত্র আজকের পত্রিকা

KHAMAR BARI SUPERMARKET

183-19 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432

TEL: 718-739-9700

STORE HOURS : OPEN 7 DAYS A WEEK | 8:00 AM – 12:00 AM

PRICES EFFECTIVE JANUARY 5 - JANUARY 20, 2023

$2.99/LB **BEEF WITH BONE MIX**	$3.99/LB **FROZEN GOAT**	No Clean, No Cut 99¢/LB **CHICKEN LEG**	No Clean, No Cut 79¢/LB 2 LB **CHICKEN QUARTER LEG**	3 FOR $3.99 **KESKI TRAY**
UPTO 3 KG $1.49/LB **ROHU**	UPTO 3 KG $2.49/LB **MRIGAL**	UPTO 8 KG $1.99/LB **KATLA**	10/12 $6.99/LB **HILSHA**	$2.99/LB **PANGASH**
1 KG $2.99/LB **SHOIL (Whole)**	$8.99 PACK EACH **KOI Haor Losse**	60-70 4 LB $12.99 **SHRIMP**	$14.99 EACH **OLIO VILLA OIL**	4 LB $2.99 EACH **DOMINO SUGAR**
$1.99 EACH **CARNATION MILK**	$34.99/EA 2500 GM **NIDO**	$26.99/EA **ANCHOR**	$7.99 EACH **KAWAN MALAYSIAN PARATHA**	$3.99 EACH **REGULAR ONION**
$20.99 20 LB **KRISHOK RICE**	$39.99 50 LB **DELTA RICE**	$20.99 20 LB **RUPSHA RICE**	$14.99 10 LB **MEHARBAN KALIJEERA RICE**	$4.99 4 LB **MASOOR DAL**
$4.99 EACH **SHAHI PARATHA FAMILY**	69¢/LB **BANANA**	$3.99 70 GM **MAGGI NOODLES**	EACH $5.99 **AS-SALAAM CHICKEN STRIPS/NUGGETS**	$5.99 EACH 4 LB **YOGURT**

সংকটেও বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের রেকর্ড

ঢাকা: সংকটের মধ্যেও বাংলাদেশের রপ্তানি আয় রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। প্রবাসী আয়ও কাটিয়ে উঠছে খরা। বাড়ছে বিদেশি বিনিয়োগ তারপর এখনো রিজার্ভ ও ডলার সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদেরা মনে করছেন এই ইতিবাচক ধারা বজায় রাখতে পারলে রিজার্ভ ও ডলারের ওপর চাপ ধীরে ধীরে কমবে।

তারা বলছেন এটা একটা সুখবর। তবে এখনই এটা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হবে না। কমপক্ষে ছয় মাস এই ধারা অব্যাহত থাকলে ইতিবাচক দিকগুলো আরো স্পষ্ট হবে। আর এখন আমদানি কমিয়ে রিজার্ভের ওপর চাপ কমানোর কৌশল শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক হতে পারে।

বাংলাদেশ থেকে ডিসেম্বরে ৫৩৬ কোটি ৫১ লাখ ৯০ হাজার ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, গত বছরের একই মাসের তুলনায় যা ৯.৩৩ শতাংশ বেশি। আর ডিসেম্বরের রপ্তানি আয় তার আগের ১১ মাসের তুলনায় সর্বোচ্চ। এই রপ্তানি আয় বাড়ার পিছনে প্রধান অবদান তৈরি পোশাক খাতের। ডিসেম্বরে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২৮.২ শতাংশ। বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশই আসে এই খাত থেকে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর(ইপিবি) শেষ হিসাব বলছে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট দুই হাজার ৭৩১ কোটি ১২ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এটা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৫৮ শতাংশ বেশি।

তৈরি পোশাক রপ্তানিতে গত ছয় মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৫৬ শতাংশ।ছয় মাসে পোশাক খাত থেকে দুই হাজার ২৯৯ কোটি ৬৬ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

এই সময়ে এর বাইরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ শতাংশ। ৪১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পেয়েছে প্লাস্টিক খাত। তবে পাট ও পাটজাত পণ্য এক কৃষিপণ্য রপ্তানি আয় কমেছে।

প্রবাসী আয় : ডিসেম্বরে প্রবাসী আয়ও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে ডিসেম্বরে প্রবাসীরা দেশে ১৬৯ কোটি ৯৬ লাখ ডলার পাঠিয়েছেন। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৬৩ কোটি ডলার। রেমিট্যান্স প্রবাহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম (জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) ছয় মাসে মোট রেমিট্যান্স এসেছে এক হাজার ৪৯ কোটি ৩২ লাখ মার্কিন ডলার। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

এ বছর কঠিন মন্দায় পড়বে বিশ্ব বললেন আইএমএফ প্রধান

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সতর্ক করে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীনের প্রবৃদ্ধি মন্থর হওয়ায় বিশ্বের বেশিরভাগ অর্থনীতির জন্য এই বছর ২০২২ সালের চেয়ে কঠিন হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএসের রোববারের সকালের সংবাদ অনুষ্ঠান ‘ফেস দ্য নেশন’-এ হুঁশিয়ারি দেন আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা।

জর্জিয়েভা বলেন, ‘আমরা আশঙ্কা করছি, বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ দেশ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বছরে বাংলাদেশ থেকে ১২০ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য রফতানি হচ্ছে

ঢাকা: বর্তমানে বাংলাদেশে প্লাস্টিক শিল্পের বাজার ৪০ হাজার কোটি টাকার। এছাড়া বছরে প্রায় ১২০ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য বিদেশে রফতানি হচ্ছে।

গত ৪ জানুয়ারী বুধবার সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘প্লাস্টিক ওয়াস্ট রিসাইক্লিং: ইনভেস্টমেন্ট প্রসপেক্টস, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরোয়ার্ড’ শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব তথ্য জানান। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ) এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন বলেন, ‘বছরে দেশে প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয় প্রায় সোয়া আট লাখ টন। তবে এর মাত্র ৩৬ শতাংশ রিসাইকেল হয়ে নতুন পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। বাকি ৬৪ শতাংশই

পরিবেশদূষণ করে। যার একটি বড় অংশও রিসাইকেল সম্ভব।’

তিনি বলেন, ‘সরকারের নীতিসহায়তা পেলে প্লাস্টিক পণ্য রফতানি বর্তমানের আয়ের থেকে আরো বাড়ানো সম্ভব। পাশাপাশি আমদানি বিকল্প পণ্য তৈরি করে *বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

রপ্তানি আয়ে শীর্ষে, পোশাক শ্রমিকের মজুরিতে পিছিয়ে বাংলাদেশ

ঢাকা : বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয়। রপ্তানি আয়ের ৮২ ভাগ আসে এই খাত থেকে। সংকটের মধ্যেও ডিসেম্বরে রপ্তানি আয়ে যে রেকর্ড হয়েছে তার অবদান পোশাক খাতের। কিন্তু পোশাক খাতের প্রাণ শ্রমিকেরা কেমন আছেন? তারা কেমন মজুরি পান?

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্ট্যাডিজের (বিলস) এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদেরমজুরি সর্বনিম্ন। এমনকি ভারতের চেয়েও অনেক কম। ভারতে পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২ হাজার ১৬০ ঢাকা (১২৮ ডলার) আর বাংলাদেশে আট হাজার টাকা (৭৫.৫ ডলার, প্রতি ডলার ১০৬ টাকা হিসেবে)। বিলসের এই গবেষণা প্রতিবেদন চলতি মাসেই প্রকাশ করা হবে।

কোন দেশে কত মজুরি : বিলসের গবেষণা বলছে, তুরস্কে তৈরি পোশাক খাতে মোট শ্রমিক ৪০ লাখ। শ্রমিকেরা প্রতি ঘন্টায় মজুরি পান ১.৪৮ ডলার। মাসিক ন্যূনতম মজুরি পায়

৩০৭ ডলার। বাংলাদেশি টাকার ২৯ হাজার ১৬৫ টাকা। ভিয়েতনামে কাজ করে ২৫ লাখ শ্রমিক। মাসিক ন্যূনতম মজুরি ১৬৮ ডলার বা ১৫ হাজার ৯৬০ টাকা। ফিলিপাইনে কাজ করে সাড়ে ৫ লাখ শ্রমিক। তাদের ন্যুনতম মাসিক মজুরি ২৪৪ ডলার বা ২৩ হাজার ১৮০ টাকা। মালয়েশিয়ায় কাজ করে দুই লাখ ৬০ হাজার শ্রমিক। মাসিক ন্যূনতম মজুরি ২৭০ ডলার বা ২৫ হাজার ৯৩৫ টাকা। কম্বোডিয়ায় ছয় লাখ শ্রমিক। ন্যূনতম মজুরি *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

৬ মাসে চারশ’ কোটি টাকার বেশি টোল আদায়

ঢাকা: গত বছরের জুন মাসে উদ্বোধন হয়েছে পদ্মা সেতু। উদ্বোধনের পরবর্তী ৬ মাসে টোল আদায় হয়েছে প্রায় ৪১০ কোটি টাকা। যা লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেক। সেতু কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে গত ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত পদ্মা সেতুতে মোট টোল আদায় হয়েছে ৪০৯ কোটি ৮৭ লাখ ১০ হাজার ১৫০ টাকা। এই সময়ে সেতু পারাপার হয়েছে ২৮ লাখ ৩৫ হাজার ৯৪১টি যানবাহন। সে হিসেবে প্রতিদিন গড়ে টোল আদায় হয়েছে ২ কোটি সাড়ে ১২ লাখ টাকা। গড়ে প্রতি মাসে ১৪ হাজার ৭১৮টি যানবাহন পার হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, পদ্মা সেতু থেকে মাসে ১৩৩ কোটি ৬৬ লাখ টাকা টোল আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বছরের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

Fresh
FDA Registered Facility
আমেরিকায় তৈরী
ফ্রেশ রুটি
ফ্রেশ পারাটা
আটা, ময়দা, কর্ন ও চালের
রুটি/পারাটা
বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে তৈরী
সম্পূর্ন অটোমেটিক মেশিনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর,
১০০% হালাল এবং কোনরকম কেমিকেল ব্যবহার করা হয় না।
সৈয়দ আল আমিন (রাসেল)
ম্যানেজিং পার্টনার
আশী আহসান
ম্যানেজিং পার্টনার
718-701-9527, 347-691-1210
freshfoodbeverage@gmail.com
214-17 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

২০২৪ সাল নাগাদ গরিব হবে আরবের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ- জাতিসংঘের সমীক্ষা

পরিচয় ডেস্ক: করোনার ধাক্কা আর ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে আরব অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। এরই মধ্যে ২০২২ সালে ওই অঞ্চলে গরিব দেশগুলোতে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ ১২ শতাংশে পৌঁছেছে। আগামী দুই বছরে অঞ্চলটির মোট জনসংখ্যার ৩ ভাগের ১ ভাগেরও বেশি মানুষ দরিদ্র হবে। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের ছয় দেশ তথা বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং লিবিয়া বাদে বাকি আরব দেশগুলোর এমন পরিণতি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২০২২ সাল শেষে জাতিসংঘ প্রকাশিত এক সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে।

ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর ওয়েস্টার্ন এশিয়া (ইএসসিডব্লিউএ) সমীক্ষাটি প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব ও করোনা থেকে বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও ২০২৩ সালে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ৪ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। সমীক্ষা অনুসারে, ২০২২ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ১৪ শতাংশ বেড়েছে; কিন্তু পরবর্তী দুই বছরে তা কমে যথাক্রমে ৮ এবং ৪.৫% এ নেমে আসবে। জাতীয় দারিদ্র্যসীমার বিপরীতে পরিমাপ করা দারিদ্র্যও আরব দেশগুলোর ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষকে প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের দেশ এবং লিবিয়া ছাড়া এ অঞ্চলের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি। সমীক্ষাটি আগামী দুই বছরে দারিদ্র্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা করছে, যা ২০২৪ সালে জনসংখ্যার ৩৬%-এ পৌঁছাবে। অবশ্য আরব অঞ্চল ২০২২ সালে বিশ্বের সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার ১২ শতাংশে পৌঁছেছে। করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার কারণে ২০২৩ সালে খুব সামান্য কমে তা ১১.৭% হতে পারে।

জরিপের প্রধান লেখক আহমেদ মুম্মির মতে, যুদ্ধের কারণে তেলের দাম বাড়ায় লাভবান হবে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো। বিপরীতে তেল আমদানিকারক দেশগুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

ভূমধ্যসাগর থেকে ৮৫ অভিবাসী উদ্ধার

ভূমধ্যসাগর থেকে জিও ব্যারেন্টসের জাহাজ ৮৫ অভিবাসীকে উদ্ধার করেছে। গত রবি ও সোমবার ভোরে ভূমধ্যসাগরে তাদের উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার ব্যক্তিদের মানবিক চিকিৎসা সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডারের (এমএসএফ) কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে অভিবাসীদের জাতীয়তা সম্পর্কে এখনো স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম এএনএসএ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এমএসএফ জানায়, লিবিয়া উপকূলের কাছে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ডুবে গিয়েছিল নৌকাটি। জিও ব্যারেন্টস অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী জাহাজে থাকা দলটি ৪১ জনকে উদ্ধার করে। এরপর ইতালি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পরে জিও ব্যারেন্টস আরও ৪৪ জনকে সেই জাহাজে জায়গা দেয়। প্রথমে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ এই ৪৪ অভিবাসীকে উদ্ধার করেছিল। এরপর জিও ব্যারেন্টস ইতালির নির্দেশে ট্যারান্টোর দক্ষিণ বন্দরে যাত্রা করবে, যেখানে পৌঁছাতে প্রায় দুই দিন লাগবে।

ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় এক লাখ চার হাজার অভিবাসী নৌকায় চেপে সে দেশে পৌঁছেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই নৌকা নিয়ে এসেছেন। বিপজ্জনক সমুদ্রপথে লিবিয়া, তিউনিসিয়া হয়ে ইতালি পৌঁছেছেন তারা।

ভূমধ্যসাগরে বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন জাহাজের উদ্ধার অভিযান নিয়ে নতুন এক ডিক্রি জারি করেছে ইতালি। ডিক্রিতে বলা হয়, কোনো উদ্ধারকারী জাহাজ একই সময়ে সমুদ্রে একবারের বেশি অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না। একবার উদ্ধার কার্যক্রম শেষ হলে সাগরে নতুন কোনো নতুন উদ্ধার অভিযানে না গিয়ে প্রথমে জাহাজটিকে নির্ধারিত বন্দরে ভিড়তে হবে।

ফ্রান্সে কম বয়সি পুরুষদের বিনা পয়সায় কন্ডোম

পরিচয় ডেস্ক: সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ফ্রান্সে ২৫ বছর বা তার থেকে কম বয়সিদের বিনা পয়সায় কন্ডোম দেয়া হবে।এইচআইভি এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ রোধ করা এবং অনাকাঙ্খিত মাতৃত্ব বন্ধ করতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। সরকার প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি ছেলেদের বিনা পয়সায় কন্ডোম দেয়া হবে।

কিন্তু পরে বিতর্ক দেখা দেয় এবং প্রশ্ন ওঠে, ১৮-র কম বয়সিদের কেন কন্ডোম দেয়া হবে না? তারপর নিচের সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। রোববার থেকে শুরু হয়েছে এই ফ্রি কন্ডোম দেয়া।

কেন এই সিদ্ধান্ত : গত ২৫ ডিসেম্বর রোববার থেকেই ওষুধের দোকানে গেলে বিনা পয়সায় কন্ডোম পেয়ে যাচ্ছেন ২৫ বছর বা তার কম বয়সিরা।

প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ জানিয়েছেন, ফ্রান্স যৌনশিক্ষার ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো কাজ করছে না। তিনি জানিয়েছেন, তত্ত্বের তুলনায় বাস্তব অবস্থাটা একেবারেই আলাদা। আমাদের শিক্ষকদের ভালো করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের আবার পুরোটা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ভারতে মুসলিম যুবকের রক্তে প্রাণ বাঁচলো হিন্দু শিশুর

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নিদর্শন হয়ে থাকলো। মুসলিম এক যুবকের রক্তে প্রাণ বাঁচলো দুমাস বয়স্ক এক হিন্দু শিশুর। ছত্রিশ বছরের রাফাত খান রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এক হিন্দু শিশুর। ছাতারপুর জেলা হাসপাতালে রক্তাল্পতায় প্রায় মৃত্যুমুখে পড়েছিল জিতেন্দ্রর শিশু সন্তান। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন যে এ পজিটিভ রক্ত প্রাণ বাঁচাতে পারে শিশুটির। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ পজিটিভ রক্ত মিলছিলো না। কালোবাজারে চড়া দাম দিতে রাজি ছিলেন জিতেন্দ্র। তাও মিলছিলো না রক্ত। শেষ পর্যন্ত *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

কানাডায় বাড়ি কিনতে পারবেন না বিদেশিরা

অটোয়া: নিজ দেশের নাগরিকদের আবাসন সংকট সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশি নাগরিকদের বাড়ি কেনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে কানাডা। গত ১লা জানুয়ারী রোববার থেকে সেটা কার্যকর করা হয়েছে। তবে গ্রীষ্মকালীন কটেজগুলোর মতো বিনোদনমূলক সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

বাড়ির মূল্য বেশি হওয়ায় অনেক কানাডিয়ান বাড়ি কিনতে পারছিলেন না। এ অবস্থায় ২০২১ সালের নির্বাচনি প্রচারে *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

আসন্ন সামার মওশুমের এয়ার টিকেট এর সেল চলছে

Fly to Dhaka

SUMMER SALE

الكويتية
KUWAIT
AIRWAYS

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস- এ
সবচেয়ে কম দামে, এয়ার টিকেট বুকিং চলছে

LOWEST FARE | IATA APPROVED | 16+ YEARS EXPERIENCE

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়-

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস
Web: www.digitaltraveltour.com
Call now: (718) 721 2012, (917)4597181
Office: 25-78 31st Street New York, NY 11102

BOOK TICKETS
718-721-2012

কবি বিষ্ণু দে'র 'কনডিসনড রিফ্লেক্স' কবিতা ও আমার বুদ্ধিজীবী বন্ধুরা!

আবেদীন কাদের

আমার শ্রদ্ধেয় লেখক মোরশেদ শফিউল হাসান কয়েকদিন আগে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন সাতের দশকের গোড়ায়, সম্ভবত '৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুকে শান্তি পুরস্কার দেয়ার পর এর কর্ণধার বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন 'সম্ভবত সত্যিই আপনার দেশের সকল বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে।' এটি তিনি বলেছিলেন ঢাকায় কিছু বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে কথা বলার পর। মোরশেদ ভাই বলেছেন এটি একটি গল্প হয়তো। আমার মনে হয় গল্প নয়! অনেকদিন আগে আমার একটি স্ট্যাটাসে আমি মনোবিজ্ঞানের একটি বিষয় উল্লেখ করেছিলাম। আমার সহকর্মী যারা মনোবিজ্ঞান পড়ান তাঁদের একজনের কাছ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই নিয়ে কয়েক বছর আগে পড়ার সময় বিষয়টি জেনেছিলাম। একটি ব্যাঙকে গরম কড়াইয়ের মধ্যে ছেড়ে দিলে সে একটু নড়ে চড়ে আবার ঠিক ভাসতে থাকে। এভাবে কয়েক মিনিট পর পর ৫ ডিগ্রী করে তাপ বাড়ালে সে একটু নড়ে ওঠে, আবার ঠিক ভাসতে থাকে। এভাবে তাপ বাড়াতে বাড়াতে ৯৫ ডিগ্রীতে গেলে ব্যাঙটা প্রায়-নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তারপর ১০০ ডিগ্রীতে নিলে ব্যাঙটা আর নড়ে না, একেবারে নিস্তেজ হয়ে মরে যায়। অন্যটি পাব্লভ'স ল, যা প্রায় সবাই জানেন। কুকুর ঘণ্টা বাজলেই খেতে দৌড়ায়, কিছুক্ষণ আগে খেলেও। আর সবশেষে আমার মনে পড়ে 'কনডিসনড রিফ্লেক্সে'র কথা।

এখন থেকে ৪১ বছর আগে '৭৮ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি পাড়ার আড্ডায় আমার ভীষণ প্রিয় কবি আবু করিম ভাই আমাদের বিষ্ণু দে'র 'কনডিসনড রিফ্লেক্স' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাতেন, 'অভ্যাস শুধু অভ্যাস লিলি তাই তো আসি/ অভ্যাস শুধু অভ্যাস লিলি ভাল তাই তো বাসি'। এরপর বাকী সব চরণগুলোও আওড়াতেন। এটি আমার প্রিয় কবিতার একটি। আর ছেলেবেলায় পড়া সাদত হাসান মানটোর সেই হৃদয়বিদারক গল্প 'খোল দো' কার না মনে পড়ে! দিন দুই আগে আমার প্রিয় কথাশিল্পী আনোয়ার শাহাদাতকে বলছিলাম সেই 'খোল দো' গল্প পড়লে এখনও কেমন বুকের মধ্যে জমে ওঠে কান্না, প্রথম পড়ার পঞ্চাশ বছর পরও!

এবিষয়টা একেবারেই ভুলে থাকি, কিন্তু হঠাৎ গত কিছুদিন ধরে মোরশেদ ভাইয়ের 'হাওয়ার গায়ে লেখাজোখা' হাজার কাজের মাঝে একটু একটু করে পড়তে গিয়ে আমার জন্মভূমির হাজারটা সমস্যা এবং এর বুদ্ধিজীবীদের কথা মনকে এত বেশি কষ্ট দেয়! এঁরা কি সবাই সেই কড়াইয়ের ব্যাঙ বা কনডিসনড রিফ্লেক্সের শিকার? কে জানে! হয়তো বিধাতা জানেন! তবুও এঁদের জন্মদিনে এত হাজার হাজার বন্ধু পাগলের মত হুমড়ি খেয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কী করে! কষ্ট হয় না তাঁদের!

কয়রকদিন আগে আমার প্রিয় বন্ধু রওশন জামিলের একটি স্ট্যাটাসের জবাবে আমি বাংলাদেশের একজন বুদ্ধিজীবীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম মানুষটির রাজনীতির সঙ্গে দ্বিমত করলেও তিনি সৎ বুদ্ধিজীবী, যা আমাদের দেশে বিরল! বলেছিলাম, 'একজন বুদ্ধিজীবী সারাজীবন বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ না করেও সৎ থাকতে পারেন।' তাতে আমার এক প্রিয় লেখক/ ছড়াকার কিছুটা দ্বিমত করে একটু কৌতুক মিশিয়ে জবাব দিয়েছেন 'মারহাবা' বলে। বিষয়টা আমাকে বেশ ভাবিয়েছে। তাহলে কি আমাদের লেখকরা বুদ্ধিজীবীর যে সংজ্ঞা দেন আমি সেটা বুঝতে পারি না! হতে পারে আমার কথাটি তাঁর মনে কৌতুক সৃষ্টি করেছে!

আজ থেকে প্রায় ৪৫ বছর আগে পড়া একটি কথা মনে পড়লো! আমার প্রিয়তম ইতিহাসবিদদের একজন ফ্রাঙ্ক মোরেজ তাঁর বিখ্যাত বই ডরঃহবংং ঃড় ধহ ঊৎধ- ১৯২০-৭৩ এ লিখেছিলেন Jinnah was intellectually the most honest politician in India during his time.বাক্যটি পড়ে প্রায় কিশোর বয়সে মনে কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি তখন নেহেরু-গান্ধীর ভীষণ অনুরাগী ইতিহাস পাঠক! আর জিন্নাহকে ভীষণ ঘৃণার চোখে দেখি। কয়েক দশক পরে নিউইয়র্কের নিউস্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে বছর কয়েক ঘাম ঝরিয়ে কিছুটা বুঝেছি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বুদ্ধিজীবীকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। শতাংশ বুঝতে পারি আমার ঢাকার বন্ধুরা অনেকেই আমার সাথে দ্বিমত করেন কেন, কী কারণে আমি মধ্যরাতের নির্বাচনকে ঘৃণা করি!

হতে পারে আমারই ভুল! আমার বন্ধুরা, মানে ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা কি বিষ্ণু দে'র কবিতার সেই পরিস্থিতির শিকার, তাঁরা কি শুধুই অভ্যাস মতো ঘুরছেন ফিরছেন লিখছেন এবং বেঁচে আছেন! জানি না! বিধাতা জানেন তাঁদের কি দায়িত্ব!

বিষ্ণু দে'র কাব্যভাবনা

সন্দীপ দত্ত

কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে। যখন ক্ষয়ে যাচ্ছে মন,জমছে বিতৃষ্ণা,হারিয়ে যাচ্ছে বিবেক,তলিয়ে যাচ্ছে বিশ্বাসবোধ। একটা যুগ যখন আসে,সে এক বার্তা নিয়ে আসে। সেই যুগেরই বার্তা বহন করে সাহিত্য। কাব্যজগতে তাই সৃষ্টি হল নতুন গোষ্ঠী। যে গোষ্ঠী হৃদয়ের আঘাত সহ্য করে করে অনুভব করল সেই আঘাতের যন্ত্রণা। বোধহয় যন্ত্রণাই মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলে। প্রতিবাদ করবার ভাষা জোগায়। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সম্মানের জন্য পথান্তরের পথ চায়। রবীন্দ্রনাথ যাকে নদীর বাঁধ বলেছেন। ".....সেই বাঁধটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়,মর্জি নিয়ে।" সেক্ষেত্রে জীবনানন্দের কবিতাতেও আধুনিকতা এসেছে। সুধীন্দ্রনাথ,অমিয় সকলের কবিতাতেই ফুটে উঠেছে সেই নতুন দিগন্তের ছবি। কিন্তু এখানের আলোচ্য বিষয় যেহেতু কবি বিষ্ণু দে,তাই মানুষটার কাব্য মানসিকতা ও কলম নিয়েই বলা যাক।

অনেকেই বলে থাকেন বিষ্ণু দে'র কবিতা বড্ড বেশি দুর্বোধ্য। দুর্বোধ্যতা আসলে কী,এটা আগে জানতে হবে। আমরা যে বোধটাকে সহজে জাগাতে পারিনা,বলা ভাল জানতে পারিনা তার জটিলতার ব্যাপ্তি,তখনই হোঁচট খাওয়ার একটা প্রশ্ন ওঠে। এই হোঁচটটাই চেনা ছন্দকে ভেঙে দেয়। পাঠকদের মনে রাখতে হবে আধুনিক কবিতার রাস্তাটা ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়েই এগিয়েছে। সময় যেখানে দুর্বোধ্য,মননে যখন গিঁট লেগে যাওয়ার ক্ষণ চলছে,কবির ভাষা,কবিতার ভাষা তখন তো দুর্বোধ্য হবেই। এই দুর্বোধ্যতা নিয়ে ইংরেজ কবি ও সমালোচক ংঃবঢ়যবহ ংঢ়বহফবৎ এক জায়গায় ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন,"The result of that excessive outwardness of 'a spiritually barren external worlds is the excessive inwardness' of poets who prefer losing themselves within themselves to losing themselves outside themselves in external reality."

একজন কবির অন্তর্দৃষ্টি যত সম্পূর্ণতার দিকে এগোয়,তত তাঁর ভাষাশৈলী,শব্দের কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। পাঠকের কাছে এই নতুন মোড়কটাকেই বলা যেতে পারে দুরূহতার মূল কারণ।আত্মবিরোধও কখনও কখনও প্রচ্ছন্ন বোধের সৃষ্টি করে। বিষ্ণু দে'র কবিতার মননধর্মিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক অন্তজ্ঞানের সম্মুখীন হতে হয়েছে পাঠককে। এই অন্তরজ্ঞান তাঁর কবিতা না বোঝার পেছনে একটা বড় দিক ছিল।গঠনশৈলীর ক্ষেত্রে বৈদগ্ধ্যের এই ছ'টাই বিষ্ণু দে'কে বিষ্ণু দে'র জায়গায় রেখেছে। সম্মান দিয়েছে পর্যাপ্ত।

এলিয়টের সঙ্গে বিষ্ণু দে'কে অনেকেই তুলনা করে থাকেন। এলিয়ট এবং বিষ্ণু উভয় কবির কাছেই এ যুগ হয়ে উঠেছে অসহ্য;গুমোট। তবে এলিয়ট মেঘের গর্জনই কেবল শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণু দে অপেক্ষা করেছেন কাতর চাতকের মতো। একফোঁটা জল কবির কাছে যেন বহুদিনের প্রত্যাশা। হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসটা ফিরে আসুক--এটাই চাইছিলেন কবি।

রবীন্দ্রনাথের মতো বিষ্ণু দেও সৌন্দর্যের পূজারী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই চিন্তা থেকে বিরত হতে বাধ্য হলেন আধুনিক যুগযন্ত্রণা দেখে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'কাব্যগ্রন্থের 'ছেদ'কবিতায় কোনও রাখঢাক না রেখে স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন,"হেথা নাই সুশোভন রূপদক্ষ রবীন্দ্র ঠাকুর।"

'চোরাবালি'কাব্যগ্রন্থের 'টপ্পা ঠুংরী'কবিতায়,কিংবা 'নাম রেখেছি কোমলগান্ধার' কাব্যগ্রন্থের 'যমও নেয় না' প্রভৃতি কবিতায় লোকউপাদানের বিশেষ শৈলীকে তিনি ব্যবহার করেছেন যথাযথ। আবার 'ক্রেসিডা'য় লোক উপাদান গ্রীক পুরাণ কথা হিসেবে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণু দে'র মনে হয়েছিল,".....তবু তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়,সংহত সত্তা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন।.....তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু ঊর্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।" এ বিরূদ্ধ আচরণ ব্যক্তি রবীন্দনাথকে নয়,রোম্যান্টিকতার আতিশয্যের বিরূদ্ধে খড়্গ তোলা।

কবি বিষ্ণু দে'র কলম থেকে যখন যা কবিতা নেমে এসেছে,কিংবা কবিতাকেন্দ্রিক ভাবনা ও বক্তব্য---প্রতিবারই অবাক হতে হয়েছে পাঠকদের। হতে হয়েছে গর্বিত। পুণ্যে পুণ্যে ভরে উঠেছে বাংলার জল মাটি।

KT KHAN'S TUTORIAL

2 FREE WEEKS OF IN-PERSON CLASSES!*

SHSAT & SAT Students get:

2 FREE Group Classes, & 1 FREE Diagnostic Exam

Grades 3-6 State Exam Students get:

2 FREE ELA Classes & 2 FREE Math Classes

*This promotion can be claimed at any of our locations and must be completed in **2 CONSECUTIVE WEEKS (Offer Expires Sunday, January 15th).**

EXTRA $150 OFF ALL NEW PACKAGES!

Jackson Heights
74th St. & 37th Ave

Jamaica
178th St. & Hillside Ave.

Ozone Park
86th St. & 101 Ave.

NYC - Flatiron
23rd St. & 5th Ave.

4,450+
SHSAT Students Accepted

1,400+
4/4s on State Exams

THOUSANDS
1450, 1550+ scores on SAT

Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা : অশোভন সমাজের গোড়ার কথা

আবুল বারাকাত

কভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার আগের চার দশকে বাংলাদেশে একদিকে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা ছিল ক্রমবর্ধমান আর অন্যদিকে কিছু মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ-সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হয়েছেড়এ সম্পর্কে আমরা এরই মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক বলেছি, বিষয়টি দুর্ভাবনারড়বড়ই দুর্ভাবনার। দারিদ্র্যের বহুরূপ-বহুমুখ আমরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি।

বহুমুখী এসব দারিদ্র্যর মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশু দারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ' পেশা, চর-হাওর-বাঁওড়ের মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, মানসকাঠামোর (mind set) দারিদ্র্য।

আমরা এও দেখেছি যে, বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন দর্শনের বিপরীতে সংবিধানবিরোধী নব্য-উদারবাদী মুক্তবাজার 'উন্নয়ন' দর্শন গ্রহণের পর থেকেই বাংলাদেশ উল্টো পথে যাত্রা শুরু করেছেড়যে পথে দারিদ্র্য বেড়েছে, বেড়েছে বৈষম্য-অসমতা, সমাজে ধনী-দরিদ্র মেরুকরণ ক্রমাগত বেড়েছে, অর্থনীতি ও রাজনীতি দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে, অর্থ-ক্ষমতার জোরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে ক্ষুদ্র এক স্বার্থগোষ্ঠীড়যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না, যারা অন্যের সৃষ্ট সম্পদ দখল-বেদখল-জবরদখল-আত্মসাৎ করে অর্থাৎ লুটেরা ধনী বা রেন্ট-সিকার গোষ্ঠী। এসবের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রটাও জ্ঞানগত সাম্প্রদায়িকীকৃত হয়েছে।

আমাদের দেশে কভিড-১৯-এর আগের চার দশকেই উল্লিখিত স্বজনতুষ্টিবাদী-আগ্রাসী-চৌর্যতান্ত্রিক-রেন্টসিকিং গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, যা অন্যায্য বিশ্বব্যবস্থার চালিকাশক্তি আর্থিকীকরণকৃত পুঁজিবাদের অধীনস্থ ব্যবস্থামাত্র। এ ব্যবস্থাটাই আমাদের দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে চলেছে।

এ ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনে রেন্ট-সিকাররা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি-পন্থা অবলম্বন করে, যার মধ্যে অন্যতম হলো নিম্নরূপ:

(১) রাষ্ট্রীয় সম্পদ-সম্পত্তি কারও কাছে (রেন্ট-সিকারদের কাছে) কম দামে বিক্রি করে তাদেরই উৎপাদিত পণ্য বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেনা (privatization, divest and government procurement);

(২) সরকারি ক্রয়-নীতির আইনকানুন এমনভাবে ডিজাইন করা, যাতে 'রেন্ট-সিকার'রা উপরি সুবিধা পেতে পারে;

(৩) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদে (জ্বালানি-গ্যাস-কয়লা ইত্যাদি) একচেটিয়া ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান;

(৪) লুণ্ঠনমূলক মূল্য নির্ধারণে (predatory pricing) সহায়তা করা, যেখানে কোনো ফার্ম তার প্রতিযোগীদের বাজার থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রথমে পণ্যের মূল্য কম রাখে। আর প্রতিযোগীরা উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরে সুযোগ বুঝে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে বাজারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাজার দখল করে; কিন্তু তাদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না;

(৫) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরনের কোটা প্রদান; কর-শুল্কসহ বাজারের বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান এমনভাবে সাজানো ও প্রয়োগ করা, যাতে রেন্ট-সিকাররা উপরি পেতে পারেন (regulatory capture);

(৬) ব্যাংকিং খাতে প্রকল্প ঋণ থেকে শুরু করে এলটিআর (লোন এগেইনস্ট ট্রাস্ট রিসিট বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমদানি অর্থায়ন), ক্যাশ ক্রেডিট, পিএডি (payment against document) সুবিধা, পুনঃতপশিলীকরণ, ঋণের অবলোপসহ খেলাপি ঋণসমূহে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের মাধ্যমে 'রেন্টসিকিং' উদ্বুদ্ধ করা, যেখানে ব্যবস্থাপকসহ শক্তিধর বোর্ড সদস্যরাও সুবিধা পেয়ে থাকেন;

(৭) আমদানি বাণিজ্যে ওভার ইনভয়েসিং আর রপ্তানি বাণিজ্যে আন্ডার ইনভয়েসিং সুবিধা প্রদান;

(৮) বিভিন্ন সেক্টরে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করে রেন্ট-সিকারদের আরও সম্পদশালী হওয়ার সুযোগ প্রদান; কাজ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে উচ্চ অঙ্কের কমিশন প্রদান (ঘুষ-দুর্নীতির রূপ);

(৯) ধনীবান্ধব সরকারি ভর্তুকি ও প্রণোদনাড়কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই;

(১০) বাজেটে ধনীবান্ধব কর-শুল্ক হার নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী পর্যায়ে এসআরও (statutory requirements order) জারি করে রেন্ট-সিকারদের পক্ষে আরও বেশি সুবিধা প্রদান;

(১১) বিভিন্ন পণ্য বাজারজাতকরণে অযথা ও অযৌক্তিক মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;

(১২) পণ্যের বেআইনি মজুত;

(১৩) পুঁজিবাজারে অস্বচ্ছ ও তথ্য গোপনের খেলা; সমরাস্ত্র ক্রয়ে অস্বচ্ছতা;

(১৪) বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায় সংশ্লিষ্ট রেন্টসিকিং গোষ্ঠীর স্বার্থবাহী ব্যক্তিদের নিয়োগ;

(১৫) গণমাধ্যম ও টেলিকম সংস্থাসমূহকে এমনভাবে সাজানো, যা রেন্ট-সিকারদের স্বার্থের অনুকূল হয় ইত্যাদি।

উপরে যা বললাম তার সারার্থ হলোড়একচেটিয়া বাজার ও দৃশ্যমান বাজার ব্যবস্থাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে সরাসরি 'রেন্ট-সিকার'দের স্বার্থেই সরকার ও রাজনীতি প্রভাবকের ভূমিকা পালনে বাধ্য। এসবই হলো উঁচুতলার কয়েকজনের কাছে নিচুতলার মানুষের সম্পদ-সম্পত্তি নির্বিঘ্নে পৌঁছে দেওয়ার কয়েকটি পথ-পদ্ধতি।

এ তো গেল কভিড-১৯-পূর্ব চার দশকে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কথকতা। কভিড-১৯ এসবে নতুন মাত্রা যোগ করে অবস্থার চরম অবনতি ঘটিয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে সবিস্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ স্পষ্ট দেখিয়েছি যে, কভিড-১৯ মহামারির মহাবিপর্যয় আমাদের দেশের শ্রেণিকাঠামোকে পাল্টে দিয়েছে। ১৭ কোটি মানুষের দেশে লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনে (২৬ মার্চ-৩১ মে ২০২০) বিশাল এক 'নব-দরিদ্র' গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছেড়লকডাউনের আগে দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪০ লাখ, যা লকডাউনের মাত্র ৬৬ দিনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৬ কোটি ৮০ লাখ। ব্যাপকসংখ্যক মানুষ খুবই দ্রুত সময়ে, মাত্র ৬৬ দিনের মধ্যে (২৬ মার্চ থেকে ৩১ মে ২০২০) শ্রেণি মইয়ের (class ladder) তলার দিকে নামতে বাধ্য হয়েছেন, হচ্ছেন। কভিড-১৯ মহামারি এবং তৎ-উদ্ভূত লকডাউনের ফলে বিদ্যমান আয় বৈষম্য, ধন-সম্পদ বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য ও শিক্ষা বৈষম্য প্রকটতর হয়ে অতিমাত্রায় বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এ এক অশনিসংকেত প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাসমাত্র (অবশ্য প্রশ্ন 'অশনিসংকেত' কার জন্য?)। এ অবস্থা থেকে ঘুরে না দাঁড়াতে পারলে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিপর্যয় অনিবার্য (অবশ্য 'বিপর্যয়' কারুসেটাও একটা প্রশ্ন)। দেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার ক্রমাবনতি এবং কভিড-১৯ উদ্ভূত লকডাউনের অভিঘাত বিশ্লেষণে আসন্ন ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটসহ ভবিষ্যতের সব উন্নয়ন দর্শন-দলিলে অন্তর্ভুক্তি এবং তা বাস্তবায়নে আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :

দারিদ্র্য-বৈষম্য উচ্ছেদে অবশ্যকরণীয়

(১) শুধু আসন্ন ২০২০-২১ বাজেটই নয়, আগামী অন্তত পাঁচ বছরের বাজেট ও অন্যান্য পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নীতি-কৌশল দলিল প্রণয়নে যে বিষয়টি নীতিনির্ধারকদের প্রধানতম ভিত্তি-নীতি (foundational principle) হিসেবে গ্রহণ করতে হবে তা হলো: সমাজ থেকে চার ধরনের বৈষম্য আয় বৈষম্য (income inequality), সম্পদ বৈষম্য (wealth inequality), স্বাস্থ্য বৈষম্য (health inequality) ও শিক্ষা বৈষম্য (education inequality) চিরতরে নির্মূল করা। এ লক্ষ্যে বাজেটের আয় খাত ও ব্যয় খাতে মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে।

(২) বাজেটে অর্থায়নের উৎস নির্ধারণে দরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর কোনো ধরনের কর-দাসত্ব আরোপ করা যাবে না। ধনী-সম্পদশালীদের সম্পদ পুনর্বণ্টন করে তা শ্রেণি মইয়ের নিচের দিকে

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

মেধা পাচার কি রোধ করা সম্ভব?

মনিরা নাজমী জাহান

কোনো বিষয়ে সম্যকভাবে বোঝার, শেখার এবং সেই বিষয়ে স্বাধীন ও সৃজনশীলভাবে চিন্তা করার বিশেষ ক্ষমতার নাম হলো মেধা। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন এরূপ গুণাবলীর সমন্বয় ঘটে তখন তিনি মেধাবী বলে অভিহিত হন।

একজন মেধাবী শুধু নিজের ব্যক্তিগত জীবনেই নয় বরং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মেধার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অভূতপূর্ব অবদান রাখতে সক্ষম হন। মেধাবী ব্যক্তি তার মেধা দ্বারা দেশ ও জাতির উন্নয়নের চূড়ান্ত শিখরে নিয়ে যেতে পারেন। এরূপ মেধাবী ব্যক্তিরা যখন তাদের জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান তখন আমরা তাকে মেধা পাচার বলে সংজ্ঞায়িত করি।

মেধা পাচার এজন্য বলা হয় যে, একজন ব্যক্তি তার মেধা, যোগ্যতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা সবই দিয়ে অন্য দেশকে সেবা দিচ্ছেন। মেধা বলতে যে শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা বোঝানো হয় বিষয়টি কিন্তু সেরকম নয়। বরং মেধা বলতে মূলত বোঝানো হয় একজন ব্যক্তি যে কি না যেকোনো একটি বিষয়ে দক্ষ কিংবা অভিজ্ঞ।

দক্ষ জনশক্তিকে বলা হয় একটি দেশের সম্পদ। প্রতিটি দেশের লক্ষ্যই থাকে তার জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা। সেই দক্ষ জনশক্তির যখন ঘাটতি হয় স্বভাবতই তখন একটি দেশ যুগের সাথে তাল মেলাতে পারে না। সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ে।

দারিদ্র্যতা, সামাজিক অবক্ষয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ বিবিধ সামাজিক সমস্যা দেশে জেঁকে বসে। এক সময় সেই দেশটি বিশ্ববাসীর কাছে বোঝায় পরিণত হয়।

তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশ থেকে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোয় এই মেধা পাচারের হার অনেক বেশি। বাংলাদেশ ও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার সম্ভাবনাময় মেধা পাচার হয়ে পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশের মাটিতে। এরা সেই মেধাবী প্রজন্ম যারা দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। যে দেশের মাটিতে তাদের জন্ম বেড়ে ওঠা সেই দেশ তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায় টঘঊঝঈঙ-এর এষড়নধষ ঋষড়ি ড়ভ ঞবৎঃরধৎু খবাবষ ঝঃঁফবহঃং বিষয়ক রিপোর্ট ২০১৯-এর তথ্য অনুযায়ী, এক বছরে বাংলাদেশ থেকে মোট ৫৭,৬৭৫ জন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ওয়েবসাইটে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে ১০,৫০০ এরও বেশি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ায় আমেরিকাতে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিগত শিক্ষাবর্ষের ১৪তম স্থান থেকে উন্নীত হয়ে ১৩তম হয়েছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, শুধু কি উচ্চ বেতন অথবা বিলাসী জীবন যাপনের আশায় মানুষ বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমায়। উত্তর হচ্ছে, একেবারেই না।

বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমানোর অন্যতম কারণ হচ্ছে দেশে মেধার যথাযথ মূল্যায়নের অভাব। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোয় মূল্যায়নের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে মেধা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টা।

বাংলাদেশে মেধার চেয়ে দলীয় আনুগত্য, চাটুকারিতা, কালো টাকা, পেশী শক্তির প্রভাব প্রভৃতির মূল্যায়ন অনেক বেশি। এই দেশে মেধাবীরা পদে পদে বিব্রত হয়।

বাংলাদেশে একজন মেধাবী পেশাজীবীর চেয়ে স্বল্প মেধার চাটুকার টাইপ মানুষের মূল্য অনেক বেশি।

এই স্বল্প মেধার মানুষগুলো যখন শুধু মাত্র চাটুকারিতা উপজীব্য করে নীতিনির্ধারক পদে যায় তখন সেই মানুষগুলোর প্রণীত নীতির সাথে

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার

কর্নেল (অব:) মোহাম্মদ আবদুল হক, পিএসসি

পাকিস্তানের কারাগার থেকে ৯ মাস ১৫ দিন পর মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিমান থেকে নামার পর মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী বঙ্গবন্ধুকে একটি চৌকস গার্ড-অব-অনার দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। এরপর তিনি মিশে যান লাখ লাখ জনতার মধ্যে। ঐতিহাসিক আরেকটি ভাষণ দেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

মহান আল্লাহ বঙ্গবন্ধুকে এ দেশে ফিরিয়ে না আনলে বাংলাদেশ হয়তো কখনো একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত না। কেননা, যুদ্ধে বিজয়ের ২৫ দিনের ব্যবধানে তখন দেশের অবস্থা যা ছিল, তার দুই-একটি ছিল এমন :

১. ১৬ ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত হলে মাত্র ১৩ দিন যুদ্ধ করে এ দেশের সর্বত্র ভারতীয় বাহিনী সর্বেসর্বা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এক লাখ পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ, সব মূল্যবান সরঞ্জামাদি ও দেশের অন্যান্য সম্পদের মালিক বনে যায় তারা।

২. সেনাসদর ও ঢাকা সেনানিবাসসহ দেশের সব সেনানিবাস ভারতীয় বাহিনীর দখলে ছিল। আমাদের সেনাসদরকে তারা তাদের দফতর হিসেবে ব্যবহার করছিল।

৩. আমাদের মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীসহ সেনাবাহিনীর সব ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেনানিবাসে প্রবেশ করতে না পেরে ঢাকার মিন্টু রোড (বর্তমানে মেট্রোপলিটান পুলিশ সদর দফতর) এলাকায় আশ্রয় নেন। এবং দেশের অন্যান্য এলাকায় সেনানিবাসের ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে আমাদের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট বিভিন্ন স্কুল-কলেজে আশ্রয় নেয়।

৪. আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনের সবাই নিজেদের মহারাজা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। কেউ কারো কথা বা নির্দেশ শোনার জন্য প্রস্তুত নন।

৫. মুজিব বাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনীসহ বিভিন্ন মিলিশিয়া বাহিনী ও দেশের অসংখ্য মানুষের হাতে অস্ত্র ও তাজা গোলাবারুদ, যা দেশের সাধারণ জনগণের জন্য ছিল ভয়াবহ আতঙ্কের ব্যাপার।

৬. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি ঘটতে থাকে। বাংলাদেশ থেকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিনা বাধায় ভারতে পাচার হচ্ছিল।

এ সব কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় Gen, Jacob এর লিখা "Surrender at Dacca- Birth of a Nation" eB‡qi P¨vÞvi 'Aftermath of War'-G "In anticipation of the Liberation of Bangladesh Civil Affairs Cell had been created at Fort William, consisting of Indian Administrative Service (IAS), Police and other miscellaneous services.... The Indian Government was of the view that civil affairs should be run by the Army and Indian civilians." এমনি এক অবস্থায় আমাদের অস্থায়ী সরকার ডিসেম্বরের শেষের দিকে মুজিব নগর থেকে ঢাকায় এসে তাদের কার্যক্রম শুরু করে বিভিন্ন নির্দেশনা জারি করতে থাকেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো বিশাল মাপের নেতা ছাড়া এ পরিস্থিতি হতে দেশকে রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। মহান আল্লাহ এ দেশের মানুষের অবিসংবাদিত নেতাকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করেন বড় ধরনের এক বিপদ হতে।

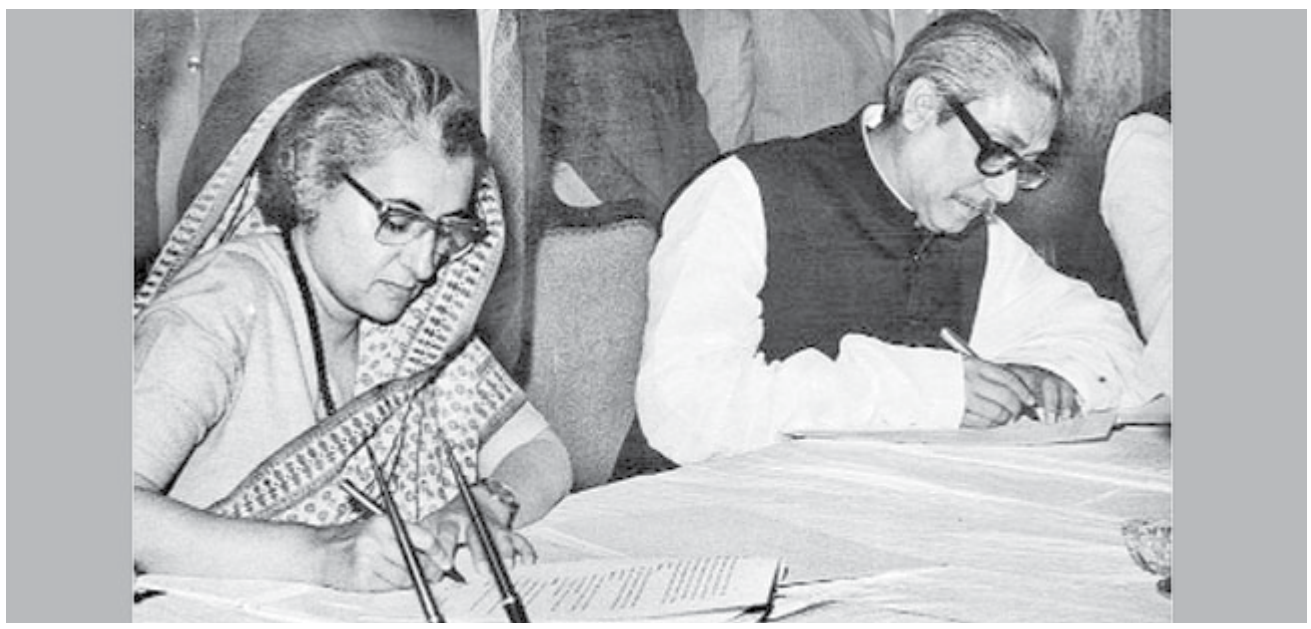

বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় অবদান হলো, ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে আমাদের দেশ থেকে প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করা। তাকে ব্যতীত এ কাজ করার মতো কেউ ছিল না। বিশ্বের ইতিহাসে এভাবে এত দ্রুত একটি দেশ থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের ঘটনা বিরল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক কৃতিত্ব ও অসামান্য অবদান এবং আমরা চির কৃতজ্ঞ। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত তার সৈন্যবাহিনীর সাথে বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য সকল প্রস্তুতি নিয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল।

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র খ্যাত এম আর আকতার মুকুলের বই 'চল্লিশ থেকে একাত্তর'-এর ১১৭ পৃষ্ঠায় (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫): "উনি (শেখ মুজিবুর রহমান) পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে হালকা মেজাজে কথা আরম্ভ করলেন। 'কানের মাঝ থাইক্যা চুল বাইরাইয়া আইছে ভারতে এমন সব ঝানু পুরনো আইসিএস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) অফিসার দেখছোস? এরা সব ইন্দিরা গান্ধীরে বুদ্ধি দেওনের আগেই আজ আলোচনার সময় মাদামের হাত ধইরা যা কথা লমু। জানোস্ কি কথা? কথাটা হইতেছে, মাদাম, তুমি বাংলাদেশ থাইক্যা কবে ইন্ডিয়ান সোলজার ফেরত আনবা?"

বঙ্গবন্ধু তার দেয়া প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। কলকাতার রাজভবনে ফার্স্ট রাউন্ড আলোচনার শুরুতে দু'জনে পরস্পরের কুশলাদি বিনিময় করলেন। এরপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

জামিনের রাজনীতি, সরকারের ভূমিকা

আসিফ নজরুল

কয়েক বছর আগে আমি হাইকোর্ট থেকে একটি মামলায় আগাম জামিন পাই। মামলাটি করা হয় কুখ্যাত ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে। এ দেশে এসব মামলার প্রায় অবধারিত পরিণতি হচ্ছে নিম্ন আদালতে জামিন না পাওয়া এবং দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগেই কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত অন্তরীণ থাকার শাস্তি ভোগ করা।

শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে আমি তাই হাইকোর্টের শরণাপন্ন হই, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে সেখান থেকে আগাম জামিন পাই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার কিছুদিন পরেই শুনি এই জামিনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার জজের কাছে আপত্তি জানিয়েছে। নির্ধারিত দিনে আদালতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি স্বয়ং অ্যাটর্নি জেনারেল দাঁড়িয়েছেন আমার মতো এক সামান্য মানুষের জামিন বাতিল করার জন্য! আমার অবশ্য ভাগ্য ভালো, চেম্বার জজ আমার জামিন বহাল রাখেন। আমার মতো ভাগ্য সবার হয় না। বিশেষ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা খুব কম ঘটে। অনেক সময় চেম্বার জজ বরং এসব মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তা আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চের কাছে পাঠিয়ে দেন। বিএনপির দুই শীর্ষস্থানীয় নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও মির্জা আব্বাসের ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক দিন আগে তা-ই ঘটেছে।

বিএনপির এই দুই নেতাকে যে মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেখানে এজাহারেই তাঁদের নাম ছিল না। তারপরও তাঁদের জামিনের আবেদন নিম্ন আদালতের দুই স্তরে কয়েকবার নামঞ্জুর করা হয়। সব জেনেশুনে হাইকোর্ট এরপর তাঁদের ছয় মাসের জন্য জামিন দেন। আমরা সবাই জানি, সুপ্রিম কোর্টের দুটো বিভাগের একটি হচ্ছে হাইকোর্ট বিভাগ, অন্যটি আপিল বিভাগ।

এর মানে হচ্ছে হাইকোর্ট নিজেই সর্বোচ্চ আদালতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সর্বোচ্চ আদালতের সামান্য এক জামিন দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আপত্তি জানিয়ে অন্তত কয়েক দিনের জন্য আটকে দিয়েছে মির্জা ফখরুলদের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা। সেখানে জামিন না পেলে এজাহারে নাম নেই, এমন এক প্রশ্নবিদ্ধ মামলায় তাঁদের কারাগারে থাকতে হবে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে যাঁদের জানা আছে, তাঁদের কাছে জামিন বাতিলে সরকারের এই প্রবণতা স্বাভাবিক লাগার কথা নয়। আমরা জানি, হাইকোর্টে কোনো ব্যক্তির জামিন না হলে এর বিরুদ্ধে আসামিপক্ষ আপিল বিভাগে গেছে, এমন নজির নেই বললেই চলে। কিন্তু রাজনৈতিক মামলায় হাইকোর্ট জামিন দিলেই সরকার (বা রাষ্ট্রপক্ষ) এর বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে গেছে, এটি সম্প্রতি এ দেশে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষ এটি কোন যুক্তিতে করে থাকে, হাইকোর্টের জামিনের আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাসই তারা পায় কীভাবে?

আদালতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে নিম্ন আদালতে জামিন নামঞ্জুর করানোর অভিযোগ পুরোনো বিষয়। এখন জামিন ২. জামিন কোনো অভিযোগ থেকে মুক্তির আদেশ নয়। এটি দোষ প্রমাণের আগে মুক্ত থাকার এবং সেভাবে বিচারপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলে করা ফৌজদারি আইনে কম গুরুতর মামলায় জামিন পাওয়া হচ্ছে মানুষের অধিকারভুক্ত বিষয়। গুরুতর মামলায়ও কাউকে জামিন দিতে সেখানে নিষেধ করা হয়নি, বরং অল্পবয়স্ক, নারী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের জামিনের আবেদন সুবিবেচনা করার নির্দেশনা রয়েছে সেখানে। এ ছাড়া আদালতের বিভিন্ন রায়ে আসামির পালিয়ে যাওয়ার বা বিচারকাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার সম্ভাবনা না থাকলে বা অভিযোগটি আপাতদৃষ্টে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে জামিন দেওয়ার বহু নজির আছে। অন্যদিকে জামিন না দেওয়া একধরনের বিচারপূর্ব শাস্তিমূলত এ বিবেচনায় উন্নত আইনব্যবস্থার দেশগুলোতে জামিন নামঞ্জুরের সুযোগ নেই বললেই চলে।

আমাদের দেশে নিম্ন আদালতে রাজনৈতিক মামলায় জামিন আবেদনের ক্ষেত্রে আমরা দুটো প্রবণতা দেখি। বিরোধী দল বা ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মামলায় (এমনকি তা গায়েবি বা ঢালাও ধরনের হলেও) একাধিকবার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

Immigrant Elder Home Care LLC.

হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

$২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

চীনের উত্থান ঘটেছে, কিন্তু কতটা

জোসেফ এস নাই

চীনের শূন্য কোভিড নীতি যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তা দেশটির শক্তিমত্তা ও সক্ষমতাকে পুনর্মূল্যায়ন করার মতো অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত অনেকে ধারণা করছিলেন, চীনের জিডিপি ২০৩০ সাল নাগাদ বা তারপরই যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে।

তবে এখন কিছু বিশ্লেষক যুক্তি দেখিয়ে বলছেন, চীন ২০৩০ নাগাদ যে আর্থিক লক্ষ্য ঠিক করেছিল, সেই লক্ষ্যে তারা পৌঁছাতে পারলেও যুক্তরাষ্ট্রকে তারা ধরতে পারবে না। কারণ যুক্তরাষ্ট্র আবার এগিয়ে যাবে। তার মানে কি আমরা ইতিমধ্যে 'সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠা চীন'কে দেখে ফেলেছি?

চীনা শক্তিকে খাটো করে দেখার মধ্যে যেমন বিপদ আছে, তেমনি তাকে অতিমূল্যায়ন করাও বিপজ্জনক। কাউকে খাটো করে দেখা আত্মশ্লাঘার জন্ম দেয়; আর মাত্রাতিরিক্ত বড় করে দেখা মনের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দেয়। দুটোই যে কারও সক্ষমতাসংক্রান্ত হিসাব-নিকাশে তালগোল পাকিয়ে দিতে পারে।

যেকোনো ভালো কৌশলের জন্য প্রথমেই সতর্ক মাপজোখ দরকার। বর্তমানে যে ধারণাটি বাজারে চালু আছে, সেটি হলো চীন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। আদতে তা নয়। ক্রয়ক্ষমতা সমতার (পারচেজ পাওয়ার প্যারিটি বা পিপিপি) মাপকাঠিতে ধরা হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪ সালে দেশটির অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পিপিপি হলো অনুমিত সমৃদ্ধির তুলনা করার জন্য অর্থনীতিবিদদের ব্যবহার্য একটি ডিভাইস বা মাধ্যম মাত্র। চীন যদি কোনো দিন মোট অর্থনৈতিক আকারের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়েও যায়, তারপরও মনে রাখতে হবে, শুধু জিডিপি দিয়ে কোনো দেশের ভূরাজনৈতিক ক্ষমতা পরিমাপ করা যায় না।

চীন সামরিক এবং সফট পাওয়ার (জবরদস্তি করা কিংবা অর্থ ঢালার বদলে নিজস্ব প্রভাব ও ভাবমূর্তি দিয়ে অন্যদের আকর্ষণ করা এবং এর মাধ্যমে পছন্দসই ফল লাভ করার ক্ষমতা) সূচকে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশ পিছিয়েই আছে এবং ইউরোপ, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মতো মার্কিন মিত্রদের সঙ্গে তুলনা করলে চীনের আপেক্ষিক অর্থনৈতিক শক্তি এখনো ছোট।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন তার সামরিক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র জাপানে তার ঘাঁটি বজায় রাখবে, ততক্ষণ চীন পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিজেকে গুটাতে পারবে না। এটাও মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র-জাপান জোট স্নায়ুযুদ্ধের সময় যতটা শক্তিশালী ছিল, এখন তার তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী।

হ্যাঁ, এটা ঠিক, বিশ্লেষকেরা কখনো কখনো তাইওয়ানে চীনা আগ্রাসনের যুদ্ধ পরিকল্পনা দেখে হতাশাবাদী প্রতিক্রিয়া দেন। কিন্তু পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগরে বিদ্যমান মার্কিন নৌ-আধিপত্যের সামনে চীনের জ্বালানি সরবরাহের গুমর ফাঁস হয়ে আছে এবং চীনা নেতারা যদি মনে করে থাকেন, তাইওয়ানের কাছে (কিংবা দক্ষিণ চীন সাগরে) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি নৌ-সংঘাত বাধলে তা সেই অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। চীন তার সফট পাওয়ার খাতেও প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। তবে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আর্থিক সহায়তা প্রকল্প প্রকৃতপক্ষে চীনের আকর্ষণ বাড়াতে পারলেও সে পথে দুটি বড় বাধা রয়ে গেছে।

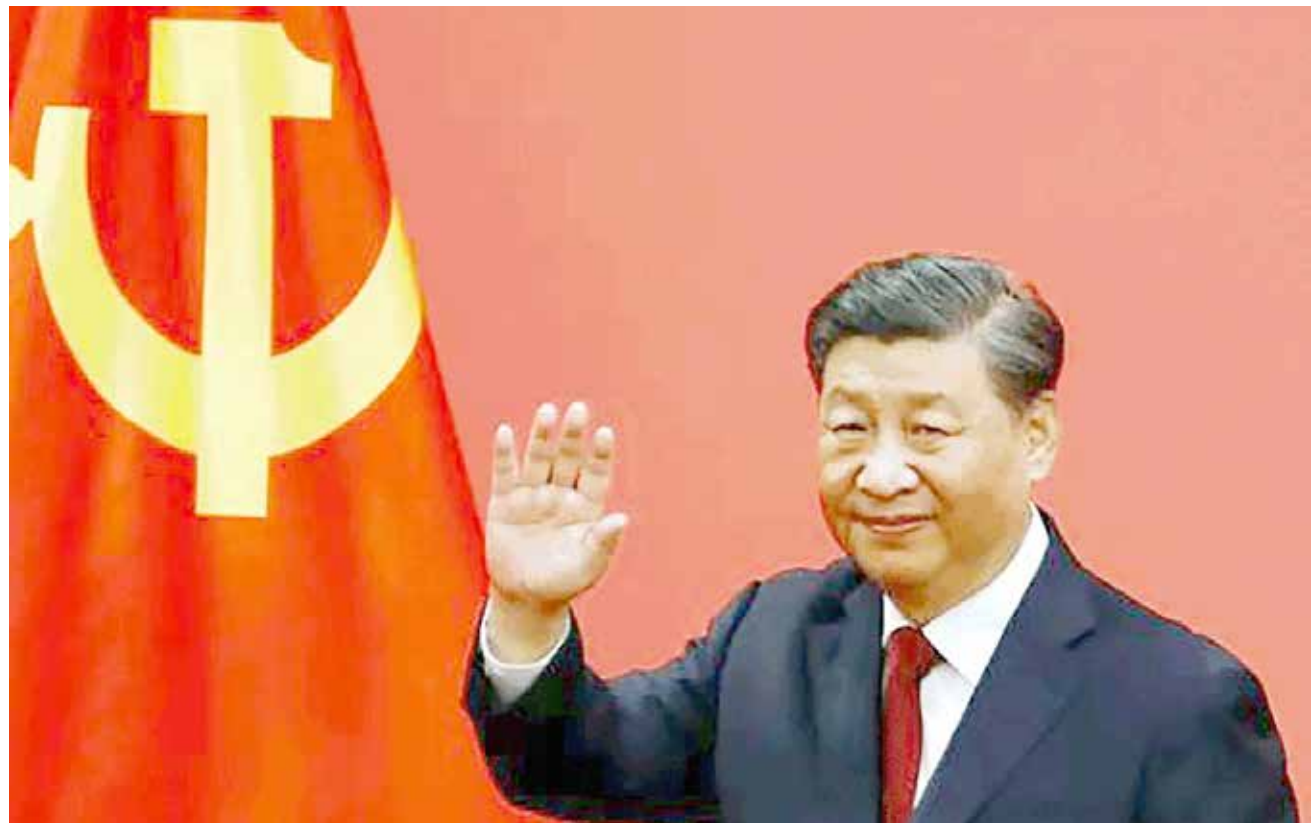

প্রথমত, জাপান, ভারত এবং ভিয়েতনামের মতো প্রতিবেশীদের সঙ্গে আঞ্চলিক সংঘাতে জড়িয়ে চীন বিশ্বজুড়ে সম্ভাব্য অংশীদারদের কাছে আকর্ষণ হারিয়েছে। দ্বিতীয়ত, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের ভেতরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখায় দেশটির মানুষ সেই সব মুক্ত নাগরিক সমাজের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা পশ্চিমের মানুষ ভোগ করতে পারছে।

তার মানে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কোন মাত্রায় এগোচ্ছে, সেটি তাঁর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে থাকছে। যুক্তরাষ্ট্র একসময় বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য শক্তি এবং দ্বিপক্ষীয় ঋণদাতা দেশ ছিল। কিন্তু এখন প্রায় *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্পর্ক, গোপনীয়তা নিয়ে অসতর্ক আচরণ

খাদিজাতুল কোবরা

সম্প্রতি বাংলাদেশে নুহাশ হুমায়ূনের সঙ্গে এক নারীর কথোপকথোনের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশের পর তা নিয়ে ট্রল এবং সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

এর ফলে মি টু আন্দোলনের ভুক্তভোগীদের অভিযোগ কি হালকা হয়ে যাচ্ছে? কী বলছেন নারীবাদী, ভুক্তভোগী, আন্দোলনকর্মী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা?

সম্প্রতি নুহাশ হুমায়ূনের সঙ্গে একটি ডেটিং অ্যাপ থেকে নেয়া কথোপকথনের ছবি (স্ক্রিন শট) প্রকাশ করেন এক নারী। তিনি কথোপকথনের ছবি নিয়ে নিজের ফেসবুক ওয়ালে তুলে অভিযোগ করেন, তাকে ওই ব্যক্তি শারীরীক সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়েছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি এ দেশের একজন সুপরিচিত এবং একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও পরিচালকের সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। স্ক্রিন শটটিতে দেখা যায়, ওই নারীর সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির বেশ কিছু দিনের আলাপ চলেছে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে কফি খাবার প্রস্তাব দেন পুরুষটি। ওই নারী কফি খাওয়ার প্রস্তাবকে শারীরীক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন।

সামাজিক যোগামাধ্যমে স্ক্রিন শট প্রকাশের পর যা হয়েছে : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই স্ক্রিন শট ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের পক্ষে বিপক্ষে নানা মত দিচ্ছেন নেটিজেনরা। এর সঙ্গে যুক্ত নারী পুরুষ দুজনকেই নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। কফি খাওয়া নিয়ে ট্রলও শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন মাধ্যমে। এ ধরণের খবরে প্রথমেই যা হয়, তা হলো দুজন ব্যক্তির চারিত্রিক দোষারোপ শুরু হয়, যেখানে টেনে আনা হয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও। আমাদের দেশে মাঝে মাঝেই জনপ্রিয় কিংবা সাধারণ অনেকের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গণমাধ্যমেও এ ধরনের কথোপোকথন স্ক্রিন শট, কখনও অডিও-ভিডিও আকারে ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, প্রশাসন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এমনকি শিক্ষকও রয়েছেন। অভিযোগকারী এবং অভিযোগগুলোর চলমান প্রবণতা থেকে যৌন হয়রানি, ট্রল, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সামাজিক মর্যাদা, যৌনতা প্রকাশ, বিচার ব্যবস্থাসহ অনেক কিছু নিয়েই নতুন করে ভাবাচ্ছে সব শ্রেণি পেশার মানুষদের।

মি-টু আন্দোলনের ধারাবাহিকতাই কি এই এক্সপোজ প্রবণতা : বেশ কয়েক বছর আগে যখন মি-টু মুভমেন্ট শুরু হয়, তখন নারীরা, এমনকি পুরুষেরাও তাদের জীবনে অতীত কিংবা চলমান যৌন হয়রানি-নিপীড়নের তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকেন। বিচার ব্যবস্থার বাইরে, নিপীড়কের পরিচয় তুলে ধরে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশের বিষয়টি বেশ সাড়া ফেলে সারা বিশ্বে। মূলতঃ সেলিব্রেটিদের এ আন্দোলনে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হন সাধারণ নারীরাও। যার ছোঁয়া এদেশেও এসে লাগে। তারই ধারাবাহিকতায় অনেক অজানা নিপীড়ক এবং নির্যাতিতের তথ্য পাওয়া যায়। তবে বেশ কয়েকটি কারণে এই মি-টু মুভমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনরা। তার প্রধান কারণটি ছিল সোশাল মিডিয়ায় কাউকে ডিফেইম করার মধ্য দিয়ে বিচার আসলে কার কাছে চাওয়া হয়, এই চাওয়ার মধ্যে মনোতুষ্টি থাকলেও, দোষী ব্যক্তিরা বিচারের আড়ালেই রয়ে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় বিতর্ক ছিলো মিথ্যে, বানোয়াট গল্প ফেঁদে কাউকে কাউকে বিতর্কিত এবং তার সম্মানহানি করা।

মি-টু আন্দোলনের এক অংশীজন আসমাউল হুসনা, তিনি বাংলাদেশ ইন্সস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলছেন যে দেশে বিচার ব্যবস্থায় একজন নারীর সহজে এসব বিষয় নিয়ে বিচার পাবার উপায় নেই, সেদেশে মি-টুর মতো মুভমেন্টে মেয়েরা যে কথা বলছে, নিপীড়কদের নাম প্রকাশ করে তথ্য দিচ্ছে এটা স্বাগত জানানো উচিৎ। আর সম্প্রতি স্ক্রিন শট প্রকাশের ট্রেন্ড আর মিটু আন্দোলন কোনোভাবেই এক বিষয় নয়। কারণ মিটুর রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্ন। মিটুতে মেয়েরা নিজেদের না বলা কথাগুলো, যেগুলো তাকে মানসিক, শারীরিকভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে তা বলতে চেয়েছে। পরিবার, কর্মক্ষেত্র কিংবা রাস্তাঘাটে তাদের নিপীড়নের কথা বলতে চেয়েছে, যা তারা কোনোদিন বলতে পারবে বলে ভাবেনি। কিন্তু মিটু তাকে সেই প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে। এখানে ডিফেইমের প্রশ্নই আসে না।

সম্প্রতি যে নারী স্ক্রিন শট প্রকাশ করেছে সে যে নির্যাতিত তা কি বলেছে, না। আসমাউল জানান, ''পশ্চিমা দেশগুলো মিটু আকারে উঠে আসা অনেকের এ ধরনের অভিযোগ বিচারালয়ে গিয়েছে, অনেকের সাজা হয়েছে। কিন্তু দেখেন আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কিন্তু এই সুযোগ নেই। কারণ দীর্ঘ দিন আগে ঘটে যাওয়া কোনো যৌন হয়রানির ঘটনাকে সাক্ষী-প্রমাণ দিয়ে আদালতে উপস্থাপন করে বিচার পাবার কোনো আইনগত নজির এদেশে নেই। তিনি বলেন, সুযোগসন্ধানীরা সব ক্ষেত্রেই আছে। কেউ মিথ্যা তথ্য দিলে সেটির অবশ্যই বিচার হওয়া উচিৎ। আর বর্তমানে সাইবার ক্রাইম ইউনিট আছে আলাদা, কাউকে হয়রানি করা হলে সেখানে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ আছে।

অভিনেত্রী বন্যা মির্জা বলছেন, "যখন কোনো অ্যাপ সুনির্দিষ্ট বিষয়কেই উপস্থাপিত করে, তখন সেখানে যারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তখন নিশ্চই জেনেই করছেন। তবে জানার পরও কেউ যৌন হয়রানির শিকার হতে পারেন। সেক্ষেত্রে দেশের আইনেই এর প্রতিকার পাবার উপায় আছে। ডেটিং অ্যাপে কাউকে শারীরিক সম্পর্ক করার প্রস্তাবকেও আক্রমণাত্মক হিসেবে দেখছেন না তিনি। আরগোপনীয় বিষয় প্রকাশকে একটা আন্দোলন নামে চালাতে থাকা নিয়েও সতর্ক করেন তিনি।

বিজ্ঞাপন নির্মাতা অমিতাভ রেজা এই ধরণের স্ক্রিন শট স্ক্যান্ডালের শিকার হয়েছিলেন বছর কয়েক আগে। তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে, এক নারীর সঙ্গে আপত্তিকর কথোপকথন চালিয়ে, সেটার স্ক্রিন শট নিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হয় সামাজিক মাধ্যমে। এ নিয়ে বেশ ভুগতে হয়েছিলো তাকে। তিনি বলেন, কাউকে কফি খাওয়ার প্রস্তাব দেয়া দোষের কিছু নয়। এখানে তো কোনো ফৌজদারি অপরাধ হয়নি।

ফ্লার্টিং কি যৌন হয়রানি? ফ্লার্টিং যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে কিনা জানতে কথা বলেছিলাম সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী মিতি সানজানার সঙ্গে। তিনি বলেন, কিছু কিছু হয়রানির মধ্যে ফ্লার্টিং যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে, তবে উভয়পক্ষের সম্মতিতে যখন কোনো কথোপকথন চলে তখন সেটা যৌন হয়রানির মধ্যে পড়বে না। স্ক্রিন শট প্রকাশ করার যে প্রবণতা সেটি বাংলাদেশের আইনে পরিষ্কারভাবে একটি অপরাধ। মিতি এই প্রবণতা থেকে সরে আসার কথা বলেন। তিনি বলেন, সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে যে আইনটি রয়েছে এর ২৯ ধারায় মানহানির বিচার করা হয়ে থাকে। কেউ কাউকে এ ধরনের মাধ্যমে কোনো তথ্য প্রকাশ করে অপমান, অপদস্ত বা সম্মানহানি করতে চায় তাহলে এটি অপরাধ।

তিনি আরও জানান, ২৯ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় যে সমস্ত বিষয় মানহানিকর, সেই তথ্য যদি প্রচার এবং প্রকাশ করে থাকেন, তিনি অনধিক তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করবেন বা পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। সেটা ছাড়া দণ্ডবিধি ৫০০ ও ৫০১ ধারায় মানহানির বিচার করা হয়। এতে দুই বছরের কারাদণ্ড সঙ্গে অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। এই আইনজীবী জানান, সম্প্রতি অনেকের মিথ্যা, বানোয়াট বিষয় প্রকাশের প্রবণতা, সত্যিকার অর্থে যারা নির্যাতিত তাদের অভিযোগগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। তাই তিনি মনে করেন, নারী কিংবা পুরুষ যিনিই অভিযুক্ত হন না কেনো, ভুক্তভোগীর উচিৎ তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা।

মিটু নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে কিনা? নারী অধিকার কর্মী *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

মানুষ মানুষের জন্য
দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য

BANGLA CDPAP SERVICES

বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য

www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

মানুষের জন্য দ

শুভ নব

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অ
আপনাদের আপন প্রতিষ্ঠান

বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যা
এখন ওজোন পার্কে

আরো কাছাকাছি হোম কেয়ার সেব
পৌঁছে দিতেই আপনাদের মাঝে অ
এটি আপনাদের *'কাচারি ঘর'*।

শুভ উদ্বোধন

১৩ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার

১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ, ব্রুকলিন (ওজোন

বাংলা সিডিপ্যাপ সা

রদী সেবা আমাদের অঙ্গীকার

বর্ষ ২০২৩ এর শুভেচ্ছা

অশেষ রহমতে

লেগ্রা হোম কেয়ার

া

ামাদের নতুন শাখা—

আপনজনদের
উত্তম সন্তুষ্টির জন্যে
তারিখ পরিবর্তন

। সন্ধ্যা ৫:০০টা ।

া পার্ক), নিউইয়র্ক-১১২০৮ ।

র্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

আপনার রক্তের ধরন আপনার স্ট্রোকের ঝুঁকিকে প্রভাবিত করতে পারে

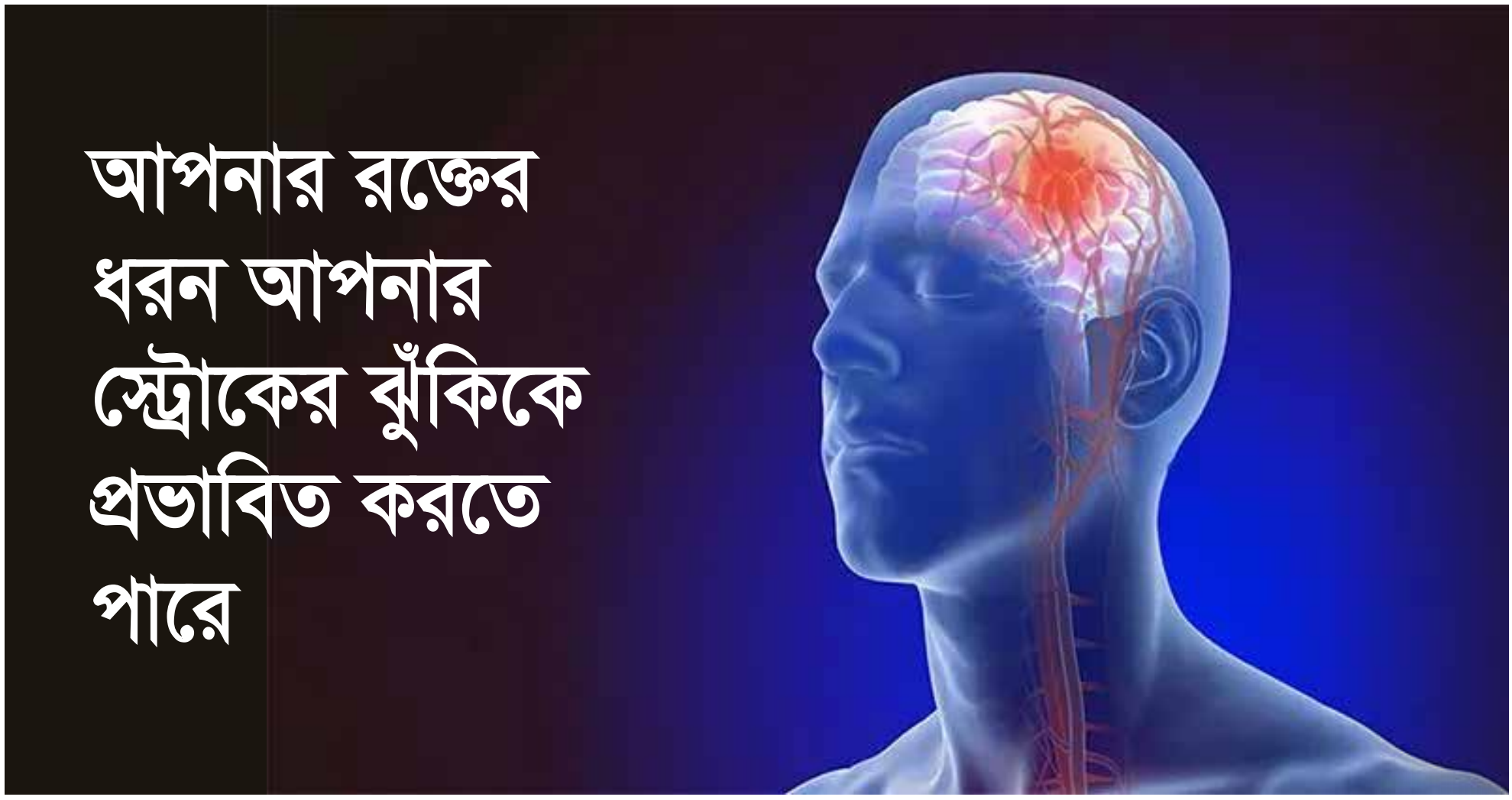

২০২২ সালের একটি সমীক্ষা অনুসারে, অন্যান্য ব্লাড গ্রুপের তুলনায় একটি বিশেষ 'A' গ্রুপের রক্তের ব্যক্তিদের ৬০ বছর বয়সের আগে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। রক্তের প্রকারগুলি আমাদের লোহিত রক্তকণিকার পৃষ্ঠে প্রদর্শিত রাসায়নিকের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের বর্ণনা করে। সবচেয়ে পরিচিতদের মধ্যে A এবং B নাম গুলি রয়েছে, এগুলি অই হিসাবে একত্রে উপস্থিত হতে পারে, পৃথকভাবে অ বা ই হিসাবে থাকতে পারে, বা একেবারেই উপস্থিত না থাকলে সেখানে 'O' গ্রুপ বলে ধরা হয়। এমনকি এই প্রধান রক্তের প্রকারের মধ্যেও দায়ী জিনের মিউটেশন থেকে উদ্ভূত সূক্ষ্ম ভিন্নতা রয়েছে। এখন জিনোমিক গবেষণা A1 সাবগ্রুপ এবং প্রারম্ভিক স্ট্রোকের জন্য জিনের মধ্যে একটি স্পষ্ট সম্পর্ক উন্মোচন করেছে। গবেষকরা ৪৮ টি জেনেটিক অধ্যয়ন থেকে তথ্য সংকলন করেছেন, যার মধ্যে প্রায় ১৭,০০০জন স্ট্রোক এবং প্রায় ৬লক্ষ নন-স্ট্রোক ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের বয়স ১৮ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে ছিল। একটি জিনোম-বিস্তৃত অনুসন্ধান স্ট্রোকের পূর্বের ঝুঁকির সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত দুটি অবস্থান প্রকাশ করেছে। একটি স্থানে রক্তের গ্রুপের সাথে জিন বসে। নির্দিষ্ট ধরণের রক্তের জিনগুলির দ্বিতীয় বিশ্লেষণে পাওয়া গেছে যাদের জিনোমে অ গ্রুপের ভিন্নতার জন্য কোড করা হয়েছে তাদের ৬০ বছর বয়সের আগে স্ট্রোকের সম্ভাবনা ১৬ শতাংশ বেশি ছিল, অন্যান্য রক্তের প্রকারের তুলনায়।

গ্রুপ ঙ১ এর জন্য যাদের জিন আছে তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ১২ শতাংশ কম ছিল।গবেষকরা মনে করেন, তবে অ টাইপের রক্তে স্ট্রোকের অতিরিক্ত ঝুঁকি কম, তাই এই গ্রুপে অতিরিক্ত সতর্কতা বা স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজন নেই। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র লেখক এবং ভাস্কুলার নিউরোলজিস্ট স্টিভেন কিটনার ২০২২ সালের বিবৃতিতে বলেছেন- ''আমরা এখনও জানি না কেন রক্তের গ্রুপ অ উচ্চতর ঝুঁকি প্রদান করে।তবে এটি সম্ভবত রক্ত জমাট বাঁধার কারণগুলির সাথে কিছু সম্পর্কযুক্ত যেমন প্লেটলেট এবং কোষ যা রক্তনালীগুলির পাশাপাশি অন্যান্য সঞ্চালনকারী প্রোটিনগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে, এগুলি সমস্তই রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর, ৮ লক্ষের কম কিছু ব্যক্তি একটি স্ট্রোকের মুখোমুখি হন। এই ঘটনাগুলির বেশিরভাগই - প্রতি চারটির মধ্যে তিনটি - ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সের লোকেদের মধ্যে ঘটে। এছাড়াও, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান, পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকরি, অ-ইউরোপীয় মানুষ মাত্র ৩৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী। কিটনার বলেছেন-''আমাদের বর্ধিত স্ট্রোকের ঝুঁকির প্রক্রিয়াগুলি স্পষ্ট করার জন্য আরও ফলো-আপ অধ্যয়নের প্রয়োজন। ''৬০ বছর বয়সের আগে যাদের স্ট্রোক হয়েছিল তাদের ৬০ বছর বয়সের পরে যারা স্ট্রোক করেছিল তাদের সাথে তুলনা করে গবেষণার আরেকটি মূল অনুসন্ধান এসেছে। এর জন্য, গবেষকরা ৬০ বছরের বেশি বয়সী প্রায় ৯,৩০০ জন লোকের একটি ডেটাসেট ব্যবহার করেছেন যাদের স্ট্রোক হয়েছে এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সের প্রায় ২৫,০০০ জনের ডেটাসেট ব্যবহার করেছেন যাদের স্ট্রোক হয়নি। তারা দেখেছেন যে টাইপ 'A' ব্লাড গ্রুপে স্ট্রোকের বর্ধিত ঝুঁকি দেরীতে শুরু হওয়া স্ট্রোক গ্রুপে নগণ্য হয়ে উঠেছে, এর থেকে বোঝা যায় যে জীবনের প্রথম দিকে ঘটে যাওয়া স্ট্রোকের পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া স্ট্রোকের তুলনায় একটি ভিন্ন প্রক্রিয়া থাকতে পারে। অল্পবয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে ধমনীতে চর্বি জমার কারণে (একটি প্রক্রিয়া যা এথেরোস্ক্লেরোসিস বলা হয়)।

সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে টাইপ 'B' রক্তে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বয়স নির্বিশেষে নন-স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণের তুলনায় স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১১ শতাংশ বেশি। পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে জিনোমের যে অংশটি রক্তের প্রকারের জন্য কোড করে যাকে 'ABO লোকাস' বলা হয়, সেটি করোনারি ধমনী ক্যালসিফিকেশনের সাথে যুক্ত, যা রক্ত প্রবাহ এবং হার্ট অ্যাটাককে সীমাবদ্ধ করে। A এবং B রক্তের প্রকারের জেনেটিক ক্রম শিরায় রক্ত জমাট বাঁধার সামান্য বেশি ঝুঁকির সাথেও যুক্ত, যাকে বলা হয় ভেনাস থ্রম্বোসিস। এই গবেষণাটি নিউরোলজিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সূত্র : sciencealert.com

অ্যাংজাইটি অ্যাটাক হচ্ছে কিনা যেভাবে বুঝবেন

অ্যাংজাইটি অ্যাটাক কিংবা উৎকণ্ঠা করোনা মহামারির পর বেশ স্বাভাবিক একটি ঘটনা। সচরাচর অ্যাংজাইটি অ্যাটাকে এখন ভুগছে অনেকেই। অ্যাংজাইটি অ্যাটাক হলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। টেনশন বেড়ে গেলে বা ভয় পেলেই বুকে অস্বস্তি হয়, মাথা ঘুরাতে শুরু করে এবং প্রচণ্ড বমি বমি ভাব হয়। কিন্তু এমনটা কেন হয়?

সিম্যপাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের জন্যেই অ্যাংজাইটি অ্যাটাক কিংবা উৎকণ্ঠা হয়। সচরাচর উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হলে আপনার মস্তিষ্ক রক্তে অ্যাড্রেনালিন ছাড়ে। সেই প্রভাবেই সব লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আপনার রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিকঠাক থাকলেও শ্বাসকষ্ট হবে।

উৎকণ্ঠা শনাক্ত ও এর প্রতিকারে কি করতে পারেন? আসুন জেনে নেওয়া যাক: ব্যস্ত দিনের একটি সূচি করে সে অনুযায়ী জীবন-যাপনের চেষ্টা করুন।

যখনই প্যানিক অ্যাটাক হলে শ্বাসকষ্ট হবে তখনই নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করুন।

হঠাৎ ভয় পেলেই কাছাকাছি কারো সাথে কথা বলুন।

নিয়মিত যোগব্যায়াম ও ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

মনোবিদের পরামর্শ নিন যখনই এমন সমস্যা ঘন ঘন দেখা দিবে।

দুধের সঙ্গে যেসব ফল খেলে হতে পারে বিপদ

শরীরের যত্ন নিতে গেলে দুধ খেতেই হবে। দুধ আমাদের শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তবে অনেকেই দুধ সহ্য করতে পারেন না। সে হিসেব তো আছেই। কিন্তু অনেকে সামান্য একটি ভুলে মনে করেন দুধ তার সহ্য হয় না। যারা দুধের সঙ্গে ফল খাওয়ার অভ্যাস করেন তারা এমনটাই ভাবেন।

এদিকে পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, দুধের সঙ্গে ফল খাওয়া চলবে না। কারণ দুধের সঙ্গে কিছু ফল খেলে বদহজম, বুকজ্বালা ও অ্যাসিডিটির আশঙ্কা থাকে। তাহলে দুধের সঙ্গে কোন ফল খাওয়া ঠিক নয়? চলুন দেখে নেওয়া যাক।

কলা : সকালের মেন্যুতে দুধ, কলা ও পাউরুটি খুব সাধারণ। বিশেষত ফিটনেস সচেতনরা বিষয়টি খেয়াল রাখেন। কিন্তু পুষ্টিবিদরা বলছেন দুধের সঙ্গে কলা হজম করতে সমস্যা হয়। ফলে বদহজম হতে পারে। তাই একসঙ্গে দুটি খাবার না খেতে পারলেই মঙ্গল।

টক ফল : কথাটি হয়তো অনেকেই জানেন। ওই যে দুধ খাওয়ার পর আনারস না খাওয়ার পরামর্শটি? দুধ খাওয়ার পর যেকোনো ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খেলে গ্যাস, পেটব্যথা হতে পারে। কারণ টক ফলের সাইট্রিক অ্যাসিড দুধের সঙ্গে মিশে নানা সমস্যার উৎপত্তি ঘটায়।

মেলন জাতীয় ফল : দুধের সঙ্গে মেলন জাতীয় ফল খাওয়াই যাবে না। ফুটি, তরমুজ এমন খাবার।

অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে পিঠে ব্যথা?

মোবাইল ব্যবহার ছাড়া এখন তেমন উপায় নেই। সব বয়সের মানুষ এখন ফোন ব্যবহার করে। অনেকে স্মার্টফোন ব্যবহারে আসক্ত হয়ে পড়েন। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, টানা মোবাইল ব্যবহার করায় শরীরে নানা সমস্যা হয়। এই যেমন একটানা বসে ফোন চালানোর কারণে মারাত্মক পিঠে ব্যথা।

সমস্যাটি আগে বোঝার চেষ্টা করুন : মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময় আমাদের আঙুল আর হাতই বেশি ব্যস্ত থাকে। অন্তত এটুকুই মনে হয়। কিন্তু মোবাইল চালানোর সময় আমাদের মস্তিষ্কও ভীষণ সক্রিয় থাকে। এর প্রভাব পিঠ, শিরদাঁড়া, কোমর ও ঘাড়ে পড়ে। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার সময় সোজা হয়ে বসে থাকার অভ্যাস থাকেই আমাদের। মোবাইল থেকে সামান্য কিছু সময় মনোযোগ হঠানোর পর পিঠ আর ঘাড়ে সেই ব্যথা অনুভূত হয়। এতক্ষণ মস্তিষ্কের সকল মনোযোগ ফোনে নিবদ্ধ থাকায় বুঝতে পারেনি। এবার মনোযোগ ফেরায় তা বুঝতে পারা কঠিন হবে না।

সমাধান : ফোন ব্যবহারের সময় ঘাড় বা মাথা একদিকে কাত করে রাখতে হবে। এমন করলে সারা শরীরের ভার সমানভাবে বজায় থাকবে। ফলে গাঁটে ব্যথার যন্ত্রণা, ঘাড়ে ব্যথা ও কোমড়ের ব্যথা এড়াতে পারবেন।

অটিজম প্রতিরোধে আধুনিক হোমিও চিকিৎসা

অটিজম শিশুর জন্মগত সমস্যা। অটিজমের বৈশিষ্ট্য নিয়েই শিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে। এই ধরনের শিশুদের আচরণগত পার্থক্য এক বছর থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই চোখে পড়ে। শিশু অটিজমে আক্রান্ত শুনলে পিতা-মাতার আনন্দ যেন মুহূর্তের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। তবে, আশার কথা হলো, অটিস্টিক শিশুদের আধুনিক চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই হচ্ছে।

টিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার এক ধরনের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার; যেখানে অনেক ধরনের মানসিক সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা একসঙ্গে ঘটে থাকে। এই ধরনের নিউরোলজিক্যাল সমস্যার কারণে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়; যার সঙ্গে মানসিক বিকাশগত জটিলতাও প্রকাশ পায়। এই সমস্যার কারণে জন্মের ১৮ মাস থেকে ৩ বছর বয়সের মধ্যেই শিশুর আচরণগত এবং মানসিক সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে, কথা বলা বা ঠিকমতো শব্দ উচ্চারণ করা, নতুন জিনিস বুঝতে পারা বা শেখা কিংবা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা শিশুর জন্য বেশ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

কারণ: অটিজম জেনেটিক কারণে অর্থাৎ "সাইকোটিক মায়াজমের" প্রভাবে সৃষ্ট মানসিক বিকাশগত সমস্যা। "সাইকোটিক মায়াজম" ধারণাটি বিখ্যাত জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৮৩ খ্রি.) আবিষ্কৃত মতবাদ। মানব শরীরের সংঘটিত লক্ষণসমূহ একত্রিত করে ১৯০৮ সালে সাইকিয়াট্রিস্ট ইউজেন ব্লিউলার "অটিজম" শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। রিয়ান মেডিকেল থিয়োরিস্ট হ্যানস অ্যাসপারগার এবং আমেরিকান শিশু মনোবিজ্ঞানী লিও ক্যানার ১৯৪৩ সালে "অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার" শব্দটির ব্যবহার করেন।

লক্ষণ: অটিজমের লক্ষণসমূহ শৈশব থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। স্বাভাবিক একটি শিশু এক বছর বয়সে অর্থবহ অঙ্গভঙ্গি করতে পারে, ১৬ মাস বয়স থেকে একটি শব্দ বলতে পারে এবং ২ বছর বয়সে ২ শব্দের বাক্য বলতে পারে কিন্তু অটিজম আক্রান্ত শিশুর মধ্যে এসব আচরণ দেখা যায় না। তার সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় না। অনেক শিশু আবার ১ থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত খেলাধুলা, কথাবার্তা সব ঠিক থাকে কিন্তু হঠাৎ করে কথা ও সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করে দেয়। এটাকে বলা হয় রিগ্রেসিভ অটিজম। নাম ধরে ডাকলে সাধারণ শিশু সাড়া দেয়, কিন্তু অটিজমে আক্রান্ত শিশুর নাম ধরে ডাকলেও সাড়া দেয় না। এ ধরনের শিশু আপন মনে থাকতে পছন্দ করে। সবচেয়ে বড় কথা, এরা কারও চোখের দিকে তাকায় না। কারও দিকে তাকিয়ে হাসে না কিংবা আদর করলেও ততটা সাড়া দেয় না। সাধারণভাবে অটিস্টিক শিশুরা একই কথা বারবার বলে এবং একই কাজ বারবার করতে পছন্দ করে। অনেক অটিস্টিক শিশুর কিছু মানসিক সমস্যা যেমন অতি চঞ্চলতা, অতিরিক্ত ভীতি, মনোযোগের সমস্যা, ঘন ঘন মনের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া, ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি থাকে। অটিস্টিক শিশুরা বড় হয়েও স্বাভাবিকভাবে জীবন চালাতে পারে না।

চিকিৎসা: অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা সম্পর্কে বলা হয়, 'এর ভালো কোনো চিকিৎসা নেয়'; কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিতে অটিস্টিক শিশুদের ভালো মানের চিকিৎসা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য বিকল্প চিকিৎসাসেবা থাকলে শিশুকে বিনা-চিকিৎসায় রাখা কতোটুক যুক্তিযুক্ত?

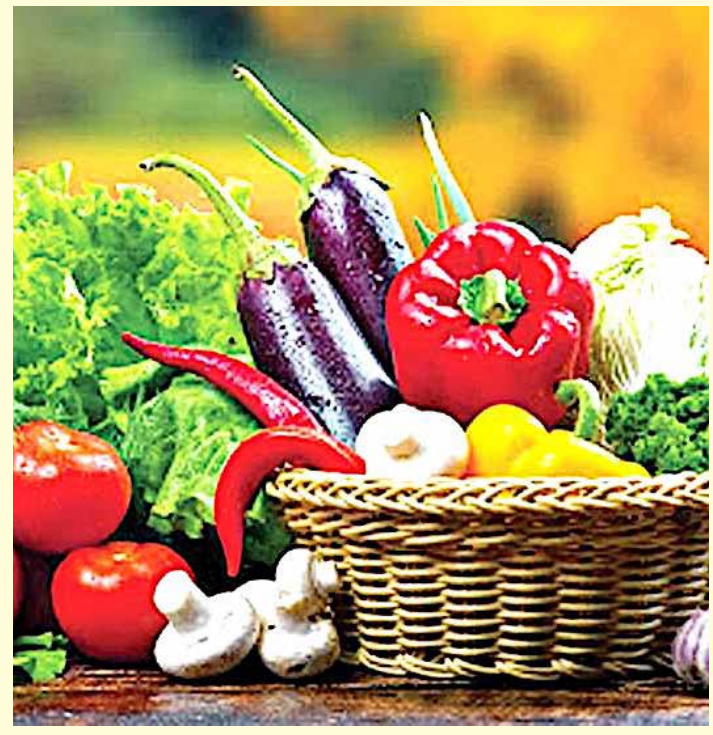

শীতে উষ্ণ রাখবে যেসব খাবার

শীতে একটু উষ্ণতার খোঁজে থাকি আমরা। সারাদিন শীত শীত ভাব থেকে মুক্তি পেতে খাদ্যাভ্যাসেও কিছু বদল আনা জরুরি। সেক্ষেত্রে কোন খাদ্যাভ্যাস আপনাকে উষ্ণ থাকতে সাহায্য করবে? চলুন জেনে নেই:

সম্ভব হলে শীতে খেঁজুর খান। খেঁজুরে থাকা খনিজ, পুষ্টি উপাদান, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে ভেতর থেকে উষ্ণ রাখে।

সরিষা, গোল মরিচ, মেথি, জোয়ান এসব মশলা শীতে শরীর গরম রাখতে পারে। রান্নায় চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে, স্যুপে দিয়ে বিভিন্নভাবে এসব মশলা খেতে পারেন।

খাদ্যতালিকায় ডিম, মাছ, পনির রাখতেই হবে। এসব খাদ্যে ভিটামিন বি-১২ ও প্রোটিন থাকায় আলস্য কেটে শক্তি বাড়ে।

শীতে প্রচুর শাক-সবজি পাওয়া যায়। মৌসুমী শাসক-সবজি খেলে শরীরের অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। তবে রান্নার সময় সঠিকভাবে রান্না করবেন।

কচুমুখী দিয়ে চিংড়ি

উপকরণ: চিংড়ি মাছ ১ কাপ (মাঝারি আকারের)। কচুমুখী ৫০০ গ্রাম (এক ফালি করে কাটা)। কাঁচামরিচ ৬টি (ফালি করা)। পেঁয়াজ-বাটা ১ টেবিল-চামচ। রসুন ও আদা বাটা ১ টেবিল-চামচ। জিরাগুঁড়া ১/৩ চা-চামচ। হলুদ ও ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ করে। মরিচ-গুঁড়া ১ চা-চামচ। ধনেপাতা-কুচি। তেল ও লবণ পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি: কচুর মুখী ছিলে কেটে ভাপ দিয়ে নিন। প্যানে তেল গরম করে অল্প হলুদ লবণ দিয়ে কচুমুখী ১০ মিনিট ভেজে নিন।এই প্যানেই পরিমাণ মতো তেল নিয়ে একে একে সব মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার ভাজা কচু ১০ থেকে ১৫ মিনিট কষিয়ে চিংড়ি-মাছ দিয়ে আরেকটু কষিয়ে পরিমাণ মতো গরম পানি ঢেলে, ঢেকে রান্না করুন। পছন্দ মতো ঝোল রেখে নামিয়ে নেওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে কাঁচামরিচ ও ধনেপাতা কুচি দিন। রন্ধনশিল্পী ডা. ফারহানা ইফতেখার

ঢ্যাঁড়স চিংড়ি

উপকরণ: ঢ্যাঁড়স ৪০০ গ্রাম। চিংড়ি মাছ ২০০ গ্রাম অথবা পছন্দ মতো। পেঁয়াজকুচি বড় ১টি। আদা ও রসুন বাটা ২ চা-চামচ। হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ। ভাজা জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ। কাঁচামরিচ ফালি ৫,৬টি অথবা স্বাদ মতো। লবণ স্বাদ মতো। তেল পরিমাণ মতো। যদি শুকনা মরিচগুঁড়া দিতে চান তাহলে স্বাদ মতো দিতে পারেন ।

পদ্ধতি: চিংড়ি মাছ ধুয়ে রাখুন এবং ঢ্যাঁড়সগুলো ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। ঢ্যাঁড়স ভাজি মতো পাতলা পাতলা গোল গোল করে কেটে নিন।

কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ দিয়ে ও চিংড়ি মাছ দিয়ে আধা মিনিটের মতো ভেজে নিন। তারপর আদা ও রসুন দিয়ে ভেজে নিন।

এবার একটু পানি দিয়ে বাকি মসলা, কাঁচামরিচ ফালি এবং লবণ দিয়ে কষিয়ে পানি শুকিয়ে ফেলুন। মসলা ভাজা ভাজা হলে এবার কেটে রাখা ঢ্যাঁড়সগুলো দিয়ে দিন।

খেয়াল রাখবেন মসলায় যেন ঝোল ঝোল না থাকে, তাহলে ঢ্যাঁড়স দিলে আঠালো হয়ে যাবে। নেড়ে সব মিশিয়ে তিন থেকে চার মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। চুলার আঁচ মাঝারি রাখুন। এই সময়ের মধ্যে ঢ্যাঁড়স সিদ্ধ হয়ে যাবে। এবার আরও আধা মিনিট নেড়ে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ঢ্যাঁড়স চিংড়ি।- আমেনা আলি মেঘলা।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

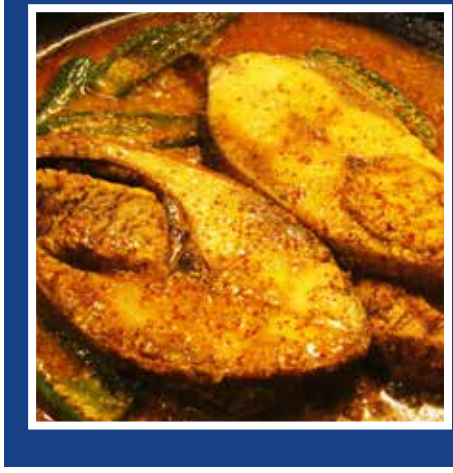

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

চিংড়ির কোরমা

চিংড়ি সব খাবারের সঙ্গেই মানিয়ে যায়। এই মাছ সবাই খেতে পছন্দ করেন। সবজি, স্যুপ, নুডলস, তরকারিসহ নানা মুখোরোচক খাবার তৈরি করা যায় চিংড়ি দিয়ে।

উপকরণ : ১. তেল ১/৪ কাপ, ২. চিংড়ি এক কাপ, ৩. পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, ৪. কাঁচামরিচ বাটা এক চা চামচ, ৫. পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, ৬. রসুন বাটা এক চা চামচ, ৭. কাজুবাদাম বাটা এক টেবিল চামচ, ৮. জিরা বাটা এক চা চামচ, ৯. দুধ এক কাপ ও ১০. লবণ পরিমাণমতো।

পদ্ধতি: প্রথমে লেবুর রস ও আদা বাটা দিয়ে চিংড়ি আধা ঘণ্টা মাখিয়ে মেরিনেট করে রাখুন। এবার প্যানে তেল গরম করে নিন।

এবার গরম তেলে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, কাজুবাদাম বাটা ও জিরা বাটা মিশিয়ে নিন।

মাঝারি আঁচে বাটা মসলা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হলে এবার দুধ ও লবণ দিয়ে পাঁচ মিনিট ঢেকে রান্না করুন।

এরপর মেরিনেট করা চিংড়ি মসলার মধ্যে ছেড়ে দিন। মাঝারি আঁচে ঢেকে রান্না করুন ৫-১০ মিনিট।

রান্না হয়ে এলে গরম মসলার গুঁড়া, কিশমিশ ও ঘি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। এ পর্যায়ে চুলার জ্বাল হালকা রাখুন।

রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন জিভে জল আনা চিংড়ির কোরমা। এটি ভাত-পোলাও সবকিছুর সঙ্গেই মানিয়ে যায়।

মিষ্টি কুমড়া দিয়ে চিংড়ি ভুনা

বাজারে ১২ মাস পাওয়া যায় সে রকম একটি সবজি মিষ্টি কুমড়া। এটি খুবই পুষ্টিগুণ সম্পন্ন একটি খাবার। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, ভিটামিন : এ, সি, ই, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম ও আরো অনেক উপাদান। তাই এটি মানবদেহের সুস্থতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সম্পূর্ণ রান্নাটি করতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় লাগবে। পরিবারের চার থেকে পাঁচজন সদস্য এই পরিমাণ খাবার উপভোগ করতে পারবেন।

রান্না করতে যা যা লাগবে : তেল : পরিমাণমতো, পেঁয়াজ কুঁচি : হাফ টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া : এক টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া : এক টেবিল চামচ, মরিচ গুঁড়া : এক টেবিল চামচ, আদা বাটা : এক চা চামচ, হলুদ গুঁড়া : সামান্য পরিমাণ, পানি : পরিমাণমতো, রসুন কুঁচি : এক টেবিল চামচ তেজপাতা : দুইটা, মিষ্টি কুমড়া : এক কাপ, চিংড়ি মাছ : ছয় থেকে সাতটি, লবণ : স্বাদমতো, কাঁচামরিচ কুঁচি : আট থেকে ১০টি, ধনিয়াপাতা কুঁচি : তিন টেবিল চামচ, যেভাবে রান্না করবেন।

প্রথমে ফ্রাইপ্যানে তেল দিন। এতে পেঁয়াজ কুঁচি, রসুন কুঁচি দিয়ে ভেজে নিন। অন্য একটি পাত্রে ধনিয়া গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, আদা বাটা, হলুদ গুঁড়া ও পানি দিয়ে একত্রে মিশিয়ে নিন। এবার মেশানো মসলাগুলো ফ্রাইপ্যানে ঢেলে দিন। এতে তেজপাতা ও পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো হলে মিষ্টি কুমড়া, চিংড়ি মাছ ও লবণ দিয়ে ঢেকে দিন। সবশেষে কাঁচামরিচ কুঁচি ও ধনিয়াপাতা কুঁচি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার মিষ্টি কুমড়া দিয়ে চিংড়ি ভুনা।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

ফ্রান্সে কম বয়সি পুরুষদের বিনা পয়সায় কন্ডোম

১৪ পৃষ্ঠার পর

ভালো করে বোঝাতে হবে। ছেলে বা মেয়েরা এই কন্ডোম নিতে পারবে, তবে বিনা পয়সায় পুরুষদের কন্ডোমই দেয়া হবে। ফ্রান্সে কিছু মিডল ও হাই স্কুলে কন্ডোম বিনা পয়সায় দেয়া হয়।

ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ফিলিপ বরেল বলেছেন, "কন্ডোম দেয়ার ক্ষেত্রে নিচের দিকে বয়সের কোনো সীমা নেই। তবে ছয় বছর বয়সি কোনো ছেলে যদি এই কন্ডোম চায়, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাকে দেব না।"

এইচআইভি রোধ করতে : ফ্রান্সে ২০২১ সাল থেকে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পাঁচ হাজার। পাবলিক হেলথ ফ্রান্স জানাচ্ছে, ২০২১ সালে যে পাঁচ হাজার মানুষ এইচআইভি-তে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের মধ্যে ১৫ শতাংশের বয়স ২৬ বছরের কম।

এখন এইচআইভি-র আধুনিক ওষুধ বেরিয়েছে। এইচআইভি নিয়ে অনেকে বাকি জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন।

গত বছর থেকে ফ্রান্সে এইচআইভি পরীক্ষা বিনা পয়সায় করা যাচ্ছে এবং এর জন্য চিকিৎসকের সার্টিফিকেট দরকার হচ্ছে না। গত বছর থেকে ২৫ বছর বা তার কম বয়সি মেয়েদের জন্য জন্মনিরোধক ক্যাপসুল বিনা পয়সায় দেয়া হচ্ছে।-সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

ভারতে মুসলিম যুবকের রক্তে প্রাণ বাঁচলো হিন্দু শিশুর

১৪ পৃষ্ঠার পর

জিতেন্দ্রর পরিচিত বিকাশ গুপ্ত সন্ধান দেন রাফাত খানের। এক বছরে তেরোবার রক্ত দিয়েছেন রাফাত।

তাঁর রক্ত এ পজিটিভ তা জানতেন বিকাশ। রাফাত বাড়ি থেকে স্কুটারে বের হচ্ছিলেন। শিশুটির রক্ত লাগবে শুনেই জেলা হাসপাতালে চলে যান। রক্ত দেন। ব্লাড দেওয়ার পর শিশুটি বিপদমুক্ত হয়। রাফাত জানান, রক্ত দেওয়ার সময় তিনি মনে রাখেন না এই রক্ত মুসলিম পাচ্ছে না হিন্দু পাচ্ছে। রক্তের কোনও জাতপাত থাকেনা তা রাফাত জানেন।

‘বই উৎসবে’ সবাই বই পায়নি পুস্তক প্রকাশকরা।

৮ পৃষ্ঠার পর

তারা নিজেরাই স্বীকার করছেন এবার পাঠ্য পুস্তকের কাগজ এবং ছাপার মান ভালো নয়। শুধু তাই নয় কয়েকটি মুদ্রণ সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তারা নিম্নমানের কাগজে আগেই বই ছেপে গুদামজাত করেছে। শেষ মূহুর্তে তারা ওই বই সরবরাহ করেছে পরিস্থিতি সামাল দিতে।

জানা গেছে বাজারে অব্যবহৃত (ভার্জিন) পাল্পের ঘাটতির কারণে ৮৫ শতাংশ উজ্জ্বলতার কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকী রিসাইকল বা পুরোনো কাগজ প্রক্রিয়া করে বানানো পাল্পেরও ঘাটতি আছে। এই সুযোগে পুরোনো কাগজ সরবরাহকারী এবং কাগজ উৎপাদনকারীদের অনেকে সিন্ডিকেট করে নিম্নমানের কাগজের ব্যবসা করেছে। আর প্রকাশকরা সুযোগ নিয়ে অধিক মুনাফা করেছে।

রোববার চেষ্টা করেও এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরহাদুল ইসলামকে এনিয়ে কথা বলার জন্য পাওয়া যায়নি। তবে তিনি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, ‘‘দুই-একটি বই কম হতে পারে। তবে তারা জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সব বই পেয়ে যাবেন। আমরা এরইমধ্যে ৮০ ভাগ বই পাঠাতে সক্ষম হয়েছি।’’

তবে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি শহীদ সেরনিয়াবাত বলেন, ‘‘সব শিক্ষার্থীকে সব বই দিতে পুরো জানুয়ারি মাস লেগে যাবে। প্রাথমিকের ৪০ ভাগ বই ছাপানো এখনো বাকি আছে। আর মাধ্যমিকের বাকি আছে ২০-২৫ ভাগ।’’এজন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেরিতে পাওয়া আর কাগজের সংকটকে দায়ী করেন তিনি। - হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে ঢাকা

আলোচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

৯ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের কোনো নাগরিক তার জীবনে দুইবারই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। এটা পর পর বা যে কোনো সময়ে। দুই বারের বেশি রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ নেই। আবদুল হামিদকে ফের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এরইমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, সংবিধান সংশোধন করার কোনো ইচ্ছা এই সরকারের নাই। তারা রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যোগ্য লোক খুঁজছেন।

রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হলো নির্বাচিত হওয়ার সময় থেকে পাঁচ বছর। এর আগে সরকার পরিবর্তন হলেও সংবিধানের বিধান অনুযায়ী তিনিই রাষ্ট্রপতি থাকবেন। আর তার উত্তরসূরী দায়িত্ব না পর্যন্ত তিনিই রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি : সংবিধানের ৪৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন সংসদ সদস্যদের ভোটে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে। তারাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে। রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। তবে, যে সংসদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছে, ওই সংসদের মেয়াদে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের প্রয়োজন পড়বে না। আর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রথম বৈঠকের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে পদ শূন্য হলে শূন্য হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে।

রাষ্ট্রপদি পদে প্রার্থী হতে হলে সংসদ সদস্য হতে হয়না। তবে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রস্তাবক ও একজন সমর্থক লাগে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

সংবিধানের ৪৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি-

(ক) পঁয়ত্রিশ বছরের কম বয়স্ক হন; অথবা

(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য না হন; অথবা

(গ) কখনো সংবিধানের অধীন অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত হয়ে থাকেন।

আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনে দল প্রার্থী দেবেনা : জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনসহ মোট আসন ৩৫০টি। আওয়ামী লীগের মোট আসন ৩০২টি, জাতীয় পার্টির ২৬, বিএনপির সাত জন পদত্যাগ করায় তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, গণফোরামের দুইটি এবং স্বতন্ত্র তিনটি আসন। সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ ছাড়াও জাতীয় পার্টি, গণফোরাম ও স্বতন্ত্রদের রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী দেয়ার সুযোগ আছে। এ বিষয়ে গণফোরামের সংসদ সদস্য মোকাব্বির খান বলেন, ‘‘আমাদের প্রার্থী দিয়ে কী লাভ? সংসদে আমাদের ভোট আছে দুইটি। এখানে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো দলের প্রার্থীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। প্রার্থী দেয়ার জন্য প্রার্থী দেয়ার কোনো মানে হয়না।

জাতীয় পার্টিও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দেবেনা বলে জানা গেছে।

আর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, ‘‘এখানে সংসদে অন্যদল প্রার্থী দিয়ে কী করবে? গোপন ব্যালটে ভোট হলেও তো সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফ্লোর ক্রসিংয়ের কোনো সুযোগ নেই।

রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব : বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হলেও তার তেমন কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নাই। এটা একটি অলংকারিক পদ। তিনি সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই কাজ করবেন। সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি পরামর্শ করতে বাধ্য নন।

মোকাব্বির খান বলেন, ‘‘রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা জরুরি। সাবেক রাষ্ট্রপতিরাই তো বলেছেন রাষ্ট্রপতির মাজার জিয়ারত ছাড়া কোনো কাজ নাই।

তার কথা, ‘‘সংবিধান সংশোধন করে শুধু রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনাই যথেষ্ঠ নয়। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদও একজনের জন্য সর্বোচ্চ দুইবার করা উচিত।

মনজিল মোরসেদ বলেন, ‘‘রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভরসাম্য এবং প্রধানমন্ত্রীও দুই মেয়াদের বেশি নয়- এই আলোচনা অনেক দিনের।

কিন্তু করবে কে? : কে হচ্ছেন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি? আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেছেন নির্ধারিত সময়েই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। আর সংবিধানও সংশোধন করা হবেনা। ফলে আবদুল হামিদের পর নতুন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী খুঁজছে আওয়ামী লীগ। এরইমধ্যে নানা সূত্রের বরাত দিয়ে সম্ভাব্য বেশ কয়েকজনের নাম আলোচনায় থাকার কথা বলা হচ্ছে। তাদের মধ্যে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমুসহ আরো অনেকের নাম শোনা যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কে হবেন আওয়ামী লীগের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী এটা প্রধামন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাই সিদ্ধান্ত নেবেন। এটা নিয়ে অন্য কারোর কোনো মন্তব্য করার সুযোগ নেই। কেউ মন্তব্য করতে রাজিও হননি।

২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ২০১৮ সালের ২৪ এপ্রিল দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে সাতবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্পিকার হিসেবে দুই বার দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি টানা দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS | ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

‘রাজনীতির রশি টানাটানিতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত’

৯ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যালঘুরাই অহেতুক সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’ নির্বাচন নিয়ে এখানেই সংখ্যালঘুদের অস্বস্তি ও শঙ্কার কথা উল্লেখ করে রানা দাশগুপ্ত বলেন, ‘দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলসমূহ ও তাদের জোট পৃথক পৃথকভাবে দৃশ্যমান তৎপরতা শুরু করেছে। রাজনীতির মাঠে খেলা হবে বলে একটি ধ্বনি প্রধান দলগুলোর মধ্যে বারংবার উচ্চারিত হতে আমরা লক্ষ করছি। এ ধ্বনি এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের শঙ্কিত করে।’

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এখনও এক বছর বাকি। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের অধিকারবিষয়ক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হলে তারা ভোট দিতেও অনাগ্রহী হয়ে পড়বে বলে জানান রানা দাশগুপ্ত।

তিনি বলেন, ‘রাজনীতির বিদ্যমান বাস্তবতায় বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আশাহীনতা ও আস্থাহীনতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও বাহাত্তরের সংবিধান সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হতে পারেনি।’

লিখিত বক্তব্যে রানা দাশগুপ্ত বলেন, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি হিসেবে ফিরে এলেও রাষ্ট্র ও রাজনীতির চর্চায় তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন আজও মেলেনি।’ তিনি বলেন, ‘জনগণনার দিক থেকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছে। অথচ এহেন রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত হবার জন্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি। সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত করার পর যখন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন, দেশে কোনো সংখ্যালঘু নেই তখন তা রীতিমতো হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।’ পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার বিষয়ে রানা দাশগুপ্ত জানান, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা একই দাবিতে আগামী ৬ জানুয়ারি সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকা অভিমুখী রোডমার্চ করবে। পরে আগামী ৭ জানুয়ারি ঢাকার শাহবাগ চত্বরে দুপুর বেলা জমায়েত হবে এবং সেখান থেকে বিকাল ৪টার দিকে পদযাত্রা সহকারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করবেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদের সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক, প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজল দেবনাথ, সুব্রত চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী ও পদ্মা দেবী, সদস্য শম্ভু নাথ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

‘খুবই অস্বাস্থ্যকর’ ঢাকার বাতাস

৮ পৃষ্ঠার পর

ওজোন (ও৩)। দীর্ঘদিন ধরে বায়ু দূষণে ভুগছে ঢাকা। এর বাতাসের গুণমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে কিছুটা উন্নত হয়।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে পরিবেশ অধিদফতর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ু দূষণের তিনটি প্রধান উৎস হলো ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলো।

প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোনো ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়।- সূত্র নয়াদিগন্ত

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
(F Train to 179th Street (South Side))
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

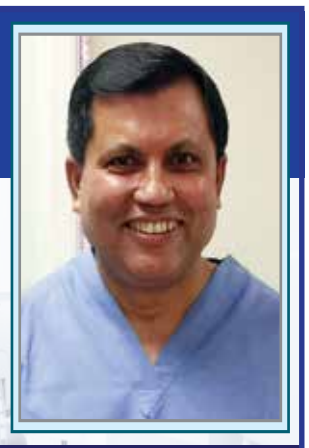

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

কানাডায় বাড়ি কিনতে পারবেন না বিদেশিরা

১৪ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ২ বছরের জন্য সাময়িক এ প্রস্তাব দেন। সে সময় দেশটির লিবারেল পার্টি জানায়, কানাডায় বাড়ি কেনাটা মুনাফাকারী, ধনী ব্যবসায়ী ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এতে অব্যবহৃত ও খালি পড়ে থাকা বাড়িগুলোর দামও আকাশ ছোঁয়া হয়েছে। বাড়িগুলো মানুষের জন্য, বিনিয়োগকারীদের জন্য নয়। ২০২১ সালে নির্বাচনে জয়ের পর উদারপন্থীরা নন-কানাডিয়ান আইনের মাধ্যমে আবাসিক সম্পত্তি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ভ্যাঙ্কুভার ও টরন্টোর মতো প্রধান শহরগুলোতে খালি পড়ে থাকা এবং অনাবাসীদের বাড়ির ওপর কর আরোপ করেছে। কানাডিয়ান রিয়েল এস্টেট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ২০২২ সালের শুরু থেকে বাড়ির দাম গড়ে সর্বোচ্চ ৮ লাখ কানাডিয়ান ডলার (৫ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার) থেকে কমে ৬ লাখ ৩০ হাজার কানাডিয়ান ডলার (৪ লাখ ৬৫ হাজার মার্কিন ডলার) এ নেমে এসেছে।খবর বিবিসির।

তারেক-জোবায়দার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

৯ পৃষ্ঠার পর

এ আদেশের বিরুদ্ধে ওই বছরই লিভ টু আপিল করেন জোবায়দা। এরপর প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বেঞ্চ লিভ টু আপিল খারিজ করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল রাখেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ঘোষিত আয়ের বাইরে চার কোটি ৮১ লাখ ৫৩ হাজার ৫৬১ টাকার মালিক হওয়া এবং সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাফরুল থানায় মামলা করে দুদক। মামলায় তারেক রহমান, জোবায়দা রহমান ও তার মা ইকবাল মান্দ বানুকে আসামি করা হয়। তারেক রহমানের শাশুড়ি মারা যাওয়ায় এই মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে শিক্ষার খরচের ৭১ শতাংশ বহন করে পরিবার বলেছে ইউনেসকো

৯ পৃষ্ঠার পর

হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে 'ইউনেসকোর গ্লোবাল অ্যাডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট ২০২২' নামের এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

এতে বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বেসরকারি খাতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী বাংলাদেশে। আবার বাংলাদেশে মাধ্যমিকে ৯৪ শতাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বোচ্চ বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শ্রীলঙ্কায় ৮০ শতাংশ, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাংলাদেশে ৫৫ শতাংশ। প্রাথমিকে সর্বোচ্চ ভারতে ৪৫ শতাংশ, বাংলাদেশে ২৪ শতাংশ। মাধ্যমিকে বাংলাদেশের বেসরকারি বিদ্যালয়ে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ৯৪ শতাংশ, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভারতে ৫১ শতাংশ। উচ্চ শিক্ষায় সর্বোচ্চ ভারতে ৫৭ শতাংশ আর বাংলাদেশে এ হার ৩৬ শতাংশ। গড়ে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে নির্ভরতা সবচেয়ে বেশি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যয়ের ৫৭ শতাংশ বহন করে পরিবার। নেপালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবারের ব্যয় ৬৩ শতাংশ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণে ৭৫ শতাংশ, যেখানে সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে এই ব্যয় হার আট শতাংশ। ভারতে শীর্ষ ২০ শতাংশ পরিবার নিচের ২০ শতাংশ পরিবারের তুলনায় সরকারি, বেসরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং অনুদানবিহীন সব রকম স্কুলে প্রায় চারগুণ বেশি ব্যয় করে। ২০১৭ এবং ২০১৮ সালে এসব পরিবার সরকারি স্কুলের তুলনায় বেসরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং অনুদানবিহীন স্কুলে পাঁচগুণ বেশি ব্যয় করেছে।

শিক্ষার খরচ মেটাতে ঋণ করে দেশের এক-তৃতীয়াংশ পরিবার

গবেষণায় উঠে এসেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ১২ শতাংশ পরিবার সঞ্চয় করে এবং ছয় শতাংশ পরিবার স্কুলের ফি মেটাতে ঋণ করে। বাংলাদেশে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবার ঋণ করে সন্তানদের বেসরকারি পলিটেকনিকে পড়াশোনার খরচ মেটায়। ভুটান, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় অ-রাষ্ট্রীয় বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণকারীদের স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য সরকারি শিক্ষার্থী ঋণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বৃদ্ধি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফির ওপর কর আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। ফলে কিছু সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়েছিল।

ইউনেসকোর করা জরিপে দেখা গেছে, ভারতের ১ হাজার ৫০টি কম ফির বেসরকারি স্কুলের মধ্যে ১ হাজার স্কুল শুধুমাত্র ফির ওপর নির্ভর করে চলে। অন্যদিকে, আফগানিস্তান, ভারত এবং নেপালের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো ফির ওপর নির্ভরতা এবং সরকারি তহবিলের অভাবকে তাদের কর্মসূচির উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা মনে করে।

এক দশকে শিক্ষায় ব্যয় জিডিপির আড়াই শতাংশের কম

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি হলেও রাষ্ট্রসমূহের শিক্ষায় বিনিয়োগ অপ্রতুল। একমাত্র ভুটান ছাড়া এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলো কখনই শিক্ষাক্ষেত্রে মোট সরকারি ব্যয়ের ১৫ শতাংশ বা মোট দেশীয় উৎপাদনের (জিডিপি) চার শতাংশের কাছাকাছিও ব্যয় করেনি। ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এক দশকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা শিক্ষা খাতে মোট জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশেরও কম ব্যয় করেছে। গুণগতমান এবং শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা তাই একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্বভার দুটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ভাগ করা থাকায় শিক্ষার গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে বলেও উঠে এসেছে গবেষণা প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়েছে, দুটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ভাগ করা থাকায় পাঠ্যক্রম, শিক্ষক, শিক্ষার গুণগত মান ও অন্যান্য মানদণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বাধাগ্রস্থ করছে।

প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ড. মঞ্জুর আহমেদ, ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নেহাল আহমেদ, ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক বিশ্বজিৎ চন্দ্র ও গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রধান নির্বাহী রাশেদা কে চৌধুরীসহ অনেকে।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে মামা'স পার্টি হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

৫২ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, শোটাইম মিউজক এর আলমগীর খান আলম, গাজীপুর জেলা এসাসিয়েশান অফ ইউএসএর সভাপতি এমডি এ জুয়েল এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আরো সংকুচিত হচ্ছে

৯ পৃষ্ঠার পর

বিভাগেই জিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মোট মামলা হয়েছে দুই হাজার ২৪৯টি। আসক জানায় অন্য বিভাগগুলের ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেও মামলার হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি। সেই হিসাব পাওয়া গেলে মামলার সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে। তারা বলছে চার বছর আগে প্রণীত এই আইন নিয়ে শুরু থেকেই সমালোচনা ছিলো। তারপর সরকারের পক্ষ থেকে সংশোধনের কথাও বলা হয়। কিন্তু সংশোধন না করে উল্টো অপব্যবহার বাড়ছে।

নতুন আইন উদ্বেগের: অন্যদিকে নতুন দুইটি আইনের খসড়ায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে বলে মনে করে আসক। তারা বলছে, সরকার অনলাইন বা ডিজিটাল মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ আরও কড়াকড়ি করার উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আলাদা দুটি খসড়া নীতিমালায়, 'দ্য বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন রেগুলেশন ফর ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ওটিটি প্ল্যাটফর্মস ২০২১ এবং 'ওভার দ্য টপ (ওটিটি) কনটেন্টভিত্তিক পরিষেবা প্রদান এবং পরিচালনা নীতিমালা-২০২১-এর খসড়ার কিছু ধারা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এর ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, গণমাধ্যম এবং ওটিটিসহ ইন্টারনেটভিত্তিক বিনোদনমূলক প্ল্যাটফর্মে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের সুযোগ আরও সংকুচিত হবে। এছাড়া 'উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২১ শিরোনামে আরেকটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা সংবিধানের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ও তথ্য অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক।

সাংবাদিকদের ওপর প্রয়োগ: বাক স্বাধীনতা নিয়ে কাজ মানবাধিকার সংগঠন আর্টিক্যাল নাইনটিন-এর হিসেবে গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ২৫টি মামলা হয়েছে। আর এতে মোট আসামি করা হয়েছে ৬০ জনকে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ছয় জনকে। আর ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে এ পর্যন্ত মোট মামলা হয়েছে ১০১টি। এতে আসামি করা হয়েছে ২০৬ জন সাংবাদিককে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৫৪ জনকে। এইসব মামলার অধিকাংশই করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনি, প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শাসক দল আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের লোকজন।

আর আসকের হিসাবে গত বছর ২২৬ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হয়রানি, হুমকি ও পেশাগত কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। যাদের মধ্যে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে হামলার শিকার হয়েছেন ৭৯ জন সংবাদকর্মী।

মানবাধিকার কর্মীরা যা বলছেন: আসকের সাধারণ সম্পাদক এবং মানবাধিকার কর্মী নূর খান বলেন,চডিএসএর মাত্র তিনটি বিভাগের তিনটি ট্রাইব্যুনালের যে হিসাব তাতে গত বছরে মামলা দুই হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আটটি ট্রাইব্যুনালের হিসাব আসল পরিমাণ তিনগুণের বেশি হবে। আমরা লক্ষ্য করছি এই মামলাগুলো করা হচ্ছে সাধারণ মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য। এ থেকে সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী কেউই রেহাই পাচ্ছে না।"

তার কথা, "মানুষ নানা বিষয় নিয়ে বিরক্ত, তারা কথা বলতে চায়। তাই নির্বাচনের আগে এই আইনটি আরো বেশি প্রয়োগ হবে বলে ধারণা করছি। আর এটা সরকারের দিক থেকে করা হবে। আরো যে নতুন তিনটি আইনের কথা হচ্ছে তারও উদ্দেশ্য একই।"

তার মতে,চ সরকারি দল এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এই আইনটি প্রয়োগে এরইমধ্যে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছে। এর আগে একই ঘটনায় সারাদেশে একাধিক মামলা হতো। এখন হাইকোর্টের নির্দেশনার কারণে সেই প্রবণতা কমেছে।"

আর আর্টিক্যাল নাইনটিনের বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সাবেক প্রধান তাহমিনা রহমান বলেন,চশুধু বাকস্বাধীনতা কেন, এখন তো সমবেত হওয়ার, সমাবেশ করার স্বাধীনতাও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ডিএসএর ব্যাপারে আমরা কথা বলেছি। কোথায় কোথায় সমস্যা তা সরকারকে আমরা জানিয়েছি। কিন্তু আইনের কোনো সংশোধন হয়নি। এর অপপ্রয়োগ চলছেই। আমার মনে হয় নির্বাচনের আগে এই আইনের কোনো সংশোধন হবে না।"

তার কথা, "নির্বাচনের আগে আমরা আগেও বাকস্বাধীনতা সংকুচিত হতে দেখেছি। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয়না। আর এখন অন্যান্য আইনের প্রয়োগ তেমন হয় না। তাই ডিএসএর ব্যবহার বাড়ছে। সেটাই অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়।" তিনি বলেন, "আরো নতুন যে তিনটি আইন বাকস্বাধীনতার বিপক্ষে যাবে বলে আমরা মনে করছি সেই তিনটি আইন নির্বাচনের আগে পাস হবে বলে আমার মনে হয় না। ফলে ডিএসএর ব্যবহার বাড়বে বলে আমার আশঙ্কা।"-হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে ঢাকা

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন হবে - প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৯ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের উদ্যোক্তাদের সারা দেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা সেখানে যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগকে স্বাগত জানাব।'

ব্রিটিশ এমপিরা বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অবকাঠামোগত উন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা এ উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন।

প্রেস সচিব বলেন, 'বিশেষ করে তারা মেট্রোরেল, পদ্মা সেতু ও বঙ্গবন্ধু টানেলসহ কানেকটিভিটির উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।' বাংলাদেশের উন্নয়নে এসব অবকাঠামো খুবই সহায়ক হবে বলে মনে করেন সংসদ সদস্যরা। ব্রিটেনকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদার উল্লেখ করে তারা বলেন, ব্রিটেন বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজ করতে চায়। তারা উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অনেক পরিশ্রমী এবং তারা ব্রিটিশ অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন।

তারা আরো বলেন, যুক্তরাজ্য জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশের সাথে কাজ করবে। ব্রিটিশ এমপিরা বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন নিয়েও আলোচনা করেছেন বলে জানান ইহসানুল করিম।

অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ এম. জিয়াউদ্দিন, মুখ্য সচিব মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : বাসস

চট্টগ্রামে যৌনশক্তির বড়ি খাইয়ে লুটপাট

৮ পৃষ্ঠার পর

যৌন সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত বই পড়ানোর ফাঁকে একটা বড়ি খাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বিশ্বাস অর্জন করতে প্রথমে নিজেদের লোক একটা বড়ি খেয়ে ফেলেন। এরপর টার্গেট করা ব্যক্তি ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে তার শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এরপর তাকে চক্রের সদস্যরা ঘিরে ধরেন। টাকা-মোবাইল নিয়ে গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়েন। চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এভাবে দীর্ঘদিন ধরে সর্বস্ব লুট করে আসছিল চক্রটি।

চক্রের সদস্যদের এরকম টোপ গিলে বড়ি খেয়েছিলেন ৫৪ বয়সী এক ব্যক্তি। ৯ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

পিবিআই চট্টগ্রাম জেলা ইউনিটের বিশেষ পুলিশ সুপার (এসপি) নাজমুল হাসান ঢাকা পোস্টকে বলেন, অভিনব কায়দায় বাসের যাত্রীদের কাছ থেকে সর্বস্ব হাতিয়ে নিত চক্রটি। তাদের দলে চারজন আছে। তিনজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। বাকি একজনকে শিগগিরই গ্রেপ্তার করা হবে। চক্রের সদস্যরা কয়েক প্রকার ওষুধের মিশ্রণে চেতনানাশক বড়ি বানাতেন। এগুলোকে যৌন উত্তেজক বড়ি বলে কৌশলে বাসযাত্রীদের খাওয়ানো হতো। এরপর সবকিছু নিয়ে অভিযুক্তরা গাড়ি থেকে নামতো।

৬ মাসে চারশ' কোটি টাকার বেশি টোল আদায়

১২ পৃষ্ঠার পর

হিসাবে যা ১ হাজার ৬০৩ কোটি ৯৭ লাখ টাকা দাঁড়ায়। এ টাকা দিয়ে সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও নির্মাণ খরচের ঋণ পরিশোধ করার কথা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের।

কোনো উন্নয়ন সহযোগী বা প্রতিষ্ঠানকে নয়, স্বয়ং বাংলাদেশ সরকারকে ৩৫ বছরে সুদসহ ৩৬ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করবে সেতু কর্তৃপক্ষ। সেতু কর্তৃপক্ষ জানায়, বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মিত। এর পুরোটাই সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ঋণ হিসেবে নেয়। চুক্তির অনুচ্ছেদ ২ মোতাবেক ঋণের অর্থ প্রকল্প সমাপ্তির পর বার্ষিক ১ শতাংশ হারে সুদসহ ৩৫ বছরে ১৪০ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া নকশা প্রণয়নের সময় নেয়া ২১১ কোটি টাকার বিপরীতে পরিশোধ করতে হবে ৩৪০ কোটি টাকা। সূত্র জানায়, অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত ঋণচুক্তিতে উল্লিখিত ৩৫ বছর মেয়াদি লোন রিপেমেন্ট শিডিউল অনুযায়ী, সেতুতে যানবাহন চলাচলের প্রথম বছরেই ৫৯৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এটা ধীরে ধীরে বেড়ে কোনো কোনো বছর ১ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা পর্যন্ত পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ব্যয়, নদীশাসন, ভ্যাট ও ট্যাক্স পরিশোধ সবই করতে হবে টোলের টাকা থেকে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. ফেরদাউস গণমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা লক্ষ্য অনুযায়ী পদ্মা সেতুতে টোল আদায় করছি। যে রেটে টোল আদায় হচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে কোনো সমস্যা হবে না। তবে টোল আদায় নির্ভর করে যানবাহন পারাপারের ওপর।'

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা : অশোভন সমাজের গোড়ার কথা

১৮ পৃষ্ঠার পর

প্রবাহিত করতে হবে। এই কাজে প্রধানতম পথ-পদ্ধতি হবে: যথেষ্ট বেশি হারে সম্পদ কর (বা wealth tax) আরোপ, অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর আরোপ (tax on excess profit), পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার (money laundering), কালো টাকা উদ্ধার (black money)।

(৩) ধনীদেরডুসে যে-ই হোক না কেন, যে ব্যবসায়েরই হোক না কেন, যে শিল্পেরই হোক না কেনড়াগদ অর্থে কোনো ধরনের প্রণোদনা (cash incentive) প্রদান করা যাবে না।

(৪) বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়নদর্শনের' নিরিখে সেসব খাত-উপখাত-ক্ষেত্রকেই প্রাধান্য দিতে হবে, যা আপাতত বড় মাত্রায় বহুমুখী বৈষম্য হ্রাস করবে (পরে উচ্ছেদ করবে) হ্রাস করবে আয় বৈষম্য, ধন বৈষম্য, স্বাস্থ্য বৈষম্য, শিক্ষা বৈষম্যসহ সব ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বৈষম্য-অসমতা।

(৫) বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দে অগ্রাধিকার দিতে হবে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের প্রায় সব কর্মকাণ্ড (দেশের ৮৫ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে ৬ কোটি ৮২ লাখ ৮ হাজার শ্রমশক্তির মধ্যে সাড়ে ৫ কোটি, যার মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের অণু, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প-কুটির শিল্প; কৃষি খাত শস্য ও শাকসবজি-প্রাণিসম্পদ-মৎস্যসম্পদ- জলজসম্পদ; স্বাস্থ্য খাতে জরুরি ভিত্তিতে 'জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা সিস্টেম' প্রতিষ্ঠা; সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনী এবং শিক্ষা ও গবেষণা।

(৬) দারিদ্র্য-বৈষম্য উচ্ছেদে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্ধার-পুনরুদ্ধার (ৎবপড়াবৎু) কর্মসূচিকে দেখতে হবে রোগের লক্ষণের চিকিৎসা হিসেবে (ৎবধঃসবহঃ ড়ভ ংুসঢ়ঃড়সং), যা আশু ও স্বল্পমেয়াদি; আর সংস্কারজাতীয় কর্মসূচিকে (ৎবভড়ৎস) দেখতে হবে রোগমুক্তির স্থায়ী চিকিৎসা হিসেবে, যা দীর্ঘমেয়াদি এবং যথেষ্ট শ্রেণি স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাঠামোগত বিষয়। রাষ্ট্রের সব উন্নয়নসংশ্লিষ্ট দলিলে এসব বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ পথ নির্দেশনা থাকতে হবে।

দারিদ্র্য ও বৈষম্যের ধরনভিত্তিক তথ্যভান্ডার

বহুমুখী দারিদ্র্য (multiple poverty) দূরীকরণে বিভিন্ন ধরনের দরিদ্র মানুষ নিয়ে জাতীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা জরুরি। প্রস্তাবিত এই 'দারিদ্র্যের তথ্যভান্ডার'-এ দারিদ্র্যর বিভিন্ন ধরনভিত্তিক দরিদ্র মানুষের নাম-ঠিকানাসহ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে ক্ষুধার দারিদ্র্য, আয়ের দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, অসুস্থতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, সুপেয় পানির অভাব-উদ্ভূত দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, অনানুষ্ঠানিক খাতের মানুষের দারিদ্র্য, ভৌগোলিক অবস্থানজনিত দারিদ্র্য ইত্যাদি । দারিদ্র্যের বিস্তারিত তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আসন্ন বাজেট বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন দলিলে সময়-নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা জরুরি।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূরীকরণ

(১) এ দেশে ক্রমবর্ধমান বহুমুখী দারিদ্র্য নিরসনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ জরুরি ভিত্তিতে বাজেটসহ দারিদ্র্য বিমোচনসংক্রান্ত সব দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত:

(ক) বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ কীভাবে এবং কোন সময়ের মধ্যে মানব বঞ্চনা, দুর্দশা ও দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সব ধরনের বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দিকনির্দেশনা; (খ) দারিদ্র্য নিশ্চিত নিরসনসম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের সম্পৃক্ততা করার কার্যকর পদক্ষেপ; (গ) স্বাভাবিক সময়ে দেশে প্রতিবছর ৩০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন, কিন্তু ২০ লাখ মানুষেরই কর্মসংস্থান হয় না।

(২) কভিড-১৯-এর কারণে যেহেতু বেকারত্ব দ্রুত হারে বাড়ছে, সেহেতু বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পথ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) দারিদ্র্য-বৈষম্য দূরীকরণে যেসব বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো: (ক) ক্রমবর্ধমান যুব বেকারদের বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কর্মসংস্থান; (খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পদ সৃষ্টি, সম্পদ রক্ষা ও শ্রমভিত্তিক সম্পদ বৃদ্ধি; (গ) ভূমিহীন কৃষক, কর্মচ্যুত শ্রমিক, বাস্তুচ্যুত মানুষ, গ্রাম-শহরের নারীপ্রধান খানা (যার অধিকাংশই দরিদ্র), বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠী (এখন প্রায় ৮০ লাখ মানুষ), বস্তিবাসী, চরের মানুষ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসী মানুষ (আনুমানিক ৫০ লাখ), নিম্নবর্ণ-দলিত সম্প্রদায়ের (৪০-৫০ লাখ) মানুষসহ সব প্রান্তিক ভঙ্গুর মানুষের স্থায়ীত্বশীল বৈষম্য নিরসনমুখী জীবনসমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সামাজিক সুরক্ষা-নিরাপত্তাবেষ্টনী-কল্যাণ

এ দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ কভিড-১৯ লকডাউনের আগে) সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তবেষ্টনী সুবিধা পাওয়ার যোগ্য খানার (household) সংখ্যা ২ কোটি, যাদের ৭৫ শতাংশ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ সংখ্যা এখন বেড়ে কমপক্ষে সাড়ে ৩ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। সেইসঙ্গে নিঃস্বতর হয়েছেন অনানুষ্ঠানিক খাতের ব্যাপকাংশ মানুষ এবং বেকার হয়েছেন কয়েক কোটি মানুষ।

এসব বিবেচনায়ড়

(১) সামাজিক বৈষম্য হ্রাস ও সামজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় 'সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ' খাতে (বিভিন্ন উপখাত ও ভাতা কার্যক্রম) বাজেট বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় পাঁচ থেকে ছয় গুণ বৃদ্ধি জরুরি।

(২) সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর সুবিধাপ্রাপ্তির সহজগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে পথ-পদ্ধতি নিরূপণ করা প্রয়োজন, যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-রাজনৈতিক দলীয় পরিচিতি নির্বিশেষে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর 'অন্তর্ভুক্তি ভ্রান্তি' এবং 'অন্তর্ভুক্ত-না হওয়ার ভ্রান্তি' দুটোই দূর করা যায়। এসব ভ্রান্তি দূর করার অন্যতম পন্থা হলো সামাজিক সুরক্ষা জালটা চাহিদানুযায়ী সম্প্রসারিত করে ফেলা। বাজেটে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা জরুরি। অবস্থাদৃষ্টে বিশ্বাস যে, এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলাটাই জরুরি।

(৩) আজকের প্রবীণ মানুষই ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা। আমাদের সব অর্জনে অবদান রেখেছেন প্রবীণ মানুষ। সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় 'প্রবীণ নীড়' গড়ে তোলা সময়ের দাবি। দেশে একদিকে যেমন মানুষের আয়ুষ্কাল বাড়ছে, তেমনি পুঁজিবাদের ঠেলা-ধাক্কায় বর্ধিষ্ণু পরিবার ভেঙে অনুপরিবার বাড়ছে। বাড়ছে অসহায়-দুস্থ-নিঃসঙ্গ প্রবীণ মানুষের সংখ্যা। সেইসঙ্গে কভিড-১৯-এর মহাবিপর্যয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি পর্যুদস্ত হচ্ছে প্রবীণ মানুষের জীবন। এতে করে অনেক প্রবীণ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রবীণদের আশ্রয়হীন-ভঙ্গুর হওয়ার সম্ভাবনা অতীতের তুলনায় বহুগুণ বাড়ছে। সামনে আরও বাড়বে। আর এসব যৌক্তিক কারণেই প্রবীণ মানুষদের জন্য 'প্রবীণ নীড়' ('বৃদ্ধাশ্রম' নয়) গড়ে তোলা জরুরি। বিষয়টি বাজেটে অগ্রাধিকারযোগ্য। আমরা এ জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'প্রবীণ হিতৈষী বিভাগ' নামে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং সে জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করছি।

(৪) স্বাভাবিক সময়েই পেনশন ভোগীদের পেনশন প্রাপ্তির আয় থেকে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের সব আয় থেকে সব ধরনের আয়কর, কর, শুল্ক সম্পূর্ণ রহিত করা অত্যন্ত জরুরি। আর কভিড-১৯ মহামারির অভিঘাতকালে তা আরও বেশি যৌক্তিক।

(৫) কভিড-১৯-এর অভিঘাতে দেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোতে আমূল অধোগতির ফলে মানুষ নিঃস্বতর হয়ে শ্রেণি মইয়ে দ্রুত নিচের দিকে নামছেন। মানুষের জীবনকে সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য। এ নিরিখে ভবিষ্যতের জীবন কুশলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বজনীন পেনশন বিষয় নিয়ে এখনই ভাবনা জরুরি। বিষয়টি আসন্ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সরকার এ নিয়ে কার্যকর কী কী পদক্ষেপের কথা ভাবছেন তার সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা-বিবরণী আমাদের বাজেটে থাকাটা হবে সময়োপযোগী, ন্যায়সংগত এবং সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতিফলন।

(৬) জাতির জনকের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সরকারের প্রতিশ্রুত 'সকল গৃহহীনের জন্য বাড়ি' কর্মসূচির দ্রুত এবং পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরি। 'আম্ফান' সাইক্লোনে যেসব মানুষ গৃহহীন হয়েছেন, তাদের সবার দ্রুততর সময়ে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া ন্যায়সংগত। সময়-নির্দিষ্ট বরাদ্দসহ বাজেটে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ

(১) অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, পরিচ্ছন্নকর্মী, জেলে, বেদেসহ বিভিন্ন স্বল্প আয়ের পেশার এবং পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ এবং মানবিক উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা জরুরি।

(২) দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের জন্য 'নিজ নামে' প্রচলিত বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হোক। অনগ্রসর অঞ্চল নামে কোনো বরাদ্দের উল্লেখ থাকে না। অথচ বিভিন্ন মানদণ্ডে দেশে অনেক অনগ্রসর অঞ্চল আছে; এমনকি বৈষম্যের নিরিখে অনগ্রসর বিভাগও আছে। আমরা মনে করি, অঞ্চলের জন্য 'নিজ নামে' ব্যয়-বরাদ্দের রীতি চালু করা প্রয়োজন।

(৩) আদিবাসী, ক্ষুদ্র-জাতিগোষ্ঠী, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য বাজেটে ভিন্ন কোনো বরাদ্দ থাকে না। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে এসব বরাদ্দ এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, যা থেকে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ হিসাব করা সম্ভব হয় না। এক হিসাবে দেখা যায় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাহাড় ও সমতলের ৩০ লাখ আদিবাসী মানুষের জন্য আনুমানিক বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বছরে ৩ হাজার ৭৬১ কোটি টাকা, যা দেশের মোট বাজেটের মাত্র ০.৬৭ শতাংশের সমান (২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট বাজেট ৫ লাখ ৬৫ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান-এর (অনুচ্ছেদ ২৩ ক) প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমরা এ বরাদ্দ দেশের মূল স্রোতের মানুষের মাথাপিছু বরাদ্দের তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করি। একই সঙ্গে প্রস্তাব করছি যে, আদিবাসী মানুষের জন্য সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ যেখানেই দেওয়া হোক না কেন, তা 'আদিবাসী মানুষ' নামের লাইন আইটেমে দেওয়াটা স্বচ্ছতার বহিঃপ্রকাশ হবে এবং সেটাই কাম্য। আবুল বারাকাত অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি।কালবেলা-র সৌজন্যে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্পর্ক, গোপনীয়তা নিয়ে অসতর্ক আচরণ

২২ পৃষ্ঠার পর

নাদিয়া ইসলাম বলছেন, ''যদি ফৌজদারি অপরাধ না হয়, নৈতিক অপরাধ না হয় তাহলে এক্সপোজ করার বিষয়টা কি? কফি খাওয়ার অফার খুব স্বাভাবিক প্রস্তাব। আর যদি যৌন সম্পর্কের কথা বলা হয়, অর্থাৎ কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব কেউ দিয়ে থাকলে সেটা আসলে কোন প্রেক্ষাপটে দেয়া হয়েছে তার ওপর নির্ভর করবে, এই প্রস্তাবকে কীভাবে দেখা হবে।

নাদিয়া বলেন, ''বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিটু নিয়ে অবশ্যই এখন নতুন করে ভাবার দরকার আছে। প্রত্যেকটা আন্দোলনের সময়ের সঙ্গে, ব্যক্তির পারসপেকটিভ, ঘটনা প্রবাহ সবকিছুর টাইমলাইন চেক করা উচিৎ। কারণ মিটুর মূল বিষয়টাই ছিলো, আমি যে বিচার পাইনি, আমি সেটা যেনো পাই। এখন মিটু যদি অপব্যহার করে আর একটা এক্সপ্লয়টেশনের জায়গা হয় তাহলে সেটা অবশ্যই দুঃখজনক। বাংলাদেশে একটা জিনিসই খুব হয়, বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ। এই ঘটনাতেও তো অনেককে শুধু হয়রানি করার জন্যই মামলা দেয়া হচ্ছে। আর এগুলোর ভুক্তভোগী হচ্ছেন, যারা আসলেই নির্যাতিত হচ্ছেন মূলতঃ তারাই, তাদের বিচার চাইতে গিয়ে।

নাদিয়া এ সময় গণমাধ্যমে এ ধরণের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট করার ধরন নিয়েও আপত্তি করেছেন। এ ধরনের ঘটনাগুলো গণমাধ্যমে যেভাবে প্রকাশ হয়, তার প্রভাব পড়ছে তরুণদের মধ্যেও। তারাও ওই ভাষাতেই ভুক্তভোগীদের ট্রল করছেন, বিচার করছেন। গণমাধ্যমও বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে মোরাল পুলিশিং করছে। বিশেষ করে সেলিব্রেটিদের এসব বিষয় নিয়ে এক ধরনের চটকদার হেডলাইন করছেন, যা সাংবাদিকতার নৈতিক বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যেমন একজন নায়িকার কয়টা বিয়ে, একজন নায়কের বাবার কি দোষ ছিলো, এগুলোতো আসলে মানুষের কালেকটিভ সাইকোলজিতে প্রভাব ফেলছে। একজন যখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরনিন্দা তার কালচার, মানুষকে হেরাস করা তার কালচার তখন ব্যক্তি পর্যায়ে এই চর্চাগুলো বাড়ে। তাই তরুণদের দোষ দেয়ার আগে গেইট কিপারদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

সঞ্জয় দে, যিনি অনলাইনভিত্তিক পোর্টাল নিউজবাংলা টোয়েন্টি ফোরে বার্তা প্রধান হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি বলছেন, ''সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আপনি আসলে বিচারালয় হিসেবে পরিণত করতে পারেন না। এটার অনেক বাজে দিক আছে, আমরা গণপিটুনিকে সমর্থন করি না, আমরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করতে পারি না। কারণ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, সেই অভিযোগ প্রমাণ করতে গিয়ে কতগুলো ধারাবাহিক কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয় আছে , চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আছে যা বন্দুকযুদ্ধ বা গণপিটুনিতে থাকেম না। এক্ষেত্রে যেটা হয়, অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তিও ভুক্তভোগী হয়, আবার আসল অপরাধীও চলে যায় ধরা ছোয়াঁর বাইরে। একইভাবে স্যোশাল মিডিয়ায় কারো বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মতো অভিযোগ আনলে অভিযুক্ত ব্যক্তির আসলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকে না। যদি সেটা থাকেও, যদি এই অভিযোগটি মিথ্যাও হয়, সেটি প্রমাণ করতে করতে তার সামাজিক মর্যাদা, ভাবমূর্তি, গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। এমনকি যে নারী বা পুরুষ অভিযোগ করেন, উভয়কেই কিন্তু একই ধরনের হয়রানি হতে হয়। তাদের চরিত্র নিয়ে, তাদের ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে চর্চা শুরু হয়।

সঞ্জয় বলছেন, বাংলাদেশের আইনে এখন ইনবক্সে লঘু বা গুরু অবরাধের সুরাহা আছে। তাই ফেসবুকে বিচারের জন্য ছেড়ে দিলে সেটাও অপরাধের মধ্যে পড়ে এবং নৈতিকভাবেও এ কাজ করা যায় না।

তরুণরা কি ভাবছেন? কাবেরী আষাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ড্রয়িং বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তার ভাবনা জানতে চেয়েছিলাম। কাবেরীর বললেন,''আমার কারো কথা পছন্দ না হলে, কারো আচরণ হয়রানিমূলক মনে হলে আমার অনেক ধরণের বিকল্প পথ আছে তাকে বাধা দেয়ার। আমি তাকে রেস্ট্রিকটেড করতে পারি এবং ফেসবুক অথরিটিকে তার নামে অভিযোগ করতে পারি। কারো ফ্লার্টিং ভালো না লাগলে, তাকে তা সরাসরি বলতে শিখতে হবে। যৌন প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না বলার স্বাধীনতা যে মেয়েদেরও আছে, মেয়ে হিসেবে সেটা বুঝাটা খুবই জরুরি।

এক্সপোজ নিয়ে সাইবার ক্রাইম বিভাগ কী বলে : ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের সাইবার বিভাগ সিটি সাইবারের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম বলেন, ''কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ অবশ্যই সাইবার ক্রাইমের মধ্যে পড়ে। খুবই ব্যক্তিগত তথ্য, ফিনান্সিয়াল তথ্য, যৌনআবেদন আছে এমন বার্তা, ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং কথার ধরণে এসব ইঙ্গিত রয়েছে এমন স্ক্রিন শট সাইবার ক্রাইমের মধ্যে পড়তে পারে। তবে যেকোনো হয়রানি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করেন তিনি। চলমান এক্সপোজ প্রবণতা নিয়েও উদ্বিগ্ন তারা। তাদের টিম কাজও করছে এ নিয়ে। যেকোনো ঘটনায় স্বঃপ্রণোদিত হয়ে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে, দুইভাবেই কাজ করেন তারা। প্রয়োজন অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনা বাড়াতে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীও আছে। নাজমুল জানান, ''যেসব মামলা তারা পান তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের অন্যতম কারণ হলো প্রতিশোধ পরায়ণতা। অনেক সময় কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এভাবে এক্সপোজ করা হয়ে থাকে। আবার অর্থনৈতিক সুবিধা নিতে এমন তথ্য দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। সামাজিকভাবে হেয় করতেও এক্সপোজ করেন অনেকে।

এই কর্মকর্তা জানান, ''সাইবার অপরাধে যেসব অভিযোগ আসে, তার আশিভাগ করেন নারী। যার মধ্যে ৭০ ভাগ বয়সন্ধিতে আছেন এমন কিশোরীদের অভিযোগ। তাদের অভিযোগগুলো বেশিরভাগ অ্যাকাউন্ট কম্প্রোমাইজ, পর্ণগ্রাফি, বুলিং এবং অর্থনৈতিক প্রস্তাবের।' নাজমুল জানান, ''সাইবার ক্রাইম ঠেকাতে দরকার সচেতনতা। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি সবাইকে কাজ করতে হবে। সাইবার এথিক্স তৈরি করতে হবে। কোনটা করা যাবে, কোনটা যাবে না বুঝতে হবে। আইন আছে, তা মানতে হবে । সর্বোপরি নিজেকে অপরকে নিরাপদ করেই সাইবার জগতে কাজ করতে হবে।- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

বাংলাদেশে এক বছরে ১৫৪ সংখ্যালঘুকে হত্যা, ধর্ষণের শিকার ৩৯

৫ পৃষ্ঠার পর

জানানো হয়, গত এক বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ৮৯ হাজার ৯৯০ একর জমি দখল করা হয়েছে। বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে ৫৭২টি পরিবারকে, দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে ৪৪৫টি পরিবারকে। এছাড়া সারা বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোট ২২০ কোটি ৮৯ লাখ টাকার সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, গত বছরের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য ও সারা দেশে থাকা তাদের কর্মীদের দেওয়া তথ্য সংগ্রহের পর সেসব যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে বলে জানান গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। লিখিত বক্তব্যে গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, গত এক বছরে দেশের হিন্দুসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৫৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৮৪৯ জনকে, হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ৪২৪ জনকে এবং আহত করা হয়েছে ৩৬০ জনকে, নিখোঁজ রয়েছেন ৬২ জন, চাঁদাবাজি হয়েছে ২৭ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এ সময়ে সংখ্যালঘুদের মোট ২২০ কোটি ৮৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ সময় পরিবার ও মন্দির লুট হয়েছে ৩১৯টি, বসতবাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৮৯১টি, অগ্নিসংযোগ হয়েছে ৫১৯টি এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর হয়েছে ১৭৩টি। ঘরবাড়ি দখল হয়েছে ৫৭টি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ৫০টি এবং মন্দিরের ভূমি দখল হয়েছে ৫১টি। দখলের তৎপরতা ৯৮৪ একর ১২ শতাংশ। বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে ৫৭২টি পরিবারকে। উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়েছে ৩ হাজার৬৯৪টি পরিবারকে এবং উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৩৫ হাজার ৮১৮টি পরিবারকে। দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে ৪৪৫টি পরিবারকে, উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশত্যাগের হুমকির মুখে ১৫ হাজার ১১৫টি পরিবার এবং নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৯৯১টি পরিবার। সংঘবদ্ধ হামলা ৯৫৩টি। মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ১২৮টি, প্রতিমা ভাঙচুর ৪৮১টি, প্রতিমা চুরি ৭২টি। অপহরণ করা হয়েছে ১২৭ জনকে এবং অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে ২৭ জনকে।

হিন্দু মহাজোটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩৯ জন নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৭ জন। ধর্ষণের পর ১৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। তাতে বলা হয়েছে, ৫৫ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, ১৫২ জনকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। ধর্মান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে ৪০ জনকে।

সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের ঘটনা ঘটেছে ১২৭টি। মিথ্যা মামলায় আসামি গ্রেপ্তার, বরখাস্ত, চাকরিচ্যুত করা এবং জেল-জরিমানার শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৭৯১ জন। ১ হাজার ৬৫৭টি পরিবারকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 'অপবিত্রকরণের ঘটনা ঘটেছে ১৭৯টি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেওয়ার ঘটনা ১২৯টি। 'ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ গরুর মাংস খাইয়ে ৩৩৩ জনকে 'অপবিত্রকরণসহ একটি পরিবারের ওপর গোমাংস নিক্ষেপও করা হয়েছে। তিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক সাংবাদিকদের বলেন, ''বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করেনি। এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের পক্ষ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা ও নির্যাতন নিরোধকল্পে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদে ৬০টি সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং একটি উপরাষ্ট্রপতি ও উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবি জানানো হয়। -সূত্র দৈনিক প্রথম আলো

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

সংকটেও বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের রেকর্ড

১২ পৃষ্ঠার পর

আগের অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল এক হাজার ২৩ কোটি ৯৫ লাখ ডলার। সেই হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ২৫ কোটি ৩৭ লাখ মার্কিন ডলার বেশি এসেছে।

আমদানি কমলেও আন্তর্জাতিক বাজারের পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমদানি ১৫ মাস ধরে কমছে রিজার্ভ। গত বছরের আগস্টে রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন বা চার হাজার ৮০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছিল। আমদানি দায় মেটাতে রিজার্ভ থেকে নিয়মিত ডলার বিক্রির কারণে তা কমে এখন ৩৪ বিলিয়ন বা তিন হাজার ৪০০ কোটি ডলারের নিচে নেমে এসেছে। ডলার-সংকট দূর করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ডলারের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। ব্যাংকগুলো এখন প্রবাসী আয় দেশে আনতে প্রতি ডলারের সর্বোচ্চ দাম দিচ্ছে ১০৮ টাকা। আর রপ্তানি আয় নগদায়নে ডলারের দাম ধরা হচ্ছে ১০০ টাকা। আমদানিতে ডলারের দাম ১০৫-১০৬ টাকা। তবে ভোগ্য পণ্যের আমদানি কমালেও শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্র আমাদানি কমালে তাতে নেতিবাচক ফল হতে পারে। এটা অব্যাহত থাকলে রপ্তানি আবার কমে যাবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মহমুদ তিতুমীর মনে করেন,চপ্রকৃত রপ্তানি আয় বেড়েছে কি না সেটা এখনই বোঝা যাবে না। কারণ উৎপাদন খরচ বেড়েছে তাই পণ্যের দামও বেড়েছে। ফলে ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় বেড়েছে। আর রেমিট্যান্সও যত লোক বিদেশে যাচ্ছে সেই তুলনায় বাড়ছে না।"

তার কথা,চসামষ্টিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব আছে কি না তা দেখতে হবে। মূল্যস্ফীতি বজায় আছে। মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ছেনা। আর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়ে চলছে বাণিজ্যিক ব্যংকগুলো বিনিয়োগকারীরা ঋণ সংকটে আছে।

আর সিরডাপের পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন,চরপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স বাড়ার ঘটনা ভালো খবর। কিন্তু ৫-৬ মাস না দেখে এটা অব্যাহত থাকবে কি না তা বলা যায় না। অনেক সময় সিজনাল কারণেও এটা বাড়ে। আমরা এখন আমদানি যেভাবে কমাচ্ছি তাতে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ উৎপাদন কমে গেলে রপ্তানিও কমে যাবে।"

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক অর্থনীতিবিদ আহসান এইচ মনসুর বলেন,চআমরা রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১০ ভাগ আশা করেছিলাম সেরকম হয়েছে। কিন্তু পোশাক খাত ছাড়া আর সব খাতেই কিন্তু নেগেটিভ। প্রবাসী আয় বাড়লেও সেটা কিন্তু কাঙ্খিত হারে বাড়ছে না। ফলে এখনই বলা যাচ্ছে না অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আরো দেখতে হবে।"

তার কথা,চরিজার্ভের ওপর চাপ থাকবে। কারণ আমাদের অনেক পেমেন্ট বাকি আছে সেগুলো শোধ করতে হবে। আমদানিও বাড়াতে হবে। ফলে ডলার ও রিজার্ভ নিয়ে এখনও স্বস্তি নেই।"-হারুন উর রশীদ স্বপন, ডয়চে ভেলে ঢাকা

রপ্তানি আয়ে শীর্ষে, পোশাক শ্রমিকের মজুরিতে পিছিয়ে বাংলাদেশ

১২ পৃষ্ঠার পর

১৯৪ ডলার বা ১৮ হাজার ৪৩০ টাকা। ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করে ৪২ লাখ শ্রমিক। ন্যূনতম মজুরি ১৩৭ ডলার বা ১৩ হাজার ১৫ টাকা। ভারতে কাজ করে চার কোটি ৫০ লাখ পোশাক শ্রমিক। ন্যূনতম মজুরি ১২৮ ডলার বা ১২ হাজার ১৬০ টাকা। চীনে শ্রমিক এক কোটি ৫০ লাখ। ন্যূনতম মজুরি ২৬২ ডলার বা ২৪ হাজার ৮৯০ টাকা।

বিলসের গবেষণার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে পোশাক খাতে কাজ করছে ৩২ লাখ শ্রমিক। তারা মাসে ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে ৭৫.৫ ডলার বা আট হাজার টাকা।

বিলসের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০২ ডলার বা ২১ হাজার ৪১৫ টাকার করা হচ্ছে।

মজুরি বাড়ানোর পেছনে বিলসের যুক্তি কী : বিলস মূল্যস্ফীতি সহ সার্বিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নতুন মজুরি প্রস্তাব করছে। তারা দেখিয়েছে ঢাকায় চারজনের একটি শ্রমিক পরিবারে মাসিক খাবার বাবদ খরচ হয় ১৪ হাজার ৩৩০ টাকা, ঘরভাড়া ১০ হাজার টাকা, খাদ্য ও ভাড়া বহির্ভূত ব্যয় সাত হাজার ৪৪৯ টাকা, চিকিৎসা ব্যয় এক হাজার ২৮৭ টাকা, শিক্ষা ব্যয় এক হাজার ২৫৬ টাকা, পোশাকসহ অন্যান্য বয় চার হাজার ৯০৬ টাকা এবং মাসিক সেভিংস এক হাজার ৫৮৯ টাকা। সব মিলে দাঁড়ায় ৩৩ হাজার ৩৬৮ টাকা। যেহেতু অধিকাংশ পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুই জনই পোশাক শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন তাই সেহেতু ১.৪৬ জন ফ্যামিলি ইনকাম আর্নার ধরে এক জন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি হয় ২২ হাজার ৮৫৫ টাকা। আর বিলসের গবেষণায় প্রস্তাব করা হয়েছে ২২ হাজার ৮৫০ টাকা। প্রায় একই হারে ঢাকার আশপাশের উপশহর এবং চট্টগ্রামেও মজুরি কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিলসের পরিচালক (রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট) নাজমা ইয়াসমিন জানান,"আমাদের গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করব।"

তার কথা,"আমরা গবেষণায় দেখতে পেয়েছি বাংলাদেশে পোশাক শ্রমিকদের মজুরি অনেক দেশের চেয়ে কম। প্রতিবেশি দেশের তুলনায়ও কম। তাই আমরা তাদের মজুরি বাড়ানোরও সুপারিশ করছি।"

মজুরি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন শ্রমিকরা : বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি তৌহিদুর রহমান বলেন, "এখন পোশাক শ্রমিকদের যে ন্যূনতম মজুরি তাতে তাদের মাসের ১০ দিন সংসার চালানোই কঠিন। সংসার চালাতে গিয়ে তারা এনজিওর ঋণের জালে বন্দি হয়ে পড়ছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ছেই। টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে। অনেকে আগে যারা কষ্ট করে ঘরের জন্য ফ্রিজ বা টেলিভিশন কিনেছেন তা বিক্রি করে দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। কেউ কেউ ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও বিক্রি করে দিচ্ছেন। ঠিকমত খাবার না পেয়ে পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন।"

তিনি জানান,"চার বছর আগে পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় আট হাজার টাকা। এখন পাঁচ বছর চলছে। ২ জানুয়ারি আমরা সংবাদ সম্মেলন করে দ্রুত মজুরি বোর্ড গঠন করে ২২ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি জানিয়েছি। মূল বেতন হতে হবে এর ৬৫ শতাংশ। আমরা ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছি। এর মধ্যে এটা করা না হলে আমারা মাঠে আন্দোলন শুরু করব। আমরা আমাদের দাবির কথা লিখিতভাবে সরকার এবং বিজিএমইএকে জানিয়েছি।"

বিজিএমই সাধ্যের মধ্যে বেতন বাড়াবে : বিজিএমইএর সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, গত চার বছরে শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো হয়নি এটা ঠিক নয়। সর্বশেষ মজুরি বোর্ড বেতন বাড়ানোর পর প্রতি বছরই তাদের শতকরা পাঁচ ভাগ হারে ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়েছে। তারা এখন বেতন বাড়ানোর দাবি করছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে। অবশ্যই আমরা মজুরি বাড়াবো। তবে তা আমাদের সক্ষমতার মধ্যে। সবাইকে পরিস্থিতি বুঝতে হবে।"

তিনি বলেন,"পোশাক খাতে গত তিন মাস ধরে অর্ডার কমে যাচ্ছে। ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় বাড়ার কারণ হলো ইউনিট প্রাইস বেড়ে যাওয়া। অর্ডার কিন্তু কমছে। কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেছে।"

তার কথা,"পোশাক খাতে আগামী এক বছর নতুন কোনো কর্মসংস্থান হবে না। আমরা চেষ্টা করছি যারা আছেন তাদের ধরে রাখতে। তবে যদি অনেক বেশি বেতনের চাপ দেয়া হয় তাহলে কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে। চলতি বছরে বেশ কিছু ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। তাই সব দিক বিবেচনায় রাখতে হবে। অর্ডার বাড়িয়ে পোশাক খাতকে টিকিয়ে রাখা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।"সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

এ বছর কঠিন মন্দায় পড়বে বিশ্ব বললেন আইএমএফ প্রধান

১২ পৃষ্ঠার পর

মন্দার কবলে পড়বে। এমনকি এর বাইরেও যেসব দেশ মন্দায় পড়বে না তারাও মন্দার প্রভাব অনুভব করতে পারবে।'

তার দাবি, মূলত ইউক্রেনের যুদ্ধ, পণ্য-দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান দাম, সুদের উচ্চ হার এবং চীনে কোভিডের বিস্তার বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলার কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে গত অক্টোবরে ২০২৩ এর জন্য বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কমিয়েছিল আইএমএফ।

ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সতর্ক করেছেন, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন ২০২৩ সালে শুরুতে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। তার ভাষায়, 'আগামী কয়েক মাস, চীনের জন্য বেশ কঠিন হবে এবং চীনা প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব হবে নেতিবাচক, এই অঞ্চলের ওপর প্রভাব হবে নেতিবাচক, বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির ওপরও এর প্রভাব নেতিবাচক হবে।'

৫টি পরিবারকে। এছাড়া সারা বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোট ২২০ কোটি ৮৯ লাখ টাকার সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, গত বছরের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য ও সারা দেশে থাকা তাদের কর্মীদের দেওয়া তথ্য সংগ্রহের পর সেসব যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে বলে জানান গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। লিখিত বক্তব্যে গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, গত এক বছরে দেশের হিন্দুসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৫৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৮৪৯ জনকে, হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ৪২৪ জনকে এবং আহত করা হয়েছে ৩৬০ জনকে, নিখোঁজ রয়েছেন ৬২ জন, চাঁদাবাজি হয়েছে ২৭ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এ সময়ে সংখ্যালঘুদের মোট ২২০ কোটি ৮৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ সময় পরিবার ও মন্দির

চীনের উত্থান ঘটেছে, কিন্তু কতটা

২২ পৃষ্ঠার পর

এক শ টি দেশ চীনকে তাদের বৃহত্তম ব্যবসায়িক অংশীদার হিসাবে গণ্য করে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মাত্র ৫৭টি দেশের এই সম্পর্ক আছে। যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ঋণ দেওয়ার পরিমাণ কমিয়ে ফেলেছে, সেখানে চীন গত এক দশকে তার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য ১০ হাজার কোটি ডলার ধার দিয়েছে।

তবে ক্ষমতার সামগ্রিক ভারসাম্য মূল্যায়নের দিকে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের এখনো অন্তত পাঁচটি দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা রয়েছে। একটি হলো এর ভৌগোলিক অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্র দুটি মহাসাগর এবং দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ দ্বারা বেষ্টিত। অন্যদিকে চীন ১৪টি দেশের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করছে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে আঞ্চলিক বিরোধে জড়িয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিসুবিধাও রয়েছে। গত এক দশকে শেলবিপ্লব যুক্তরাষ্ট্রকে জ্বালানি রপ্তানিকারকে রূপান্তরিত করেছে। অন্যদিকে চীন জ্বালানি আমদানির ওপর আগের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এসব দিক বিবেচনায় চীন এখনো যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে। জোসেফ এস নাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সাবেক সহকারী মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, ইংরেজি থেকে অনূদিত, স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

প্রবাসে বাংলাদেশি হত্যা ও পরিবারের সংগ্রাম

৩৯ পৃষ্ঠার পর

দুই বছর আগে সে একবার গ্রামের বাড়িতে এসেছিল একা। তাকে হত্যার ২০-২৫ দিন আগে আমার সঙ্গে তার ভিডিও কলে কথা হয়।"

তিনি বলেন, আমরা যারা এখানে তার আত্মীয়-স্বজন আছি, তাদের সঙ্গে এখানকার প্রশাসনের লোকজন কোনো যোগাযোগ করেনি, আমরাও করিনি। আর মার্কিন দূতাবাসও কোনো যোগাযোগ করেনি।"

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া, তার (ফয়সল) পরিবারকে বিচার পেতে সহায়তা করা। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।"

গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় বন্দুকধারীদের গুলিতে আবু সালেহ মোহাম্মদ মাহফুজ আহমদ নামে আরেক বাংলাদেশি নিহত হন। তিনিও সেখানকার গ্রিনকার্ডধারী। তিনি নোয়াখালী শহরের হরিনারায়ণপুর এলাকার আবু তাহেরের ছেলে। স্ত্রী, দুই সন্তান ও বাবাকে নিয়ে আটলান্টা শহরে বসবাস করতেন। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন ব্যবসায়ী মাহফুজ আহমদ। প্রায় ১০ বছর আগে অ্যামেরিকায় যান আবু সালেহ মোহাম্মদ মাহফুজ আহমদ। পরবর্তীতে আটলান্টা শহরে নিজে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। ১৬ জুন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বন্দুকধারীরা তাকে তার দোকানর সামনে হত্যা করে। নোয়াখালীতে বসবাসরত তার বড় ভাই মাসুদ আহমেদ জানান, ওই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমার আরো এক ভাই সেখানে থাকেন। কয়েকদিন আগে বাবা দেশে এসেছেন। আমরা আসলে বিষয়টি নিয়ে তেমন চাপ দিতে চাই না। আমরা ছোট ভাই, নিহত ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তান এবং আমার বাবা সেখানে থাকেন। তারা যাতে কেনো সমস্যায় না পড়েন সেটাই আমাদের এখন মূল উদ্বেগের বিষয়।"

তিনি জানান, হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এখানে আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি, যুক্তরাষ্ট্রে আমার বাবাসহ পরিবারের যারা থাকেন তাদের সঙ্গেও ওখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে কেউ যোগাযোগ করেননি। যা হচ্ছে, তা ওই দেশের প্রচলিত আইনেই হচ্ছে।"

তার কথা, সরকারে পক্ষ থেকে যদি আইনি সহায়তা বা উদ্যোগ নেয়া হতো তাহলে আমরা জোর গলায় বিচার চাইতে পারতাম।"

২০২২ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার নর্থ ওয়েস্ট প্রদেশের ক্লার্কড্রপস শহরে মুজাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া নামে এক বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়। তিনি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার বাসিন্দা। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন। ক্লার্কড্রপস শহরে পাইকারি ফুলের ব্যবসা করতেন তিনি। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে এর বাইরেও ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যেও বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা মারা যান। তাদের বড় একটি অংশ হত্যাকাণ্ডের শিকার বলে অভিযোগ আছে।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, গড়ে প্রতিদিন ১১ জন শ্রমিকের লাশ দেশে আসছে। ২০০৮ থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ১৪ বছরে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ৪৫ হাজার ৩০১ জন প্রবাসীর মরদেহ এসেছে। এর মধ্যে ২৭ হাজার ২৩১ জনের (৬৩ শতাংশ) মরদেহ এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশ থেকে। এর মধ্যে শুধু সৌদি আরব থেকেই এসেছে ১২ হাজার ৯৩০ জন প্রবাসীর মরদেহ। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে পাঁচ হাজার ১২৩ জন, ওমান থেকে তিন হাজার ৭৭৬ জন, কুয়েত থেকে দুই হাজার ৭২৪ জন, বাহরাইন থেকে এক হাজার ১১ জন এবং কাতার থেকে এক হাজার ৫৬২ জনের মরদেহ এসেছে। তাদের বড় একটি অংশ স্ট্রোক, হৃদরোগ, দুর্ঘটনা, হত্যা বা আত্মহত্যার শিকার।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক বলেন, বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে তাদের লাশ দেশে ফেরত আনা, ন্যায় বিচার পেতে কাউন্সেলর সুবিধাসহ আরো অনেক সহায়তা দেয়ার বিধান আছে। কিন্তু বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিন্তু বাংলাদেশি নাগরিক নন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কিছু করার সুযোগ নেই।"

আর যে দেশে ঘটনা ঘটে, বিচার সেই দেশের আইনেই হয় জানিয়ে তিনি বলেন, অনেকের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকে। কিন্তু যে দেশের পাসপোর্ট তিনি ব্যবহার করেন, সেই দেশের নাগরিক হিসবেই তাকে বিবেচনা করা হয়।"

তবে ব্র্যাকের অভিবাসন বিভাগের প্রধান শরিফুল হাসান বলেন, বাংলাদেশের নাগরিক যে দেশেই হত্যা বা অপরাধের শিকার হোক না কেন তার ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা দেয়া সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের দায়িত্ব।

জামিনের রাজনীতি, সরকারের ভূমিকা

২০ পৃষ্ঠার পর

জামিন মঞ্জুর না করা নিয়মে পরিণত করা হয়েছে সেখানে। অন্যদিকে, গুরুতর মামলায়ও সরকারি দলের লোকজনকে প্রথম সুযোগেই জামিন দেওয়া প্রায় স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

জামিনের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে এখানে বিচারিক বিবেচনা কতটুকু থাকে আর সরকারি হস্তক্ষেপ কতটা হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ রয়েছে। নিম্ন আদালতে জামিন নামঞ্জুর হলে যাঁদের মোটামুটি সামর্থ্য আছে, অন্তত তাঁদের জন্য হাইকোর্ট হয়ে দাঁড়ায় জামিন লাভের একমাত্র জায়গা। সেখানে জামিন পাওয়ার পরও রাষ্ট্রপক্ষ এর বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে দাঁড়ালে নতুন করে খরচ, ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হতে হয় ভুক্তভোগী মানুষকে। আমাদের সংবিধান দেখলে মনে হবে না, সর্বোচ্চ আদালত স্থাপন করা হয়েছিল এমন ভোগান্তির সুযোগ দেওয়ার জন্য।

৩.

আমাদের দেশের সংবিধানে হাইকোর্টকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সেখানে মাত্র তিন ধরনের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত, মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং হাইকোর্টের অবমাননাসংক্রান্ত রায়ের ক্ষেত্রে। অন্যান্য যেকোনো ক্ষেত্রে আপিল বিভাগে আপিল করার সুযোগ পাওয়া যাবে কেবল এসংক্রান্ত আবেদন আপিল বিভাগ যৌক্তিক মনে করলে। পুরো বিধানটিতে এটি স্পষ্ট যে শুধু অত্যন্ত গুরুতর তিনটি ক্ষেত্রে বা কোনো কারণে সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচিত ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে যাওয়াকে যৌক্তিক মনে করেছিলেন আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা।

হাইকোর্টের জামিনের আদেশ এসবের তুলনায় ক্ষুদ্র একটি বিষয়। এই আদেশে কাউকে কোনোরকম দণ্ড দেওয়া হয় না বা দণ্ড মাফ করা হয় না। এ ধরনের ছোট বিষয়ে হাইকোর্টের আদেশ রাষ্ট্রপক্ষ মেনে না নিলে হাইকোর্টের মর্যাদা থাকে কোথায়? হাইকোর্টের তুলনায় আপিল বিভাগে বিচারকের সংখ্যা থাকেন মাত্র এক-দশমাংশের মতো। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে গণহারে আপিল করার কারণে এমনিতেই আপিল বিভাগে মামলার দীর্ঘ জট লেগে থাকে। এমন অবস্থায় হয়রানিমূলক ও গায়েবি মামলাগুলোতে জামিনের বিরোধিতা করার আবেদন নিয়ে আসার আবশ্যকতাই-বা কোথায়?

মির্জা ফখরুলের মামলা দিয়েই আবার উদাহরণ দিই। গত এক দশকে তাঁর বিরুদ্ধে শ খানেক মামলা হয়েছে, সব মিলিয়ে তিন শতাধিক দিন জেলে থেকে অনেকগুলো মামলায় তিনি জামিনও পেয়েছেন। জামিন পেয়ে তিনি পালানোর চেষ্টা করেছেন বা মামলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য বাদীদের প্রাণনাশের বা অন্য কোনো হুমকি দিয়েছেন, এমন কোনো অভিযোগ এমনকি সরকারও উচ্চারণ করেনি।

এ ছাড়া সর্বশেষ মামলার এজাহারে তাঁর নামই ছিল না। এজাহারে নাম ছিল, এমন দুজন সেই মামলায় প্রথম দফাতেই জামিন পেয়েছেন, কিন্তু মির্জা ফখরুল (বা মির্জা আব্বাস) জামিনের আবেদন বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছে নিম্ন আদালতে। অসুস্থ এই প্রবীণ রাজনীতিবিদকে এভাবে অন্তরীণ রাখার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিবৃতি দিয়েছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, আবুল কাসেম ফজলুল হকের মতো মত-দলনির্বিশেষে সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্টজনেরাও।

অবশেষে তিনি সার্বিক বিবেচনায় জামিন পেয়েছিলেন হাইকোর্ট থেকে। এরপরও অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসকে এর বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে যাওয়াকে সরকারের অপরাজনীতির প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সুযোগ আছে কি?

৪.

সংবিধান অনুসারে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস হচ্ছে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং তাঁর অধীনের আইন কর্মকর্তারা হচ্ছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আইন কর্মকর্তা।

কিন্তু তাঁদের নিয়োগ ও চাকরিচ্যুতির প্রক্রিয়ায় শতভাগ সরকারি ইচ্ছার প্রতিফলন থাকার সুযোগ রয়েছে বলে বিভিন্ন আমলে তাঁদের নিয়োগ ও ব্যবহার করা হয় সরকারি দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এরই একটি প্রকাশ আমরা দেখি ভিন্নমত ও রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের জামিনের বিরুদ্ধে সরকারের তথা অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের মরিয়া তৎপরতার মধ্যে।

রাজনৈতিক মামলায় এসব তৎপরতা গণতন্ত্র তো বটেই, আদালতের স্বাধীন সত্তার জন্যও মঙ্গলজনক নয়। আসিফ নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক।দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

প্রবাসে বাংলাদেশি হত্যা ও পরিবারের সংগ্রাম

৫ পৃষ্ঠার পর

দুই বছর আগে সে একবার গ্রামের বাড়িতে এসেছিল একা। তাকে হত্যার ২০-২৫ দিন আগে আমার সঙ্গে তার ভিডিও কলে কথা হয়।"

তিনি বলেন, আমরা যারা এখানে তার আত্মীয়-স্বজন আছি, তাদের সঙ্গে এখানকার প্রশাসনের লোকজন কোনো যোগাযোগ করেনি, আমরাও করিনি। আর মার্কিন দূতাবাসও কোনো যোগাযোগ করেনি।"

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া, তার (ফয়সল) পরিবারকে বিচার পেতে সহায়তা করা। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।"

গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় বন্দুকধারীদের গুলিতে আবু সালেহ মোহাম্মদ মাহফুজ আহমদ নামে আরেক বাংলাদেশি নিহত হন। তিনিও সেখানকার গ্রিনকার্ডধারী। তিনি নোয়াখালী শহরের হরিনারায়ণপুর এলাকার আবু তাহেরের ছেলে। স্ত্রী, দুই সন্তান ও বাবাকে নিয়ে আটলান্টা শহরে বসবাস করতেন। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন ব্যবসায়ী মাহফুজ আহমদ।

প্রায় ১০ বছর আগে অ্যামেরিকায় যান আবু সালেহ মোহাম্মদ মাহফুজ আহমদ। পরবর্তীতে আটলান্টা শহরে নিজে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। ১৬ জুন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বন্দুকধারীরা তাকে তার দোকানর সামনে হত্যা করে।

নোয়াখালীতে বসবাসরত তার বড় ভাই মাসুদ আহমেদ জানান, ওই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমার আরো এক ভাই সেখানে থাকেন। কয়েকদিন আগে বাবা দেশে এসেছেন। আমরা আসলে বিষয়টি নিয়ে তেমন চাপ দিতে চাই না। আমরা ছোট ভাই, নিহত ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তান এবং আমার বাবা সেখানে থাকেন। তারা যাতে কেনো সমস্যায় না পড়েন সেটাই আমাদের এখন মূল উদ্বেগের বিষয়।"

তিনি জানান, হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এখানে আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি, যুক্তরাষ্ট্রে আমার বাবাসহ পরিবারের যারা থাকেন তাদের সঙ্গেও ওখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে কেউ যোগাযোগ করেননি। যা হচ্ছে, তা ওই দেশের প্রচলিত আইনেই হচ্ছে।"

তার কথা, সরকারে পক্ষ থেকে যদি আইনি সহায়তা বা উদ্যোগ নেয়া হতো তাহলে আমরা জোর গলায় বিচার চাইতে পারতাম।"

২০২২ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার নর্থ ওয়েস্ট প্রদেশের ক্লার্কড্রপস শহরে মুজাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া নামে এক বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়। তিনি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার বাসিন্দা। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন। ক্লার্কড্রপস শহরে পাইকারি ফুলের ব্যবসা করতেন তিনি। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে এর বাইরেও ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যেও বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা মারা যান। তাদের বড় একটি অংশ হত্যাকাণ্ডের শিকার বলে অভিযোগ আছে।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, গড়ে প্রতিদিন ১১ জন শ্রমিকের লাশ দেশে আসছে। ২০০৮ থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ১৪ বছরে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে ৪৫ হাজার ৩০১ জন প্রবাসীর মরদেহ এসেছে। এর মধ্যে ২৭ হাজার ২৩১ জনের (৬৩ শতাংশ) মরদেহ এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশ থেকে। এর মধ্যে শুধু সৌদি আরব থেকেই এসেছে ১২ হাজার ৯৩০ জন প্রবাসীর মরদেহ। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে পাঁচ হাজার ১২৩ জন, ওমান থেকে তিন হাজার ৭৭৬ জন, কুয়েত থেকে দুই হাজার ৭২৪ জন, বাহরাইন থেকে এক হাজার ১১ জন এবং কাতার থেকে এক হাজার ৫৬২ জনের মরদেহ এসেছে। তাদের বড় একটি অংশ স্ট্রোক, হৃদরোগ, দুর্ঘটনা, হত্যা বা আত্মহত্যার শিকার।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) শহীদুল হক বলেন, বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে তাদের লাশ দেশে ফেরত আনা, ন্যায় বিচার পেতে কাউন্সেলর সুবিধাসহ আরো অনেক সহায়তা দেয়ার বিধান আছে। কিন্তু বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কিন্তু বাংলাদেশি নাগরিক নন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কিছু করার সুযোগ নেই।"

আর যে দেশে ঘটনা ঘটে, বিচার সেই দেশের আইনেই হয় জানিয়ে তিনি বলেন, অনেকের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকে। কিন্তু যে দেশের পাসপোর্ট তিনি ব্যবহার করেন, সেই দেশের নাগরিক হিসেবেই তাকে বিবেচনা করা হয়।"

তবে ব্র্যাকের অভিবাসন বিভাগের প্রধান শরিফুল হাসান বলেন, বাংলাদেশের নাগরিক যে দেশেই হত্যা বা অপরাধের শিকার হোক না কেন তার ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা দেয়া সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের দায়িত্ব। কিন্তু আমরা দেখতে পাই অ্যামেরিকা বা ইউরোপের মতো দেশে হলে বাংলাদেশ কোনো কথা বলে না। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকদের ব্যাপারেও বাংলাদেশের অবস্থান ধরি মাছ না ছুই পানির মতো।"

তার কথা, একজন অ্যামেরিকান যদি অ্যামেরিকায় খুন হয়, তাহলে তাদের পুলিশ, বিচার বিভাগ যতটা তৎপর হয় একজন বাংলাদেশি অ্যামেরিকান হত্যার শিকার হলে তাদের তেমন তৎপরতা থাকে না।"

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ২০২০ সালে পাঠাও সহ-উদ্যোক্তা বাংলাদেশি অ্যামেরিকান তরুণ ফাহিম সালেহ যুক্তরাষ্ট্রে নিজ বাসায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ওই ঘটনায় কিন্তু সেখানকার পুলিশকে ততটা তৎপর হতে দেখা যায়নি।"

বাংলাদেশি কোনো নাগরিক যদি অন্য দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে থাকেন, তারপরও বাংলাদেশের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদের পাশে দাঁড়ানো সাংবিধানিক দায়িত্ব বলেন শরিফুল হাসান।-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার

২০ পৃষ্ঠার পর

ভারতের জনগণ, ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বঙ্গবন্ধু হঠাৎ করে আসল কথাটি উত্থাপন করলেন।

শেখ মুজিব: মাদাম, আপনে কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন?

ইন্দিরা গান্ধী: বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তো এখনো পর্যন্ত নাজুক পর্যায়ে রয়েছে। পুরো "সিচুয়েশন" বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রোলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন সেটাই করা হবে।

শেখ মুজিব: মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রায় ৩০ লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির জন্য আরো যদি লাখ দশেক লোকের মৃত্যু হয়, আমি সেই অবস্থাটা বরদাশত করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনারা অকৃত্রিম বন্ধু বলেই বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দিরা গান্ধী : এক্সেলেনসি, কারণটা আর একটু ব্যাখ্যা করলে খুশি হবো।

শেখ মুজিব : এখন হচ্ছে বাংলাদেশে পুনর্গঠনের সময়। তাই এই মুহূর্তে দেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক বিরোধিতা আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতিকে অছিলা করে আমাদের বিরোধী পক্ষ দ্রুত সংগঠিত হতে সক্ষম হবে বলে মনে হয়। মাদাম, আপনেও বোধ হয় এই অবস্থা চাইতে পারেন না। তাহলে কবে নাগাদ ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করছেন?

ইন্দিরা গান্ধী: (ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে একটু চিন্তা করলেন) এক্সেলেনসি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আগামী ১৭ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

শেখ মুজিব: মাদাম কেন এই বিশেষ দিন ১৭ মার্চের কথা বললেন?

ইন্দিরা গান্ধী: এক্সেলেনসি প্রাইম মিনিস্টার, ১৭ মার্চ হচ্ছে আপনার জন্মদিন। এই বিশেষ দিনের মধ্যে আমাদের সৈন্যরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরত আসবে।'

উল্লেখ্য, ভারতীয় সৈন্যদের শেষ দলটি বাংলার মাটি ত্যাগ করল ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে।

সাবেক স্পিকার ও পেশাদার কূটনীতিক হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীর ভাষায়: "১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু সাধারণ কথাবার্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে বলেন, আমার দেশ থেকে আপনার সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনতে হবে।" শেখ মুজিব এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর সহজভাবে তুলতে পারেন, ভাবতেও পারেননি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। তার এই অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিব নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আদেশই যথেষ্ট। 'অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে রাজি হতে হয় এবং (তিনি) জেনারেল মানেকশকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দিনক্ষণ নির্ধারণের নির্দেশ দেন।"

প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও লেখক আবুল মনসুর আহমদের বিখ্যাত বই 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' থেকে, "পরদিন উভয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা সম্পর্কে একটি সুন্দর যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইল। তাতে উভয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার কথা ছাড়াও বলা হইল যে, আগামী ২৫ শে মার্চের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য অপসারণের কাজ সমাপ্ত হইবে। আমি এই ঘোষণায় আহলাদিত হইলাম এবং শেখ মুজিবের কূটনৈতিক সাফল্যে গর্বিত হইলাম। কার্যত বাংলাদেশ হইতে সৈন্য অপসারণের কাজটা নির্ধারিত তারিখের অনেক আগেই সমাপ্ত হইল। ১২ই মার্চ তারিখে ভারতীয় সৈন্য ঢাকা ত্যাগ করিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রাণস্পর্শী সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন।"

বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ভারতের জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সালাম জানাই। বিশ্বের এমন কোনো দেশ নাই যেখানে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য যান নাই।

অনেকে বলেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী কবে যাবে। মতিলাল নেহরুর নাতনী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কন্যা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে আমি ভালো করে চিনি। আমি যেইদিন বলবো, সেই দিনই ভারতীয় সৈন্য বাংলা থেকে চলে যাবে। ভারতীয় সৈন্য হানাদার বাহিনী নয়।"

সাবেক পররাষ্ট্রসচিব ফারুক চৌধুরী বলেছেন, "১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দিল্লি থেকে তাঁর সঙ্গে ঢাকা আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি তখনই দেখেছি তাঁর মনে কাজ করছে কবে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী চলে যাবে। একটি স্বাধীন দেশে অন্য দেশের সৈন্য অবস্থান করলে সে দেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে না, এটা তিনি বুঝতেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর কলকাতা সফরের সময় ২৫ শে মার্চের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ঘোষণা আসে। তিনি কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো না হওয়া সত্ত্বেও এ কাজটি করেছিলেন। এটা না হলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়া দুরূহ হতো।"

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এ এফ সালাহউদ্দিন আহমেদের বই "বাংলাদেশ-পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট" (নয়াদিল্লির এপিএইচ পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত) বইয়ের ২১৫ নং পৃষ্ঠায় : Ä high watermark of Sheikh MujibÕs statesmanship was reflected when during his visit to Kolkata on 6-8 February,1972, a joint declaration was signed by the prime minister of India and Bangladesh, announcing that the Indian troops would be withdrawn from Bangladesh by 25 March, 1972. It is a matter of interest to note that secret British official papers released after thirty years on January 1, 2003, mention that Mrs. Gandhi, on a visit to Britain in December 1971 told British Prime Minister Edward Heath regarding the pressure in her cabinet for her to take Pakistani territory and not return it.

আমরা বঙ্গবন্ধুর রূহের মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি। কর্নেল (অব:) মোহাম্মদ আবদুল হক, পিএসসি সামরিক ইতিহাস ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক ।দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

মেধা পাচার কি রোধ করা সম্ভব?

১৮ পৃষ্ঠার পর

মানিয়ে চলা একজন মেধাবীর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তার দেশ ত্যাগ ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না।

কর্ম জীবনে প্রবেশ থেকে শুরু করে কর্ম জীবনের শেষ অব্দি একজন মানুষের মেধার চেয়ে দলীয় আনুগত্য, চাটুকারিতা, কালো টাকা, পেশী শক্তির মূল্যায়ন অনেক বেশি। যার ফলে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেও অনেক মেধাবী হতাশ হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।

মেধা পাচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। আইনের শাসনের অভাব মেধাবীদের দেশের প্রতি বিমুখ করে তোলে। একজন মেধাবী ব্যক্তি যখন বুঝতে পারে যে তিনি তার প্রতি ঘটে যাওয়া কোনো অন্যায়ের বিচার পাবেন না। স্বভাবতই তিনি নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কা থেকে সেই দেশের প্রতি কোনো টান অনুভব করেন না। পাড়ি জমান নিরাপদ কোনো গন্তব্যে।

মেধা পাচার রোধে সর্বপ্রথম থাকতে হবে স্বদিচ্ছা। মেধা পাচার দেশের জন্য অশনি সংকেত। মেধা পাচারের ফলে দেশ যে কী ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে আগাচ্ছে সেই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। একেক জন মেধাবী দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে দেশের যে ক্ষতি হয় তা আর্থিক মানদণ্ডে নিরূপণ অসম্ভব। তেমনি সম্ভব নয় সহসা এই ক্ষতি পূরণ করা। তাই বাস্তবতার ভয়াবহতা উপলব্ধি পূর্বক মেধা পাচারে চাই দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা।

মেধা পাচার রোধে সর্বাগ্রে চাই মেধার মূল্যায়ন। সবকিছুর উপরে মেধার মূল্য দিতে হবে। শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের বরাদ্দ দিতে হবে। শিক্ষাকে আমলাতন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে শিক্ষার মানোন্নয়নে মেধাবীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। যত বেশি শিক্ষাব্যবস্থার মানের উন্নয়ন ঘটবে দেশে ততবেশি মেধার প্রসার ঘটবে।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। দেশে যতদিন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন মেধাবীরা নিরাপত্তাজনিত শঙ্কা থেকে অধিকতর নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় লাভের সুযোগ খুঁজবে।

কাজেই সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া মেধা পাচার রোধ সম্ভব নয় একথা সত্য যে মেধা পাচার রোধ করতে হলে মেধাবীদের কদর করতে হবে। মেধাবীদের কদর না করে দলীয় আনুগত্য, চাটুকারিতা, কালো টাকা, পেশী শক্তির প্রভৃতির কদর করলে মেধা পাচার রোধ সম্ভব নয়।

একজন মেধাবীর একমাত্র পরিচয় হবে তিনি মেধাবী। তিনি একমাত্র মেধার ভিত্তিতে মুল্যায়িত হবেন অন্য কোন ভিত্তিতে নয়। সমাজে যতদিন এই সত্য প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন মেধা পাচার রোধ সম্ভব নয় । মনিরা নাজমী জাহান পিএইচডি গবেষক, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য । ঢাকা পোষ্ট এর সৌজন্যে

সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এমন কোনো উদ্ভট ধারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না-জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫ পৃষ্ঠার পর

হবে। কিন্তু এখন থেকেই স্বাধীনতাবিরোধী, ক্ষমতালোভী, জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনকারী আর পরগাছা গোষ্ঠির সরব তৎপরতা শুরু হয়েছে। এদের লক্ষ্য ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পিছনের দরজা দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা।

এরা লুণ্ঠন করা অর্থ দিয়ে দেশে-বিদেশে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী এবং বিবৃতিজীবী নিয়োগ করেছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরা মিথ্যে এবং ভুয়া তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এদের মিথ্যাচারে বিভ্রান্ত হবেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের প্রত্যাশা করছি। নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য বাংলাদেশে এই প্রথম একটি আইন পাশ করা হয়েছে। সেই আইনের আওতায় সার্চ কমিটি করে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সরকার সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ জনগণের দল, জনগণের শান্তিতে বিশ্বাসী, জনগণের শক্তিতে বিশ্বাসী। জনগণ ভোট দিয়ে বিজয়ী করলে আওয়ামী লীগ দেশ গড়ার জাতীয় দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে। যদি বিজয়ী না করে, তাহলে আমরা জনগণের কাতারে চলে যাবো। তবে, যেখানেই থাকি, আমরা জনগণের সেবা করে যাবো।

বক্তব্যর শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট গভর্মেন্ট, স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট শিল্প কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্যি, কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে রোবোটিকস, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জৈব প্রযুক্তি অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। সকল ক্ষেত্রে গবেষণার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সাল থেকে একটানা ১৪ বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এই ১৪ বছরে আমরা দেশ এবং দেশের জনগণকে কী দিতে পেরেছি- তার বিচার-বিশ্লেষণ আপনারা করবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা একটানা ১৪ বছর সরকার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছি। ১৬ বছর আগে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের শেষ অর্থবছরে আমরা কোথায় ছিলাম আর এখন আমাদের অবস্থান কোথায় কয়েকটি আর্থ-সামাজিক সূচকের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তা তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন, জোট সরকারের শেষ অর্থবছর ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ ডলার। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮২৪ ডলারে। ২০০৫-০৬ সময়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ। বর্তমানে দারিদ্রের হার ২০ শতাংশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ। করোনা মহামারির আগে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৮ দশমিক ১৫ শতাংশে। ২০০৫-০৬-এ জিডিপির আকার ছিল মাত্র ৬০ বিলিয়ন ডলার।

দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সব খাতে গবেষণার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ অনেক এগিয়েছে। তবে আরও এগিয়ে নিতে হবে। একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন আমাদের লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নানা অনুসঙ্গ ধারণ করে আমরা তরুণদের প্রশিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট গভর্মেন্ট, স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট শিল্প কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাণিজ্য ও কৃষিসহ সব ক্ষেত্রে রোবোটিকস, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জৈব প্রযুক্তি অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। সব ক্ষেত্রে গবেষণার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, গত ১৪ বছর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। বাংলাদেশকে আজ আর কেউ বন্যা, খরা, দুর্যোগের দেশ হিসেবে দেখে না। বাংলাদেশ এখন উদীয়মান অর্থনীতির দেশ। উন্নয়নের রোল মডেল।

বক্তব্যর শেষে প্রধানমন্ত্রী কবিতার উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বিবিসি বাংলা রেডিও শোনা যাবে না আর - শেষ হলো ৮১ বছরের পথচলা

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রচার হয়েছে সংবাদ ও সাময়িক প্রসঙ্গের অনুষ্ঠান ‘প্রবাহ’ ও ‘পরিক্রমা’। উপস্থাপনা করেন লন্ডনে মানসী বড়ুয়া আর ঢাকায় আকবর হোসেন।

বিবিসি বাংলা রেডিও যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৪১ সালের ১১ অক্টোবর, একটি সাপ্তাহিক নিউজলেটার দিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিকালে মিত্রপক্ষের বক্তব্য ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই শুরু হয়েছিল এ বাংলা রেডিওটি। নির্ভরযোগ্য খবরের জন্য এক সময় বিবিসি বাংলা রেডিও ছিল অসংখ্য মানুষের ভরসার নাম। সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে রেডিও নিয়ে বসে থাকতেন অনেকেই। স্টেশন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিবিসি বাংলা ধরাতে বেগও পেতে হতো। এরপর বেজে উঠত ‘বিবিসি বাংলার’ সিগনেচার টিউন।

বাংলাদেশের মানুষের মাঝে বিবিসি নামটি সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পায় ১৯৭১ সালে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। বিবিসির খবরের ওপর শ্রোতাদের আস্থা আর বিবিসি বাংলা রেডিওর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। মানুষ তখন যুদ্ধের খবরের জন্য পুরোপুরি নির্ভর করত সংবাদমাধ্যমটির ওপর। ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে অনেক কিছুতেই। রেডিওর জায়গা দখলে নিয়েছে অন্য প্রচারমাধ্যমগুলো। এসেছে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ নানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। প্রভাব পড়েছে বিবিসি বাংলার রেডিওর দর্শকদের ওপরও।

এ অবস্থায় গত সেপ্টেম্ব্বরের শেষের দিকে অর্থ বাঁচাতে ১০টি ভাষার রেডিও সার্ভিস বন্ধ করার ঘোষণা দেয় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন। এর মধ্যে ছিল বাংলা সার্ভিসও। বিবিসি বাংলার গতকালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে ব্যাপক পরিবর্তনের জেরে বিবিসি বাংলা রেডিও বন্ধের এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানটি এখন ডিজিটাল প্লাটফর্মের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। এ বিষয়ে বিবিসি বাংলার সম্পাদক সাবির মুস্তাফা বলেন, ‘বিবিসি বেশকিছু দিন থেকে ডিজিটাল প্লাটফর্মের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে, এখন এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত করা হবে।’ তিনি আরো বলেন, ‘বিবিসি বাংলা রেডিও ঘিরে অনেক স্মৃতি, অনেক আবেগ রয়েছে। কিন্তু যারা সংবাদের প্রতি আগ্রহী, তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য বিবিসি রেডিও বন্ধ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

র‌্যাব ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনা করা ঠিক হবে না -পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে আব্দুল মোমেন

৫ পৃষ্ঠার পর

বহু ইস্যু নিয়ে সম্পর্ক নির্ধারণ হয়। আমেরিকা আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিসের খরিদদার, আমাদের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী। আরও অনেক ধরনের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে। শুধু এই একটি ইস্যু নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। সব দিক থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ-আদর্শের মিল আছে। আমেরিকা চায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আমরাও তাই চাই। আমেরিকা চায় মানবাধিকার বজায় থাকুক, আমরাও তাই চাই। এ দেশের ৩০ লাখ লোক রক্ত দিয়েছে মানবাধিকার, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্রের জন্য। তারাও সেগুলো চায়, আমাদের সঙ্গে মিল আছে।”

র‌্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার আলোচনা হবে কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “আলাপ হবে। অনেক কিছু নিয়েই আলাপ হবে।”

তিনি বলেন, “আমরা সব সময় শান্তি চাই। আমরা বিশ্বাস করি, আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। সেই আলোচনার জন্য মন-মানসিকতার দরকার। আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা বিশ্ব শান্তি, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা চাই। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়। আমরা চাই, সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান।”

“আমি গর্বিত, বাংলাদেশ তার সমস্যাগুলো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করেছে। পানি চুক্তি, সীমান্ত চুক্তি, সমুদ্রসীমা; আমরা সবগুলো সমাধান করেছি বড় প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে। একটি গুলি ছোড়া হয়নি। অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলো; ইরাক-ইরান, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া সব দেশে খালি মারামারি-কাটাকাটি। আমাদের কোনো মারামারি-কাটাকাটি নেই। এটা সম্ভব হয়েছে জাতির পিতার পররাষ্ট্রনীতির কারণে,” বলেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে মোমেন বলেন, “বছরের প্রথম দিনে আমাদের ৮২টি মিশনকে যুক্ত করে একটি ভার্চুয়াল মিটিং হয়েছে। আমরা কী চাই তাদের বলেছি, তারা কীভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে সেটা জানতে চেয়েছি। প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশের একটি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা স্বল্প সম্পদ ব্যবহার করে মানুষের মঙ্গলের জন্য সবচেয়ে বেশি কীভাবে অর্জন করতে পারি; যদি তারা অন্যান্য দেশ থেকে শিখে থাকেন সেই অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলেছি।”

“আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ৩টি প্যাকেজ আছে; বিনিয়োগ এবং রপ্তানি ও রপ্তানির গন্তব্য বাড়ানোর জন্য ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি, দেশে ও বিদেশে জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত প্রযুক্তি সংগ্রহ করা। আমরা যেন সেবার মান বৃদ্ধি করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে,” বলেন তিনি।

যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে বদলে দিয়েছে ৭০ দশকের জ্বালানি সংকট

৬ পৃষ্ঠার পর

সামাল দিতে এমন কিছু সিদ্ধান্ত, আইন ও নীতি প্রণয়ন করে, যার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং যুক্তরাষ্ট্র এখনো সেই সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের সুফল ভোগ করছে।

বিপদে পড়ে জ্বালানি সাশ্রয়ে সরকার যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেগুলো বেশ কিছু উদ্ভাবনকেও ত্বরান্বিত করেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জানালার কাঁচে এক বিশেষ প্রলেপ এবং ভবনের নকশায় পরিবর্তন।

জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠন : পরিবর্তিত জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ১৯৭৭ সালে এক ভাষণে বেশ কিছু প্রস্তাব ঘোষণা করেন। তার প্রস্তাবগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠন। দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট কার্টার বলেন, “জ্বালানি সংকট এখনো পুরোপুরি আমাদেরকে কাবু করতে পারেনি। তবে আমরা যদি খুব দ্রুত কোনো ব্যবস্থা না নেই, তাহলে সেটিই ঘটবে। ... উৎপাদক ও ভোক্তা, উভয়েরই জন্যই ভরসাযোগ্য নীতি প্রণয়ন করতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন। এ জন্য আমি কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করে জ্বালানি মন্ত্রণালয় গঠন করতে চাইছি। বর্তমানে যে ৫০টিরও বেশি সংস্থা মার্কিন জ্বালানি খাতের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছে, তাদের পরিবর্তে জ্বালানি মন্ত্রণালয় এককভাবে পুরো কাজ করবে।”

বছরের আরও পরের দিকে প্রেসিডেন্ট কার্টার “ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি অর্গানাইজেশন অ্যাক্ট অব ১৯৭৭” এ সই করেন, যার ফলে দেশটিতে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের জন্ম হয়। এই মন্ত্রণালয় মার্কিন সব জাতীয় জ্বালানি কার্যক্রমকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসে এবং দেশের জন্য সমন্বিত জ্বালানি কর্মপদ্ধতি তৈরি করে। জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে এই মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্কিন “নিউক্লিয়ার এনার্জি”র অফিসও এখন এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন।

আধুনিক প্রযুক্তির জ্বালানি সাশ্রয়ী জানালা উদ্ভাবন : ৭০ দশকে জ্বালানি মন্ত্রণালয় কম নির্গমন জানালার প্রলেপ আবিষ্কারের জন্য গবেষণায় বরাদ্দ দেয়। যার ফলে আবিষ্কৃত হয় “লো-ই” (ষড়-ি) প্রলেপ। এই অভাবনীয় আবিষ্কার ছিল তৎকালীন জ্বালানি সংকটের সরাসরি ফলাফল।

জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দ্য লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাব জানালার কাঁচ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বিতভাবে জ্বালানি সাশ্রয়ী কাঁচ বাজারজাত করে। কাঁচের ওপর নতুন এই প্রলেপ গ্রীষ্মকালে ঘরকে বাইরের তুলনায় ঠাণ্ডা রাখে, আর শীতকালে বাইরের তুলনায় গরম রাখে।

মার্কিন জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, বাণিজ্যিক বাজারে বিক্রি হওয়া অর্ধেকের বেশি এবং রেসিডেন্সিয়াল বাজারে বিক্রি হওয়া ৮০ শতাংশেরও বেশি কাঁচে এই লো-ই প্রলেপ সংযুক্ত থাকে, যার ফলে অন্তত ৪০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয় হয়।

পদার্থবিদ স্টিভ সেলকোয়িৎজ এটি আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, “এই ধারণা, কিছু উপকরণ ও পেটেন্ট তখনো ছিল। কিন্তু বাকি ছিল তত্ত্বীয় ব্যাপারটিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং একে টেকসই পণ্যে পরিণত করে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পৌঁছে দিয়ে বিশালাকার জ্বালানি সাশ্রয় করা।”

ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের তথ্য অনুসারে, লো-ই প্রলেপযুক্ত জানালা ভোক্তাদের শত কোটি ডলার সাশ্রয় করেছে। এই প্রযুক্তি পরবর্তীতে আরও উন্নত হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে অনেক জ্বালানি সাশ্রয়ী বাতি আবিষ্কৃত হয়েছে এই প্রযুক্তির অগ্রসরতার ফলেই।

হোয়াইট হাউজের ছাদে সোলার প্যানেল : জ্বালানি সংকট শুরু হওয়ার পর এর প্রভাব পরবর্তী কয়েকজন প্রেসিডেন্টকেই মোকাবিলা করতে হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ৮ অক্টোবর দায়িত্ব নেওয়ার ঠিক ২ মাস পর প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে মুদ্রাস্ফীতি কমানোর ঘোষণা দেন। ভাষণে তিনি জ্বালানি সাশ্রয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তার ভাষণে বলেন, “জ্বালানি সংকটের মধ্যে জ্বালানির দুষ্প্রাপ্যতা রোধে কম গাড়ি চালান, বাসা কম গরম করুন।”

১৯৭৭ সালে কোর্ডিগান সোয়েটার গাড়ে দিয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার মার্কিন জনগণকে আহ্বান করেছিলেন, তারা যাতে শীতকালে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকট এড়াতে দিনের বেলায় বাসার তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রি এবং রাতের বেলায় ৫৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে রাখেন।

ওই বছরের এপ্রিলে দেওয়া ভাষণে কার্টার সবাইকে সতর্ক করে বলেন, মানুষ যদি জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে কোনো ত্যাগ স্বীকার না করে, তাহলে এটি “জাতীয় দুর্যোগে” পরিণত হবে। তিনি বলেন, “যুদ্ধ এড়ানোর বাইরে আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের দেশের জন্য এটাই হবে সবচেয়ে বড় সংকট।”

১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট কার্টার হোয়াইট হাউজের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করেছিলেন। মানুষকে আরও বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী করতে এটি ছিল একটি প্রতীকী সিদ্ধান্ত। অনেক বিশ্লেষকই মনে করেন, পুনঃব্যবহারযোগ্য ও ক্লিন এনার্জির ক্ষেত্রে কার্টার ছিলেন তার সময়ের তুলনায় অগ্রগামী।

কার্টার বলেছিলেন, “এখন থেকে এক প্রজন্ম পর এই সোলার প্যানেলগুলো হয় জাদুঘরে থাকবে, একটি বাতিল সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচ্য হবে, নতুবা এটি হবে আমেরিকার জনগণ কর্তৃক গৃহীত এমন এক ঐতিহাসিক ও রোমাঞ্চকর যাত্রা, যা বিদেশি তেলের ওপর ধ্বংসাত্মক নির্ভরতা বাদ দিয়ে সূর্যের শক্তিকে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজে লাগাবে।” আহমেদ হিমেল, ডেইলি ষ্টার বাংলা

৬ বছরের আয়করের তথ্য প্রকাশ

৬ পৃষ্ঠার পর

টাইমসের এক প্রতিবেদনে ট্রাম্পের আইনজীবী এলান গার্টেন জানান, চীনে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি ট্রাম্পের ইন্টারন্যাশনাল হোটেল ম্যানেজমেন্ট ব্যবসা পরিচালার জন্য ব্যবহৃত হতো। ২০২০ সালে প্রকাশ হওয়া চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের তথ্য অনুযায়ী, জো বাইডেনকে চীনের “হাতের পুতুল” হিসেবে প্রচারের চেষ্টা করা হয়। তবে বাইডেনের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন থেকে দেখা গেছে চীনের সঙ্গে তার কোনো ব্যবসায়িক লেনদেন বা সেখান থেকে কোনো উপার্জন নেই।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রায় ৬ হাজার পৃষ্ঠার নথির মধ্যে ২ হাজার ৭০০ পৃষ্ঠায় ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত আয়করের তথ্য উল্লেখ করা আছে। তিন হাজারের বেশি পৃষ্ঠায় ট্রাম্পের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়করের তথ্য দেওয়া আছে।

ট্যাক্স রিটার্নে ট্রাম্প আজারবাইজান, পানামা, কানাডা, ভারত, কাতার, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিপাইন, গ্রেনাডা, মার্কিন অঞ্চল পুয়ের্তো রিকো, জর্জিয়া, ইসরায়েল, ব্রাজিল, সেন্ট মার্টেন, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক এবং সেন্ট ভিনসেন্টে ব্যবসায়িক আয়, ব্যয়, ট্যাক্স বা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক বিষয়ের হিসাব তালিকাভুক্ত করেছেন।

২০২৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় অনুসন্ধানী সাংবাদিক, স্বাধীনধারার কর বিশেষজ্ঞ এবং অন্যরা ট্রাম্পের আয়করের তথ্যগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। ট্রাম্পের সম্পদ, তাঁর ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ওপর তারা আলোকপাত করতে পারবেন। ট্রাম্প কীভাবে তাঁর করের দায় কমিয়ে নিয়েছিলেন তাও খতিয়ে দেখতে পারবেন তারা।

২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন ট্রাম্প। আয়কর রিটার্ন দাখিল না করেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি।

কয়েক দশকের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল না করা প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি। আয়কর রিটার্নের তথ্য গোপন রাখতে কমিটির বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের হাইকোর্ট কমিটির পক্ষে রুল জারি করে। গত সপ্তাহে কমিটি বলেছে, চার বছরের মধ্য তিন বছরই ট্রাম্পের কর প্রদানের তথ্য নিরীক্ষা না করার মধ্য দিয়ে কর সংগ্রহকারী ইন্টারনাল রেভেন্যু সার্ভিস নিজেই নিজের বিধি ভঙ্গ করেছে।

বাড়ছে মার্কিন ভিসার ফি, ঐ১-ই সহ অন্যান্য ভিসা ফি ৩৩২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব

৬ পৃষ্ঠার পর

বা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন শিল্পে অসাধারণ কৃতিত্বের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য জারি করা হয়।

ঐ১-ই ভিসা ফি বৃদ্ধি: প্রস্তাব কখন আইনে পরিণত হবে? ভিসা বিতর্ক নতুন কিছু নয়। এর আগে ভিসা বাতিলের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রস্তাবিত নিয়মটি ৪ জানুয়ারী, ২০২৩ থেকে শুরু হয়ে ৬০ দিনের পাবলিক বিরোধিতার মেয়াদে আছে ।

৭ মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত, সাধারণ জনগণ অভিবাসন সম্পর্কিত অনুরোধের জন্য ফি বৃদ্ধি বিবেচনা করে প্রস্তাবিত নিয়মে নিজেদের পরামর্শ যোগ করতে সক্ষম হবেন। ভিসা ফি বাড়ানো হচ্ছে কেন? ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস), তার ফেডারেল বিজ্ঞপ্তিতে যুক্তি দিয়েছে যে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীদের চার্জ করা ফি দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। সংস্থাটি তার তহবিলের প্রায় ৯৬শতাংশ ফাইলিং ফি থেকে পায়, কংগ্রেসের বরাদ্দ থেকে নয়। এজেন্সি আরও যুক্তি দিয়েছে যে এর বর্তমান ফি, যা ২০১৬ সাল থেকে অপরিবর্তিত রয়েছে। এজেন্সির অপারেশনগুলির সম্পূর্ণ খরচ এই টাকায় চালানো যাচ্ছে না । সূত্র : wionews.com

গণ-অভিবাসনের রেকর্ড সংখ্যক সীমান্ত পারাপারকে রোধ করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টাকেই অনুসরণ করছেন বাইডেন প্রশাসন

৬ পৃষ্ঠার পর

মেক্সিকোসহ লাতিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে আসা অভিবাসীদের ঠেকাতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের তৈরি দেয়াল সরিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের সরকার মেক্সিকো সীমান্তে অবৈধ অভিবাসী ঠেকানোর লক্ষ্যে তৈরি একটি অস্থায়ী দেয়াল সরিয়ে ফেলতে রাজি হয়েছে। এই দেয়ালের কার্যকারিতা নিয়ে প্রতিবাদ শুরু হওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেয়া হলো।

৯০০টিরও বেশি শিপিং কন্টেইনার দিয়ে তৈরি এই দেয়াল নির্মাণ করতে সরকারের অন্তত ৮ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মেক্সিকোর ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে এই সীমান্তের এক বিশাল অংশে বেড়া তৈরি করা হয়। তবে এবার গভর্নর নির্বাচনের পর ডাগ ডুসির দায়িত্ব ত্যাগ এবং তার ডেমোক্রেটিক উত্তরসূরি কেটি হবসের দায়িত্ব গ্রহণের দুই সপ্তাহ আগে দেয়ালটি ভেঙে দেয়ার ঘোষণা করা হয়।

নাটকীয় ১৫তম ভোটে কংগ্রেসের স্পিকার নির্বাচিত রিপাবলিকান ম্যাকার্থি

৭ পৃষ্ঠার পর

করেন না। তিনি উল্টো অভিযোগ করেন যে, ম্যাকার্থির পক্ষের লোকেরা তাদের হুমকি দিচ্ছে। বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু তারা ম্যাকার্থিকে স্পিকার হতে দেবে না।

ম্যাকার্থি যদিও স্পিকার হতে আপোষের আশ্বাস দিয়েছেন। বিদ্রোহীরা কি চায় তার কিছু দাবি তিনি মেনে নেবেন বলে জানিয়েছেন। তবে বিক্ষুব্ধরা তাদের বক্তব্যে অনড়। তাদের দাবি, ম্যাকার্থিকে সরে দাঁড়াতে হবে। তাদের বিশ্বাসভাজন কোনো নেতাকে স্পিকার করতে হবে। গত তিনদিন ধরে হাউসে শুধু ভোটাভুটি হচ্ছে। কিন্তু কেউ তাতে জয় পাচ্ছে না। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এ নিয়ে উত্তাপ চলছে। উদ্বিগ্ন মার্কিনিরা বলছেন, ব্যক্তিগত রাজনীতির বাইরে গিয়ে দেশের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ১৮৬০ সালে ৪৪ বার ভোটাভুটির পর স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিল। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে যায় কিনা তার দিকেও নজর রাখছে বিশ্ব মিডিয়া।

নরসিংদী জেলা সমিতির নতুন কমিটি

৫২ পৃষ্ঠার পর

আনোয়ার সভাপতি, ফিরোজ সম্পাদক

গত ২১ ডিসেম্বর জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে সংগঠনের নির্বাচন কমিশনের সভায় নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র জমা নেয়া হয়। সেখানে 'আনোয়ার-ফিরোজ' পরিষদের একটি মাত্র প্যানেলের পক্ষে মনোনয়ন জমা পড়ে। নির্বাচন কমিশন যাচাই-বাছাই করে ২৭ জনের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করে। পরে নির্বাচন কমিশনের প্রধান জাকির হোসেন সকল প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। গত ২ জানুয়ারি, সোমবার জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাকির হোসেন নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। অপর দুই নির্বাচন কমিশনার সামসুল হক ও ইকবাল কবির এসময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি আজহারুল ইসহাক খোকা, জাহিদ খান অরুণ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জসিম খন্দকারসহ কমিটির অপর সদস্যবৃন্দ। পরবর্তিতে সকলে নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান। নৈশভোজের মাধ্য মে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মার্কিন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রসচিব এর বাংলাদেশ সফরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাবে ঢাকা

৫ পৃষ্ঠার পর

স্টেট ডিপার্টমেন্টে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাইডেন প্রশাসনের প্রভাবশালী ওই নীতি- নির্ধারকের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রায় সব বিষয় নিয়েই কথা হবে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে র‍্যাব'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার, জিএসপি সুবিধা পুনর্বহালসহ অন্তত ডজন খানেক ইস্যু আলোচনার টেবিলে উত্থাপনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

একইভাবে ওয়াশিংটনের তরফে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, নির্বাচন, রাষ্ট্রদূত পিটার হাসসহ পদস্থ মার্কিন কূটনীতিক এবং অন্যদের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বিষয়টি আলোচনায় আসতে পারে বলে ধরে নিয়ে তার জবাব প্রস্তুত করা হচ্ছে। স্মরণ করা যায়, গত ১৪ই ডিসেম্বর রাজধানীর শাহীনবাগে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সেখানে রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ায় সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে জানানোর পরও ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতকে ডেকেছিলেন ডোনাল্ড লু। তাছাড়া পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনেও তাঁর হাত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ইমরান খান প্রায়শই তার নাম নিয়ে অভিযোগ করেন।

নতুন বছরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ বিষয়ে ঢাকার নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে একাধিক বৈঠক হয়েছে।

গত রোববার (১ জানুয়ারি) দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মা'য় এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সচিব, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংস্থার মহাপরিচালক এবং পুলিশের মহাপরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকে ডোনাল্ড লু'র প্রস্তাবিত বাংলাদেশ সফরের বিষয়টি উঠেছিল। বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়েও কথা হয়। বৈঠকে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, আসন্ন নির্বাচন ও আইনের শাসন নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার মোকাবিলায় একটি 'সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, ডোনাল্ড লু ৩০ বছরের ওপর মার্কিন প্রশাসনে কাজ করছেন। ২০২১ সালে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার আগে তিনি কিরগিজস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি আলবেনিয়ায়ও রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ভারতে মার্কিন দূতাবাসে উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এই পেশাদার কূটনীতিক।- মানবজমিন

দুই বছর আগে সে একবার গ্রামের বাড়িতে এসেছিল একা। তাকে হত্যার ২০-২৫ দিন আগে আমার সঙ্গে তার ভিডিও কলে কথা হয়।"

তিনি বলেন, আমরা যারা এখানে তার আত্মীয়-স্বজন আছি, তাদের সঙ্গে এখানকার প্রশাসনের লোকজন কোনো যোগাযোগ করেনি, আমরাও করিনি। আর মার্কিন দূতাবাসও কোনো যোগাযোগ করেনি।"

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ সরকারের উচিত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া, তার (ফয়সল) পরিবারকে বিচার পেতে সহায়তা করা। আমরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।"

গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় বন্দুকধারীদের গুলিতে আবু সালেহ মোহাম্মদ মাহফুজ আহমদ নামে আরেক বাংলাদেশি নিহত হন। তিনিও সেখানকার গ্রিনকার্ডধারী। তিনি নোয়াখালী শহরের হরিনারায়ণপুর এলাকার আবু তাহেরের ছেলে। স্ত্রী, দুই সন্তান ও বাবাকে নিয়ে আটলান্টা শহরে বসবাস করতেন। ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন ব্যবসায়ী মাহফুজ আহমদ।

প্রায় ১০ বছর আগে অ্যামেরিকায় যান আবু সালেহ মোহাম্মদ মাহফুজ আহমদ। পরবর্তীতে আটলান্টা শহরে নিজে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করেন। ১৬ জুন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বন্দুকধারীরা তাকে তার দোকানর সামনে হত্যা করে।

নোয়াখালীতে বসবাসরত তার বড় ভাই মাসুদ আহমেদ জানান, ওই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমার আরো এক ভাই সেখানে থাকেন। কয়েকদিন আগে বাবা দেশে এসেছেন। আমরা আসলে বিষয়টি নিয়ে তেমন চাপ দিতে চাই না। আমরা ছোট ভাই, নিহত ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তান এবং আমার বাবা সেখানে থাকেন। তারা যাতে কেনো সমস্যায় না পড়েন সেটাই আমাদের এখন মূল উদ্বেগের বিষয়।"

তিনি জানান, হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এখানে আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেনি, যুক্তরাষ্ট্রে আমার বাবাসহ পরিবারের যারা থাকেন তাদের সঙ্গেও ওখানকার বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে কেউ যোগাযোগ করেননি। যা হচ্ছে, তা ওই দেশের প্রচলিত আইনেই হচ্ছে।"

তার কথা, সরকারে পক্ষ থেকে যদি আইনি সহায়তা বা উদ্যোগ নেয়া হতো তাহলে আমরা জোর গলায় বিচার চাইতে পারতাম।"

২০২২ সালের নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার নর্থ ওয়েস্ট প্রদেশের ক্লার্কড্রপস শহরে মুজাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া নামে এক বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়। তিনি নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার বাসিন্দা। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন। ক্লার্কড্রপস শহরে পাইকারি ফুলের ব্যবসা করতেন তিনি। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে এর বাইরেও ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যেও বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা মারা যান। তাদের বড় একটি অংশ হত্যাকাণ্ডের শিকার বলে অভিযোগ আছে।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, গড়ে

নিউইয়র্কে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র নতুন কমিটি

নিউ ইয়র্ক : গত ১লা জানুয়ারী জমজমাট আয়োজনে বিপুল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অনুষ্ঠিত হলো গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের নতুন কমিটির অভিষেক। উডসাইডের গুলশান ট্যারেস পার্টি হলে অভিষেকে পরিবেশিত হয় জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। উচ্ছ্বাস-আনন্দ, শুভেচ্ছা -অভিনন্দন বিনিময় এসবের মধ্য দিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় গাজীপুরবাসীর মিলন মেলায়।

সংগঠনের নবনির্বাচিত সভাপতি এমডি এ জুয়েলের সভাপতিত্বে এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও উপদেষ্টা নাইম আহমেদ, গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুইন্স কাউন্টি ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ ও বিশিষ্ট এটর্ণী মঈন চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টা আবুল মনসুর খান ও উপদেষ্টা ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া বাচ্চু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা সিরাজুল মোড়ল বাবুল, মাসুদ রানা, ইয়েলো সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ইউএসএ'র সভাপতি শরীফ আহমেদ লস্কর, উপদেষ্টা হুমায়ূন ইসলাম, উপদেষ্টা এনামুল কবির, জাইদুল ইসলাম জাহিদ, আপন খান, ডালো, সাবেক সভাপতি ইয়ালো সোসাইটির, তুষার ভূঁইয়া, উপদেষ্টা মেহেদী হাসান, উপদেষ্টা মনি আহমদ, আমীর হোসেন কামাল, উপদেষ্টা মুকলেছ ইসলাম, উপদেষ্টা তাসলিমা আহমেদ, উপদেষ্টা সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, উপদেষ্টা পেটিক রোজারিও, উপদেষ্টা মীর জাকির, জাইদুল বাসেত, উপদেষ্টা অরুন খান, উপদেষ্টা মিজানুর রহমান, উপদেষ্টা নূরুন নাহার বাগমার প্রমুখ।

নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাইম আহমেদ। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও পবিত্র বাইবেল পাঠের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত। শপথ গ্রহণ শেষে অভিষিক্তদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

উৎসবমুখর পরিবেশের এ অনুষ্ঠানে গাজীপুর জেলাবাসীরা ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাইম আহমেদ নতুন কমিটির কর্মকর্তারা গাজীপুরবাসীর কল্যাণে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা নিষ্ঠার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করেন শপথে। তারা নতুন ইমিগ্র্যান্টদের সহযোগিতা সহ গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএকে প্রবাসে মডেল সংগঠন হিসেবে দাঁড় করানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। নবনির্বাচিত সভাপতি এমডি এ জুয়েল এবং নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবু বিদায়ী কমিটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে গাজীপুরবাসীর কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবু তার বক্তব্যে গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশনের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

সভাপতি এমডি এ জুয়েল তার সমাপনী বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করার আমন্ত্রণ জানান।

অভিষেক অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো জমকালো সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। জনপ্রিয় শিল্পীদের মনোজ্ঞ পরিবেশনা গভীর রাত পর্যন্ত উপভোগ করেন দর্শক-শ্রোতারা। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শাহ মাহবুব, রোকসানা মির্জা, রন্টি, সরোয়ার জাহান জীবন, গাজী এস এ জুয়েল, লিপি রোজারিও এবং কামরুন নাহার রিতা। নৃত্য পরিবেশন করেন জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী আননা হাওলাদার। - ইউএসএনিউজ, ছবি: পরিচয়

ঐতিহ্যের ২২ বৎসর (২০০১-২০২২)

গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউ.এস,এ,ইন্‌ক
GAZIPUR ZILA ASSOCIATION OF USA, INC

কার্যকরি কমিটি
২০২৩-২০২৪ ইং

এমডি এ. জুয়েল
সভাপতি

মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবু
সাধারণ সম্পাদক

গাজী এস.এ জুয়েল
সহ-সভাপতি

সাজেদা আক্তার লুবনা
সহ-সভাপতি

ওমর ফারুক মোড়ল
সহ-সভাপতি

ইমরানুল হক টিপু
সহ-সভাপতি

মাহফুজুর রহমান তুহিন
সহ সাধারণ সম্পাদক

সবুজ মাহমুদ
সহ সাধারণ সম্পাদক

মোঃ মাসুম শিকদার
সাংগঠনিক সম্পাদক

কাজিম উদ্দিন
সাংগঠনিক সম্পাদক

আহসান হাবিব রতন
কোষাধ্যক্ষ

মোঃ মোস্তফা সরকার
সহ-কোষাধ্যক্ষ

আশরাফুল ইসলাম
প্রচার সম্পাদক

সাখাওয়াত হোসাইন
ক্রীড়া সম্পাদক

রত্না রোজারিও
মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা

শাহ আলম প্রধান
দপ্তর সম্পাদক

মোঃ তারেক শেখ
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

কামরুন নাহার রিতা
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মাহবুবুল আলম
শিক্ষা সম্পাদক

মোঃ গাজী জাকির
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক

রনিক গমেজ
আপ্যায়ন বিষয়ক সম্পাদক

হারুনুর রশিদ
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

রুহুল আমিন ইকবাল
কার্যকরি সদস্য

এমডি. মাহবুব রহমান
কার্যকরি সদস্য

জাকির ফরাজি
কার্যকরি সদস্য

মোশারফ হোসাইন রিয়াজ
কার্যকরি সদস্য

মোহাম্মদ মহসিন ফকির
কার্যকরি সদস্য

বাসুদেব চন্দ্র শীল
কার্যকরি সদস্য

মোঃ মোমেন ভূইয়া
কার্যকরি সদস্য

মিয়া বাদল
কার্যকরি সদস্য

বাংঙ্গালি আমেরিকান খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন এর বড়দিন পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠিত

ওয়াশিংটন ডিসি: গত ৩১ ডিসেম্বর শনিবার বাংঙ্গালি আমেরিকান খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন (BACA) কর্তৃক আয়োজিত বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানটি যুক্তরাষ্টের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বাঙালি খৃষ্টানদের এক মিলন মেলায় পরিণত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্টে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্টদূত জনাব মুহাম্দ ইমরান । যুক্তরাষ্টে বসবাসরত বাংগালি খৃষ্টানদের কোনো বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই প্রথমবারের মতো রাষ্টদূতের উপস্থিতিতে সকলই আনন্দিত । মূলত বাংঙ্গালি আমেরিকান খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন প্রতি বছরই মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ওয়াশিংটন ডিসি স্টেটগুলোতে বসবাসরত বাংগালি খৃষ্টানদের নিয়ে এই বড়দিন পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বিশ্ব মহামারী কোভিড এর কারণে বিগত দুইটি বছর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আর তাই এবারের অনুষ্ঠানে তিন স্টেটে বসবাসরত বাঙালি খ্রীষ্টান ছাড়াও বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত অতিথিদের উপস্থিতিতে St Cammilus চার্চের St Camilla হল রুমটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

দুইদেশের জাতীয় সংগীত এবং বিশেষ প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়. সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ডোমিনিক রিগো উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং সেইসাথে তিনি মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে মঞ্চে আহ্বান জানান। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, বিগত সময়ের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারিদের নিয়ে মাননীয় রাষ্ট্রদূত কর্তৃক বড়দিনের কেক কাটার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের

উদ্বোধন হয়। তিনি শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবার। আমাদের সব সময়ই সংগবদ্ধ থাকতে হবে, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সম্মিলিতভাবে আমাদের প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করতে হবে তিনি আরো আশ্বাস দেন ভবিষ্যতে আমরা আরো একত্রিত থেকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস গুলোকে উৎযাপন করবো। রাষ্ট্রদূত ইমরান বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কেক কাটা , শুভেচ্ছা বক্তব্য , বার্ষিক মুখপত্র আকাঙ্খা উদ্বোধন সম্পন্নের পর St Camillus চার্চের পালক ফাদার ব্রায়ান জর্ডান এর (Brian Jordan) এর উপস্থিতিতে সিনিয়র লেভেলে হাইস্কুল থেকে যারা গ্রাজুয়েট হয়েছেন সেই সকল ছাত্রদের ঝঅএঃ সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এডুকেশনাল সেক্রেটারি তেরেজা গোমেজ। সংগঠনের কালচারাল সেক্রেটারি মৌসুমী রোজারিও ও এঁৎর বিশ্বাসের তত্বাবধানে অনুঠানের উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন অ্যান্ড্রু বিরাজ এবং সুজান গোমেজ। কীর্তন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, লটারী লটারী এমনকি ১২:০১ মিনিটে New Year celebrationসহ দলীয় সংগীত , ছোট ছোট সোনামনিদের বড়দিনের বিশেষ গীতিনাট্য সব মিলিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়ক ও সঞ্চালক ছিলেন সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি জনি জন গোমেজ। বড়দিনের পিঠা পায়েস, কেক ঐতিহ্যবাহী বাংলা খাবার চটপটিসহ নানান দেশীয় খাবারের আয়োজন ছিল উল্লেখ করার মতো । বর্তমান প্রজন্মের ব্যান্ড দল বিদ্রোহের উপস্থাপনা ছিল উপভোগ করার মতো। নতুন বছর সবার জীবনে যেন সুখ শান্তি বয়ে নিয়ে আসে এই প্রত্যাশা নিয়ে সবাই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইংরেজী নতুন বছরের শুরুতে প্রবীণদের জন্য আশা হোম কেয়ারের আনন্দঘন অনুষ্ঠন

নিউ ইয়র্ক : ইংরেজী নতুন বছরকে বরণ করে নিতে নিউইয়র্কে প্রবীণদের জন্য আনন্দঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় নিজস্ব কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'আশা হোম কেয়ার' ও 'আশা সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার'।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন 'আশা হোম কেয়ার' ও 'আশা সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের' সিইও আকাশ রহমান।

এই সময় তিনি বলেন, প্রবীণরা সবসময় আমার শ্রদ্ধাভাজন। তাদের জন্যই এমন একটি আয়োজন। ২০২২ সালের সকল দু:খ-ব্যাথা ভুলে আমরা নতুন বছর শান্তির পায়রা উড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাবো এই প্রত্যাশা।

পরে 'আশা হোম কেয়ার' ও 'আশা অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের' পরিচালক এশা রহমান তাঁর বক্তব্যে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। প্রবীণদের বিনোদনের জন্য 'আশা হোম কেয়ার' ও 'আশা অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের' সৌজন্যে নিয়মিত এমন বিনোদনমূলক আয়োজন করা হবে বলে জানান তিনি।

এই সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা আহমেদ শরীফ। আহমেদ শরীফ তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রবীণদের জন্য এই ধরণের আয়োজন সত্যি অনুপ্রেরণামূলক।প্রবীণদের একটি গান গেয়ে শোনান আহমেদ শরীফের সহধর্মিনী মেহেরুন আহমেদ।

পরবর্তীতে প্রবীণরা নতুন বছরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, এ ধরণের অনুষ্ঠান আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়, প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয়। ব্যস্ত পৃথিবীতে প্রবীণদের জন্য এমন আয়োজন এখন আর তেমন চোখে পড়েনা উল্লেখ করে প্রবীণদের জন্য এই ধরনের আয়োজন করায় প্রবীণরা আশা হোম কেয়ার এবং আশা অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত প্রবীণরা।-সৌরভ ইমাম

নিউইয়র্কে বেসিক ইসলামিক সেন্টারের সাধারণ সভা

নিউ ইয়র্ক: গত ২৫ ডিসেম্বর উডসাইড মাদানী মসজিদে বেসিক ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো: খালেক। অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাকিম মিয়া। অডিট রিপোর্ট পেশ করেন জাহাঙ্গীর আলম, অর্থ সম্পাদকের রির্পোট পেশ করেন মো: হামিদুল হক।

সাধারণ সম্পাদক তার প্রতিবেদনে বাফেলো বেসিকের মসজিদ ক্রয়সহ, ৯জন নতুন সদস্য বৃদ্ধি, বিপদগ্রস্থদের সহযোগিতা, মৃত ব্যক্তিদের জানাজা ও দোয়া, কুরআন ক্লাশসহ নিয়মিত বৈঠনের বিবরণদিয়ে বলেন, প্রবাসে তথা নিউইয়র্কে ব্যস্ততম সময় পার করে স্ত্রী-সন্তানদের সময় দেওয়ার পর যতটুকু সময় একজন সাধারণ সম্পাদকের দেওয়া দরকার তা আমি দিতে পারিনা।

আমার সকল ব্যর্থতা ও ভূলের জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করেন এবং সংগঠনকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। সাধারণ সম্পাদক, অডিট ও অর্থ প্রতিবেদনের উপর প্রশ্ন ও পরামর্শ দিয়ে বক্তব্য রাখেন, মুরাদ হোসেন, মাওলানা জুনাইদ, ফখরুল ইসলাম মাছুম. হাজী মনির হোসেন, নাসির হোসেন, কামাল, টিপু সুলতান, ফয়জুল্লাহ বাবুল। সভায় আজীবন সদস্যদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে মিল আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করবে যুক্তরাষ্ট্র

৫২ পৃষ্ঠার পর

হওয়া প্রয়োজন, ঠিক সেভাবেই নির্বাচন আয়োজন করতে বাংলাদেশ সরকার কীভাবে কাজ করবে তা বুঝতে আমাদের পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকবে। এই নির্বাচন হতে হবে প্রকৃত, স্বচ্ছ এবং শান্তিপূর্ণ। যদিও নির্বাচনের দিন এখনো বাকি। কিন্তু একটি প্রকৃত নির্বাচনী কার্যক্রম সফল করতে বাংলাদেশের গঠনমূলক উদ্যোগকে আমরা সমর্থন করছি। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই মুখপাত্র জানান, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও মুক্তমত প্রকাশকারীদের উপর সহিংসতা হয়রানি এবং ভীতি প্রদর্শনের বিষয়গুলো লক্ষ্য করছে এবং সরকারের কাছে নিজের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন নেড প্রাইস।বলেন, বাংলাদেশে আমাদের রাষ্ট্রদূত অসাধারণ কাজ করছেন। তিনি কেবল যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রতিনিধিত্ব করছেন না বরং আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে নিরলস ভূমিকা রাখছেন। ভবিষ্যতেও তার এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অভিযোগ 'রুশ প্রোপাগান্ডা'

ওয়াশিংটন ডিসি: বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অভিযোগ 'রুশ প্রোপাগান্ডা' বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অভিযোগকে রুশ প্রোপাগান্ডা হিসেবে অভিহিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নেড প্রাইস। এ ধরনের বিষয়কে ওয়াশিংটন আমলে নিতে চায় না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

গত মঙ্গলবার (৩ জানুয়ারি) বছরের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব মন্তব্য করেন প্রাইস। এ সময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে সহিংসতা এবং বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের হয়রানি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ মুখপাত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক অনুলিপিতে উঠে এসেছে প্রাইস ও সাংবাদিকদের আলাপচারিতা। সেখানে দেখা যায়, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের হয়রানির মুখোমুখি হওয়া এবং পরে বিষয়টি নিয়ে রাশিয়ার তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন এক সাংবাদিক।

উত্তরে প্রাইস বলেন, 'আমরা রাশিয়ার কাছ থেকে এই বিষয়ে যা শুনেছি, তা আমি আমলে নিচ্ছি না। আমরা সাধারণত এ ধরনের প্রোপাগান্ডাকে গুরুত্ব দেই না। আমাদের অবস্থান থেকে যেটুকু বলতে পারি তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক উপস্থিতি রয়েছে এমন প্রতিটি দেশে আমরা নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক মহলে বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে দেখা করি এবং এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।'

প্রসঙ্গত গত ১৪ ডিসেম্বরে রাজধানীর শাহীনবাগে নিখোঁজ বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলামের বাসায় যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত হাস। সেখান থেকে বের হয়ে আসার সময় একদল লোক তাকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করেন। পরে নিরাপত্তাকর্মীদের সহায়তায় সেখান থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

এ ঘটনা নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেন রাষ্ট্রদূত হাস। সেখানে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানান তিনি।

পরে ২২ ডিসেম্বর রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জার্মানি হস্তক্ষেপ করছে।

হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

$22.50
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243
*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

Jackson Heights Office:
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

Jamaica Office:
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

Bronx Office:
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

Buffalo Office:
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

Buffalo Office:
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

Jamaica Office:
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের উদ্যোগে নাগরিকত্ব পরীক্ষার প্রস্তুতি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আটলান্টিক সিটি: নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গত চার জানুয়ারি বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরীক্ষায় পাশ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহন করার মিমিত্তে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্হিত "বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার" এ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী অভিবাসীরা নাগরিকত্ব পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, সাক্ষাতকার প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তুতি সহ ইংরেজীতে কথা বলা ও লিখার দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ পান।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন তৌহিদুল ইসলাম, আফিয়া নাসরিন ও ভিক্টোরিয়া মার্টিনেজ। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন কমিউনিটির অভিবাসীরা অংশগ্রহন করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী বাংলাদেশি অভিবাসী রাশেদুল ইসলাম খান যিনি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহন করে সম্প্রতি নাগরিকত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি জানান, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহন করে তিনি বেশ উপকৃত হয়েছেন। তিনি এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের জন্য বিএএসজে কতৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং নাগরিকত্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহন করতে ইচ্ছুক অভিবাসীদেরকে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনের জন্য আহবান জানান। রাশেদুল ইসলাম খান নাগরিকত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল তাঁকে মিষ্টি মুখ করান।

উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ বিনা খরচে সপ্তাহের প্রতি বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের অধীনে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।সুব্রত চৌধুরী প্রেরিত

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন যুক্তরাষ্ট্র শাখার, শিগগির চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হবে

নিউ ইয়র্ক: বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মীদের উপস্হিতিতে জাতীয় পার্টির ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি উদযাপন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি। নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস্ত ইটজি চাইনিজ রেষ্টুরেন্টের মিলনায়তনে গত ১লা জানুয়ারী ২০২৩ রবিবার সন্ধায় যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। তৈয়ব তালহার পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্টনায়ক পল্লীবন্ধু হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ, সাবেক মহাসচিব জিয়াউদ্দিন বাবলু সহ প্রয়াত জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, উপদেষ্টা

সহিদুর রহমান (প্রাক্তন সাংসদ), উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর, তোফায়েল চৌধুরী, এস এম ইকবাল, জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু,আবুল কাসেম চৌধুরী, নুর ইসলাম বর্ষন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় মহিলা পার্টির সভানেত্রী ফাহিমা রোজি, হেলাল উদ্দিন, জাতীয় যুব সংহতির যুগ্ম সম্পাদক শক্তি দাস গুপ্তা, মহিলা নেত্রী ও বালাগনজ উপজেলা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান হাবিবা বেগম, কাজী আব্দুল আওয়াল, এন এস এন রুবেল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর।

সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল ও মাহবুবুর রহমান অনিক পবিত্র ওমরা হজ পালনের জন্য যুক্তরাষ্টের বাইরে থাকার কারনে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকিতে উপস্হিত হতে পারেননি।

সভায় বিভিন্ন বক্তারা সাবেক রাষ্টপতি মরহুম এইচ এম এরশাদ ও জাতীয় পার্টি সরকারের বর্ণাঢ্য সরকার পরিচালনার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের মানুষ আজও স্মরন করে জাতীয় পার্টি সরকারের শাসনামল, যেখানে কোন গুম, খুন ও ব্যংক লুট ছিলনা, ছিলনা এত দুর্নীতির হিড়িক। বক্তারা আরো বলেন, বিভিন্ন মেঘা প্রজেক্টের নামে হাজার হাজার কেটি টাকা লুটপাট করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সত্যিকারের আইনের শাসন এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের নের্তৃত্বে জাতীয় পার্টির সরকার প্রতিষ্টা করা অতিব দরকার, তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া প্রয়াত রাষ্টপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সরকারের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন। মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া বলেন, কিছু আইনি জটিলতার কারনে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি আসেনি, তবে শিগগিরই এই আইনি জটিলতা নিরসন হবে এবং পূর্ণাঙ্গ কমিটি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান দারা স্বাক্ষরিত হয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সভায় জাতীয় পার্টিতে যোগদান : জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকির আলেচনা সভায় মোহাম্মদ নিরু এবং শিলা সূলতানা যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ও সহিদুর রহমান প্রাক্তন সাংসদ এর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। এ সময় মন্চে উপস্হিত ছিলেন উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর, এস এম ইকবাল, কাশেম চৌধুরী, ফাহিমা রোজি, আব্দুল কাদির লিপু, মনিরুজ্জামান।প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ওজন পার্কে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার উদ্বোধন ১৩ জানুয়ারি

নিউ ইয়র্ক: ওজন পার্কে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের তৃতীয় শাখা উদ্বোধন হবে ১৩ জানুয়ারি শুক্রবার। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে হোম কেয়ারের পথদ্রষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ প্রতিষ্ঠিত বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার।

প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আবু জাফর মাহমুদ নিউইয়র্ক প্রবাসীদের স্বাস্থ্যসেবায় বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার সবসময় জনসমাজের পাশে থাকবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা
UNITED NEWS OF AMERICA

প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়
হক কথা
THE HAKKATHA A Bangla News Paper

ইউএনএ ও সাপ্তাহিক হককথা'র ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) ও সাপ্তাহিক হককথা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিলো ১ জানুয়ারী। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আদর্শকে সামনে রেখে ২০০৬ সালের এই দিনে মিডিয়া দু'টি যাত্রা শুরু করে। সেই হিসেবে ২০২৩ সালের নতুন বছরে অর্থাৎ ১ জানুয়ারী ইউএনএ ও হককথা'র ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ১৮ বছরে পদার্পন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অফিসে কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। স্থানীয় সময় রোববার (১জানুয়ারী) সকালে বাংলাদেশ অফিসে কর্মরত সাংবাদিকরা কেক কেটে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন। এসময় বাংলাদেশ অফিসের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বরত সাংবাদিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে মর্নিং শিফটের দায়িত্বপ্রাপ্তরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে দু'টি মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই বাংলাদেশ অফিসের সংবাদকর্মীদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছিল।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারী যাত্রা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) ও সাপ্তাহিক হককথা। হককথার মূল শ্লোগান হচ্ছে 'প্রবাসে দেশের রাজনীতি নয়'। প্রকাশনা শুরুর পর থেকেই নিয়মিতভাবে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক হককথা। তবে এক বছর প্রকাশনার পর বিশেষ পরিস্থিতিতে হককথা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

হককথা'র প্রিন্ট প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলেও প্রবাসী বাংলাদেশীসহ কমিউনিটির স্বার্থে ২০১৩ সালের ২৬ জানুয়ারী আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক হককথা'র ওয়েব ভার্সন হককথা ডট কম (hakkatha.com)। ওয়েবসাইটে সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে আবারো পাঠকদের জনপ্রিয়তায় ফিরে আসে হককথা। এরই মধ্যে কমিউনিটির সংবাদ নিয়মিত ও সবার আগে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকের অনুরোধে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার পূনরায় নতুনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে সাপ্তাহিক হককথা।

'করোনা পরিস্থিতি ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে 'কাগজেও যেমন, ওয়েবেও তেমন' শ্লোগান নিয়ে প্রকাশিত হককথা ই-মেইল (পিডিএফ ফাইলে পুরো পত্রিকা), ই-পেপার- https://epaper.hakkatha.com, ফেসবুক পেইজ ও ইউটিউভ চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠকের হাতে যাচ্ছে। এছাড়াও নিউইয়র্কের স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে হককথ া'ই প্রথম Conversational Platform (Customer Engagement Through Conversational Messaging) ব্যবহার করে Facebook, Instagram, WhatsApp, Mobile SMS এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্য প্রবাসী বাংলাভাষী পাঠকের কাছে পৌছে যাচ্ছে।

এছাড়াও রয়েছে ওয়েবসাইট (hakkatha.com)। বর্তমানে নিউইয়র্কের ৫ হাজারোধিক পাঠকের ই-মেইলে প্রতি সংখ্যা নিয়মিত হককথা প্রেরণ করা হচ্ছে এবং প্রতিদিন এই ই-মেইল সংযুক্তির সংখ্যা বাড়ছে। ফলে অফিস-আদালত, মাঠে-ময়দান বা ঘরে বসেও সহজেই হককথা পড়া যাচ্ছে।

অপরদিকে, ২০২২ সাল থেকে নতুনভাবে আরো গতিশীল হয়ে উঠেছে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলা সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)। নতুন বছরে নতুন সাজে পাঠকের সামনে আসার জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে সংবাদ ইউএনএ কর্তৃপক্ষ। নতুন ওয়েবসাইট ও নতুন নতুন সেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারুণ্য নির্ভর নতুন টীম। খুব শিঘ্রই নতুন রুপেই দেখা মিলবে সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ)।

নিউজার্সীতে সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদের মরদেহ দাফন

নিউ ইয়র্ক: বিশিষ্ট সাংবাদিক, ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাব ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য মাইনউদ্দিন আহমেদ (৬৯)-এর মঙ্গলবার (৩ জানুয়ারী) অপরাহ্নে তার মরদেহ নিউজার্সী রাজ্যের মালবরো মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়। পারিবারিক সিদ্ধান্তেই এটি হয়েছে। এর আগের দিন সোমবার বাদ এশা ওজনপার্কের বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারে তারনামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর নামাজে জানাজায় নিউইয়র্কের বাংলা ভাষার মিডিয়াগুলোর সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ অংশ নিয়ে তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। গত ১ জানুয়ারী রোববার দিবাগত রাত ১১টা ২৯ মিনিটে জ্যামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারে (হাসপাতাল) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)।

মরহুমের পুত্র রিয়াজ আহমেদ নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান, বেলা আড়াইটার দিকে মালবরো মুসলিম কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়। এসময় বিশেষ মুনাজাতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। মরহুমের আত্নীয়-স্বজন ছাড়াও কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদের দাফনের সময় উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অন্যতম সদস্য ও সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ গত সপ্তাহে ওজনপার্কের বাসায় অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি কিডনী সমস্যা সহ নানাবিধ শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র আর দুই কন্যা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তিনি স্ত্রী আর এক পুত্র নিয়ে নিউইয়র্কের ওজনপার্কে বসবাস করছিলেন। তার এক পুত্র আর দুই কন্যা বাংলাদেশে বসবাস করেন।

তাঁর গ্রামের বাড়ী নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায়। মরহুম মাইন উদ্দিন আহমেদের নামাজে জানাজা শেষে তার মরদেহ ব্রকলীনের কনিআইল্যান্ডস্থ আর রাইয়ান ফিউনেরাল হোমে রাখা হয়। বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত তার নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন এই মসজিদের খতিব ও পেশ ইমাম মওলানা দেলোয়ার হোসাইন।

নামাজের আগে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মরহুমের ভায়রা আব্দুর রহমান ও পুত্র রিয়াজ আহমেদ। এসময় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের। জানাজায় বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকসহ কমিউনিটির নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। এতে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সহ সভাপতি তাসের খান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ রশিদ আহমদ, ফটো সাংবাদিক সানাউল হক ও নিহার সিদ্দিকী প্রমুখ সাংবাদিক অংশ নেন। এছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. রুহুল আমিন, লেখক ও কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, সাহিত্য একাডেমীর মোশাররফ হোসেন, সাবেক টিভি প্রযোজক ফিরোজ কবির, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট কাজি ফৌজিয়া, ড. জাহাঙ্গীর কবির, গোপাল স্যানাল, বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ-এর পুত্র রিয়াজ আহমেদ ইতিপূর্বে বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানিয়েছিলেন, আব্বা গত ২৭ মঙ্গলবার রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জরুরী ভিত্তিতে জামাইকা মেডিক্যাল সেন্টারের (হাসপাতাল) জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে প্রাথমিক চেকআপে তার কিডনীতে টিউমার ধরা পরে, ডাক্তাররা ক্যান্সারের সম্ভাব্যতা যাচাই করছিলেন।

সার্জারির পরিকল্পনা করা হচ্ছিলো। সার্জারির পর বায়োপসির মাধ্যমে ক্যান্সার বিষয়ক সন্দেহ দূর হবে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসার দিক নির্ধারণ করা হবে বলে চিকিৎসকগণ জানিয়েছিলেন। তিনি জানান, প্রয়োজনে অব্বাকে মানহাটানস্থ মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে স্থানান্তর করার চিন্তাভাবনা হচ্ছিলো। সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমদ তাঁর দীর্ঘ পেশাগত জীবনে ইংরেজিসাংবাদিকতায় দক্ষতা ও মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঢাকার ইংরেজী দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভার, ডেইলী নিউ নেশন প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি দীর্ঘ সময় সাংবাদিকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সর্বশেষ তাঁর কর্মস্থল ছিল ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ওই পত্রিকা থেকে তিনি একাধিকবারবিএফইউজে'র কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)-এর প্রবীণ সদস্য, জাতীয় সাংবাদিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও চ্যানেল ২৫ লি: এর অন্যতম উপদেষ্টা। ছিলেন ইংরেজী দৈনিক 'দ্যা এশিয়ান এজ' পত্রিকার সহকারি সম্পাদক। নিউইয়র্কের টাইম টেলিভিশন-এর সংবাদ পর্যালোচনামূলক 'প্রেস ভিউ' অনুষ্ঠানের নিয়মিত অতিথি আলোচক ছাড়াও নিয়মিত কলাম লিখতেন সাপ্তাহিক দেশ-এ। তাঁর লেখা একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে।

খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির ৭৯টি স্কুলে মধ্যাহ্নভোজে 'হালাল খাবার' সরবরাহ করা হবে

৫২ পৃষ্ঠার পর

কর্মসূচিতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছে। 'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স'-এ দুটি প্রধান বিষয় রয়েছে। এর একটি হলো- খাবার বিতরণের পদ্ধতির উন্নতি করা অর্থ্যাৎ খাবার নেওয়ার সময় দীর্ঘ লাইন যেন না দিতে হয় সেইব্যবস্থা করা। অন্যটি হলো- বিকল্প খাবারের ব্যবস্থা থাকা, অর্থ্যাৎ হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

বর্তমানে নিউ ইয়র্কের ৭৯টি স্কুলে হালাল খাবার মিলছে। এছাড়া যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এতে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। হালাল খাবারে সাধারণত 'এইচ' অক্ষর দিয়ে লেভেল করা থাকে। এর অর্থ হলো- এই খাবার ইমামরা পরীক্ষা করেছেন এবং এর মধ্যে হারাম কোনো মিশ্রণ নেই। তিনি বলেন, 'এটি নিয়ে আমি উত্তর আমেরিকার ইসলামিক সার্কেল ও স্থানীয় বাংলাদেশি নেতাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কাজ করেছি। হালাল খাবারের প্রয়োজনীয়ত বিশাল। এর সঙ্গে আমরা সব মুসলিম বাচ্চাদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করবো অসাধারণ পরিবেশ। এটি আমাদের আরও গর্বিত করবে।' হিলক্রেস্ট হাই স্কুল নিউইয়র্কের হালাল সার্টিফায়েড একটি স্কুল। এর সামনে থেকে নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের মুসলিম লিয়াজন মোহাম্মদ বাহে বলেন, 'এখানকার ক্যাফেটেরিয়ায় প্রায় সব খাবারই হালাল। এমনটি আগে ছিল না।' তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ নিউইয়র্ক সিটির প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষার্থী তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী খাবার খুঁজে পাবে। তারা ভালো কিছু এবং হালাল খাবার খেতে পারবে ও পড়ালেখায় মন দিতে পারবে। এখন যা ঘটছে তা নিয়ে আমরা খুব খুশি। সুন্দর ঘোষণাটিতে মেয়র নিজেই সমর্থন জানিয়েছেন। এটি মুসলিম কমিউনিটির জন্য সুন্দর বিজয়। ইনশাআল্লাহ আমাদের কমিউনিটির জন্য আরও বিজয় আসবে।' আরেকজন মিস আশরাফ বলেন, আমি নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলের একটি অংশ। তারপরও আমি কখনও হালাল খাবারের অপশন পাইনি। সবসময় হয় ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে, নয়ত সামান্য কোনো খাবার খেতে হয়েছে। মুসলিম শিক্ষার্থীদের হালাল খাবারের অপশনের সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের কমিউনিটির জন্য আমি গর্বিত। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের প্রতিটি স্কুলে হালাল খাবার থাকবে যা ইমামদের দ্বারা পরীক্ষিত। এছাড়া প্রত্যেক স্কুলে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যাতে এসব খাবার অন্য খাবারের সঙ্গে না মিশে যায়।

আমাদের শিশুরা এখন আর স্কুলে গিয়ে ক্ষুধার্ত থাকবে না ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনসহ যাদের বদৌলতে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করুন।

আইটিভিইউএসএ এর এর সিইও, ইমাম ও এনওয়াইএস চ্যাপ্লেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং ডিওই চ্যান্সেলর ব্যাঙ্কস আজ ঘোষণা করেছেন যে, ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স সিটি ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এর মধ্যে স্কুলগুলোকে হালাল খাবারের জন্য প্রত্যয়িত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিউইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ পর্যন্ত ৭৯টি স্কুলকে সার্টিফাই করেছে। ৭৯টি পাবলিক স্কুল এখন তাদের মুসলিম ছাত্রদের হালাল খাবার অফার করে। মাশাল্লাহ! এটা আমাদের বাচ্চাদের অধিকার, আমাদের বিশ্বাস সব জায়গায় হালাল খাবার থাকবে। আমাদের এখনও আরও কাজ আছে। জুমার নামাজের আজান পরের ধাপ।

প্রসঙ্গত, কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (সিএআইআর), আইটিভি ইউএস, ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ, এমসিসিসহ আরও অনেকগুলো অর্গানাইজেশন মুসলমানের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের ইস্যুতে কাজ করে থাকে। তথ্যসূত্র: এবিসি, এনওয়াই ওয়ান ও নিউইয়র্ক প্রশাসনের ওয়েবসাইট

বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে নিউ ইয়র্কে তৈরী হালাল রুটি আর পারাটা এখন আপনার নিকটস্থ গ্রোসারীতে

নিউইয়র্ক: বিশ্বখ্যাত শেফ টমি মিয়া'র রেসিপিতে তৈরি সম্পুর্ণ হালাল আটা, ময়দা ও চালের রুটি ও পারাটা এখন পাওয়া যাচ্ছে নিউইয়র্ক এর বিভিন্ন গ্রোসারীতে।

ফ্রেস এর কর্ণধার সৈয়দ আল আমিন (রাসেল) এবং আলী আহসান জানিয়েছেন, সম্পূর্ন স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ব্যবহার, স্বাস্থ্যকর, সম্পুর্ণ হালাল এবং কোন ধরনের কেমিকেল ব্যবহার না করেই এসব রুটি-পারাটা এখন নিউ ইয়র্কেই তৈরি হচ্ছে।

জ্যামাইকার কুইন্স ভিলেজে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের স্থাপিত কারখানায় তৈরি এসব হালাল রুটি-পারাটা'র স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয় এবং স্বাস্থ্যসম্মত। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই খেতে পারবেন এ মজাদার রুটি-পারাটা। জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস্, ব্রুকলীন সহ নিউইয়র্কয়ের বিভিন্ন গ্রোসারীতে এখন পাওয়া যাচ্ছে এসব পণ্য।

বিয়ে-জন্মদিন বা বারবিকিউ পার্টি সহ অনুষ্ঠানের জন্য যে কেউ আগাম অর্ডার দিলে ফ্রেস পৌঁছে দেবে চাহিদা অনুযীরুটি বা পরাটা। ক্রেতা-বিক্রেতারা ফ্রেস এর পণ্য পেতে যোগাযোগ করতে পারেন, ফোন: ৭১৮-৭০১-৯৫২৭ , ৩৪৭-৬৯১-১২১০, email: freshfoodbeverage@gmail.com.

ফিলাডেলফিয়া সিটির মেয়র প্রার্থী হেলেন জীম এর মত বিনিময় সভা এবং প্রথম ফান্ড রাইজিং এ বাংলাদেশী-আমেরিকানদের অংশগ্রহণ

ফিলাডেলফিয়া: গত ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ফিলাডেলফিয়া সিটির আগামী নির্বাচনের মেয়র পদ প্রার্থী আমাদের কমিউনিটির হিতৈষী এবং বর্তমান ফিলাডেলফিয়ার তুখোড় কাউন্সিল উইমেন "ঐবষবহ এুস"অংশ গ্রহন করবেন বিধায় সর্বপ্রথম অফিসিয়ালি বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে মত বিনিময় এবং নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ সভা অনুষ্ঠিত হয় স্হানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে। উক্ত সভাটি আয়োজন করেছিলেন "ফ্রেন্ডস অব হেলেন জীম" এর সদস্যবৃন্দ। উক্ত মত বিনিময় সভায় পেনসিলভেনিয়ার বসবাসরত বাংলাদেশী-আমেরিকান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মত বিনিময় সভার আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

মেয়র প্রার্থী হেলেন জীম ফিলাডেলফিয়া শহরের সব ধরনের উন্নতি, শিক্ষার মান, ইমিগ্রেন্টদের সুবিধা ও সন্মান ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে বহু বছর থেকে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। সেই ক্ষেত্রে মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশ সম্প্রদায়ের প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

মেয়র প্রার্থী হেলেন জীমের জন্য তহবিল সংগ্রহের নৈশভোজে ছিল অসাধারণ একটি মুর্হূত। মেয়র প্রার্থী হেলেন জীম বলেন, তাঁর প্রথম তহবিল সংগ্রহের নৈশভোজে উত্সাহ এবং সমর্থন দেখে খুব কৃতজ্ঞ এবং উচ্ছ্বসিত। বাংলাদেশী আমেরিকান সম্প্রদায় ছোট কিন্তু খুব শক্তিশালী হতে দেখে তিনি আনন্দিত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে তাঁদের সমর্থন এবং

অংশগ্রহণের জন্য তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

ফিলাডেলফিয়া সিটিতে অবস্হিত ভারতীয় সিজলার রেস্তোরাঁটি উত্তেজনায় ভরা ছিল যখন তিনি তার এজেন্ডাগুলি বলছিলেন এবং সমর্থন চেয়েছিলেন। শহরের ভবিষ্যত এবং অভিবাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং একীকরণ সম্পর্কে অভিবাসী সম্প্রদায়ের নেতাদের অনেক প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক।

আগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ডঃ ওয়াল্টার সোউ, যিনি শহরের প্রাক্তন স্বাস্থ্য কমিশনার এবং আমেরিকান পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি।

সবশেষে অন্যতম উদ্যোক্তা প্রফেসর ডাঃ জিয়া উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে আগত অতিতিদের ধন্যবাদ জানান এবং শিঘ্রই বাংলাদেশী সম্প্রদায় থেকে আরো অনেক সহায়তা দিয়ে কমুনিটির শক্তিশালী ভুমিকা রাখার আশা প্রকাশ করেন । এছাড়াও বিশেষ করে মোদের পাঠশালার আলী জাকেরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন আয়োজনটির সফলতার জন্য। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্কের মাসিক সাহিত্য আসরে স্বরচিত কবিতা ও গল্পপাঠ

নিউ ইয়র্ক: 'সাহিত্য একাডেমির নিউইয়র্কের নিয়মিত মাসিক আসরে প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ উল্লাহ বলেছেন, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। মানুষ জন্মভূমি হতে দেশান্তরি হয় কিন্তু জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা সবসময় থাকে। দেশ, সমাজ প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের জেনারেশন গ্যাপ, কালচারাল গ্যাপ, কন্টিনেন্টাল গ্যাপ রয়েছে, কিন্তু ওদেরকে যদি দেশ, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে জানাতে পারি অবশ্যই ওরা চিন্তা, মননে আন্তর্জাতিক বাঙালি হয়ে উঠবে।

'সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্কের নিয়মিত মাসিক আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৩০ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে। আসর পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, লেখক ফেরদৌস সাজেদীন, সাংবাদিক মুহম্মদ ফজলুর রহমান, কবি তমিজ উদদীন লোদী, কবি কাজী আতীক, কবি হুসাইন কবির, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, লেখক আদনান সৈয়দ, লেখক এ.বি.এম সালেহ উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা লেখক ড. মহসীন আলী, লেখক আকবর হায়দার কিরণ। সাংবাদিক সৈয়দ উল্লাহ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য ওরাল হিস্ট্রি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওরাল হিস্ট্রিগুলো রেকর্ড করে রাখা দরকার। উত্তর আমেরিকা সহ পৃথিবীর নানান দেশে মুক্তিযোদ্ধা সহ সে সময়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ রয়েছেন যাঁদের ইন্টারভিউ করা এবং সে ইতিহাস সংরক্ষণ করা একটা পবিত্র দায়িত্ব। এই সময় তিনি প্রবাসে বাস করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন।

ফেরদৌস সাজেদীন বলেন, সকলের আলোচনায় ভেতরে একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বিজয়ের এই মাসে অনেক কথা মনে পড়ছে। তৎকালীন পাকিস্তান সময়ে বাংলাদেশ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যখন প্রথম সরকার গঠন করতে যাবে, তখন সেই মার্চের আগে বাংলা একাডেমিতে ফেব্রুয়ারির প্রথম অনুষ্ঠানের জন্য সারারাত জেগে হলের ভেতর বন্ধুরা মিলে একটি স্মরণিকা তৈরি করে গিয়ে দাঁড়ালাম বর্ধমান হলটির সামনে। সঙ্গে ছিলেন কবি আবুল হাসান, কবি নির্মলেন্দু গুণ। সবুজ ঘাসের উপর সংকলনটি রেখেছি। ডক্টর মুনীর চৌধুরীকে হেঁটে যেতে দেখে তাঁকে সংকলনটি দেখাতেই বললেন, তিনি এটি আগেই কিনে নিয়েছেন। কী করে এই মানুষটি হারিয়ে গেলেন, আজো জানি না। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে বাঙালি জাতিকে নিঃস্ব করতে তারা কী না করেছে? ' সাবধানে হাঁটবেন সাহেব, দেখবেন মাথার খুলির উপর যেন পা না পড়ে' সে সময়ের পূর্বদেশ সংবাদ পত্রের হেডলাইনটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ভাবা যায়? মুনীর চৌধুরীকে পাইনি, কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত বাংলা টাইপ রাইটারের কীবোর্ড ব্যবহার করে মহাশক্তিশালী লেখক সৈয়দ শামসুল হক লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের কথা, রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের নাটক।' শিল্প সাহিত্য যারা করে তারা হলো মিস্ত্রি ', সৈয়দ শামসুল হকের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, শিল্প, সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হতে হবে, পরিশ্রমী হতে হবে, সর্বোপরি ভালো মিস্ত্রি হতে হবে। সাহিত্য একাডেমি সে শিল্পিত স্বরুপটি পেতে চায়। আমি মুগ্ধ হয়ে সাহিত্য একাডেমির এই স্বরুপটি উপলব্ধি করছি।

তমিজ উদদীন লোদী ফরাসি বিপ্লবের প্রতি আলোকপাত করে বলেন, চতুর্দশ লুই এর সময় ফরাসি দেশের অর্ধেক লোক ছিল অশিক্ষিত, কুসংস্কার ছিল, চার্চের আধিপত্য ছিল, এগুলোর বাইরে যাওয়ার সামর্থ্য ছিল না লোকদের। লুই তার শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মীয় কুসংস্কার লালন করেছে, প্রশ্রয় দিয়েছে। পাকিস্তানি শাষক আয়ুব খান ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য একইভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার, পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চাৎপদতা সহ অন্য দূর্বল দিকগুলো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। নির্বাচন ব্যবস্থাকে অর্থ, প্রলোভন দিয়ে তার মতো করে সাজিয়েছে। তেইশ বছরের দেশটি কেন ভেঙে গেলো তার কারণগুলো অনুসন্ধান করতে গেলে এই বিষয়গুলো উঠে আসবে। প্রকৃত স্বাধীনতা হলো গণ মানুষের স্বাধীনতা। প্রান্তিক মানুষ সহ সর্বস্তরের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সার্বিক স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবো আমরা। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ধারণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চয়ই আমাদের দেশটিকে বহুদূর নিয়ে যাবে।

সম্পাদক ফজলুর রহমান বলেন, বাঙালি জীবনে ধ্রুব সত্য মুক্তিযুদ্ধ, এই নিয়ে কোন কথা বলার অবকাশ নেই, তবুও বলি। গুটিকয়েক ছাড়া দেশের সকল মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, এই বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। মুক্তিযুদ্ধ উদ্দীপক শক্তি, এই শক্তিতে বাঙালি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠুক, এগিয়ে যাক। কাজী আতীক বলেন, ইদানীং মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখালেখি কম হলেও স্বাধীনতা উত্তর সময়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের একটা পটভূমি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা হঠাৎ করে হয় নি। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এর পটভূমি নিয়ে চর্চাও জরুরি। শেষাংশে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবি হুসাইন কবির বলেন, আমরা সবকিছু নিয়ে বিতর্ক করি, মুক্তিযুদ্ধ, দেশ নিয়েও বিতর্ক করি, এটি একদম উচিৎ নয়। মাকে নিয়ে যেমনি বিতর্ক করি না তেমনি মাতৃ সম দেশ, মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও বিতর্ক বন্ধ করা উচিৎ। তিরিশ লক্ষ লোক শহীদ হওয়ার গোটা দেশটাই একটা বধ্যভূমি। সেই বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলাটা বড় ন্যক্কারজনক বিষয়। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

অধ্যাপিকা হুসনে আরা বলেন, জীবনটা নানান রঙের ফুলের মালা দিয়ে তৈরি। বিজয়ের কথা বললে আমাদের স্বাধীনতা, দেশ, ভাষা যেন আমাদের গলায় পরা কান্না- হাসির একটি ফুলের মালা। দেশ, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নিজেদের কথায় নিজেরা যেন বিভ্রান্ত না হই, অন্যকেও বিভ্রান্ত না করি।

আদনান সৈয়দ বলেন, গল্প, কবিতা, গান, আলোচনায় আমরা বিজয়ের মাস উদযাপন করি। আমরা ভাগ্যবান কারণ আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের পেয়েছি। ওরাল হিস্ট্রির উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, যাঁরা স্বচক্ষে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের মুখ থেকে শুনে সে সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করায় আমাদের আরো মনোযোগী হতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যেও প্রোথিত করতে হবে।

মুক্তিযোদ্ধা ড. মহসীন আলী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ১৯৭১ সালের পর ১৯৭৫ সালেও যুদ্ধ করি। বর্তমানে ফুল টাইম রাইটার। এখন ইংরেজি ভাষায় লিখছি দেশ ও মুক্তিযুদ্ধের কথা। উদ্দেশ্য হলো, বিদেশী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানো। তিনি তাঁর বইগুলোর প্রচ্ছদ এবং পরিচিতি তুলে ধরেন সকলের সামনে।

মোরশেদ আলম বলেন, মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, হৃদয়ে ধারণ করি, দেশকে ভালোবাসি।

স্থূলতা মুক্ত জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আনন্দঘন বিজয়ের মাসে নিজের শারীরিক সুস্থতা লাভের গল্প ভাগাভাগি করেন সকলের সঙ্গে দৌড়বিদ মোহাম্মদ নাসির শিকদার। বরাবরের মতো আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ, গল্পপাঠও ছিল। আসরে আবৃত্তি করেন পারভীন সুলতানা।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে উবার এবং লিফটসহ এপস-নির্ভর ট্যাক্সি চালকদের মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব আদালতে নাকচ

৫২ পৃষ্ঠার পর

মামলায় উবার কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন নিউ ইয়র্ক সিটির ট্যাক্সি এবং লিমুজিন কমিশন কোন প্রকার যাচাই বাছাই না করে অনুমানের ভিত্তিতে মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন যা বাস্তবসম্মত নয়। মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্যকর করা হলে উবার কোম্পানীকে প্রতিমাসে ২১ থেকে ২৩ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে যার দরুন ভাড়াও বৃদ্ধি পাবে। ফলে যাত্রী হ্রাস পেলে উবার ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। বিচারপতি আর্থার এনগরন উবার কর্তৃপক্ষের যুক্তি গ্রহণ করে বলেন, নিউ ইয়র্ক সিটির ট্যাক্সি এবং লিমুজিন কমিশন মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টিকে ভুল তথ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে বিবেচনা করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন ট্যাক্সি এবং লিমুজিন কমিশন গ্যাসের দাম বৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন অথচ গ্যাসের দাম অনেক কমে গিয়েছে ইতোমধ্যে। তবে আগামী সপ্তাহে বিচারপতি আর্থার এনগরনের প্রদত্ত রায়ের লিখিত কপি পাওয়ার পর ট্যাক্সি এবং লিমুজিন কমিশন আপিলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

পুলিশের গুলিতে বষ্টনের পাশ্ববর্তী কেমব্রিজে বাংলাদেশি ছাত্র নিহত

কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস: পুলিশের গুলিতে কেমব্রীজ শহরে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস এর ২০ বছর বয়স্ক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে প্রবাসীরা 'পুলিশি হত্যাকাণ্ড' হিসেবে দেখছেন। 'স্পিক আপ, স্ট্যান্ড আপ' 'জাস্টিস ফর ফয়সাল', 'স্টপ পুলিশ ব্রুটালিটি' স্লোগানে বস্টনের নিবটবর্তী কেমব্রিজ শহরে বিক্ষোভ করেছেন তারা । সৈয়দ ফয়সাল আরিফের মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না প্রবাসীরা। এই মৃত্যুর বিচারের দাবিতে গত ৫ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দুপুরে কেমব্রিজ সিটি হল প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও আরিফের সহপাঠীরা অংশ নেন সেখানে। কম্যুনিটি লিডার ইকবাল ইউসুফ সেই সমাবেশে বলেন, "বস্টন হচ্ছে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষের সিটি। আমরা কখনো কোনো দাঙ্গায় লিপ্ত হইনি। তবু কেন আমাদের টার্গেট করা হয়েছে? কেন আমাদের নিষ্পাপ আরিফের বুকে বিদ্ধ হবে পুলিশের বুলেটে।"

মা-বাবার একমাত্র ছেলে আরিফ বছর সাতেক আগে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ২০ বছর বয়সি এই তরুণ পড়ালেখা করছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস আমহার্স্টের বস্টন ক্যাম্পাসে।

আরিফের বাবা মো. মুজিবউল্লাহ স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছেন, "ও ছিল খুবই মেধাবি। আশা করেছিলাম সে ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডাক্তার হবে কিন্তু এখন সব আশা শেষ হয়ে গেল।"

শান্তশিষ্ট কেমব্রিজ শহরের চেস্টনাট স্ট্রিটে ঘটনাটি ঘটে গত ৪ জানুয়ারী বুধবার রাত সোয়া ১১টার দিকে। হটলাইনে পুলিশ খবর পায়, এক তরুণ ছোরা হাতে একটি অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে বেরিয়েছে। পরে পুলিশ সেখানে যায় এবং তাদের গুলিতে প্রাণ হারায় আরিফ।

মিডলসেক্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যারিয়েন রায়ান ৫ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, পুলিশের হটলাইনে ফোনটা করেছিলেন কেমব্রিজপোর্টের এক বাসিন্দা। তিনি বলেছিলেন, এক তরুণ খালি গায়ে ঘরের জানালা দিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় নেমেছে, তার হাতে বড় আকারের একটি ছুরি রয়েছে। তরুণটি নিজেকে ছুরিকাঘাতে আহত করার চেষ্টা করছে।

এ খবর জেনে ডজনখানেক পুলিশ সেখানে যায়। তারা ওই তরুণকে থামতে বললে তাতে সাড়া না দিয়ে তিনি চেস্টনাট স্ট্রিট দিয়ে দৌড়াতে থাকেন। পুলিশের পক্ষ থেকে ছুরিটি ফেলে দিতে বলা হয়। তরুণটি তখন ছুরি উঁচিয়ে পুলিশের দিকে তেড়ে যায় বলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বলেন।

তিনি বলেন, ''এ অবস্থায় পুলিশ তার দিকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। গুরুতর অবস্থায় বস্টন জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।"

কেমব্রিজের পুলিশ কমিশনার ক্রিস্টিন ইলো সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "যে কোনো মৃত্যুই বেদনাদায়ক। আমরা আরিফের মৃত্যুকেও সহজভাবে নিচ্ছি না। সরেজমিনে তদন্ত চলছে। যদি অন্যায়ভাবে গুলি চালানো হয়ে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধে অবশ্যই যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।"

স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেল দেওয়া সাক্ষাতকারে ওই এলাকার বাসিন্দা এক নারী বলেছেন, আরিফের হাতে কোনো ছুরি তিনি দেখেননি।

এ পরিস্থিতিতে পুলিশ ও ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির পক্ষ থেকে সবার কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে। জানতে চাওয়া হয়েছে পুলিশ গুলি করার সময় আরিফের হাতে আদৌ কোনো ছুরি ছিল কিনা।

সিটি হল প্রাঙ্গণের প্রতিবাদ সমাবেশে বস্টন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ইউসুফ আরো বলেন,পুলিশের এ ধরনের আচরণে তিনি 'হতবাক'। রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে যে পুলিশের বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির মধ্যে অন্তত পাঁচটি বিদ্ধ হয়েছে আরিফের বুকে। এ অবস্থায় নীরব থাকার অবকাশ নেই। আমাদের সংঘবদ্ধ আওয়াজ ওঠাতে হবে এহেন বর্বরতার বিরুদ্ধে। বস্টন হচ্ছে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষের সিটি। এখানে যদি পুলিশের গুলিতে মানুষের প্রাণ ঝরে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে কেউ নিরাপদ নন ভাবতে হবে।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব নিউ ইংল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট পারভিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক তানভির মুরাদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ চৌধুরী, সেলিম জাহাঙ্গীর ও আশরাফউদ্দিন তালুকদারও প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেন। কেমব্রিজের মেয়র সম্বুল সিদ্দিকী বিদেশ থেকে ফিরবেন ৯ জানুয়ারী সোমবার। এ বিষয়ে সেদিনই বিকেলেই কম্যুনিটির নেতাদের সাথে বৈঠকে বসবেন।

কেমব্রিজ পুলিশের গুলিতে সৈয়দ ফয়সাল আরিফের মৃত্যুতে কেমব্রিজ শহরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠত হয়

নিউ ইয়র্ক সিটিতে উবার এবং লিফটসহ এপস-নির্ভর ট্যাক্সি চালকদের মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব আদালতে নাকচ

পরিচয় রিপোর্ট: নিউ ইয়র্ক স্টেট সুপ্রীম কোর্ট বিচারপতি আর্থার এনগরন উবার এবং লিফটসহ এপস-নির্ভর ট্যাক্সি চালকদের মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন।

নাকচ করার পক্ষে বিচারপতি আর্থার এনগরন যুক্তি দেখিয়েছেন নিউ ইয়র্ক সিটির ট্যাক্সি এবং লিমুজিন কমিশন মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে যথার্থ যুক্তি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্ক সিটির ট্যাক্সি এবং লিমুজিন কমিশন ইয়েলো ও গ্রীন ক্যাব চালকদের সাথে উবার এবং লিফটসহ এপস-নির্ভর ট্যাক্সি চালকদের মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করে। গত ডিসেম্বর মাসে ইয়েলো ও গ্রীন ক্যাব চালকদের মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধি কার্যকর হলেও উবার কর্তৃপক্ষ গত ডিসেম্বর মাসেই মজুরী/ভাড়া বৃদ্ধি ঠেকাতে মামলা দায়ের করেন। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক সিটির ৭৯টি স্কুলে মধ্যাহ্নভোজে 'হালাল খাবার' সরবরাহ করা হবে

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটির স্কুলগুলোতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য হালাল খাবারের ব্যবস্থা এতোদিন সীমিত আকারে ছিল। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ও নিউ ইয়র্ক সিটি স্কুলের চ্যান্সেলর ডেভিড সি ব্যাঙ্কস ৫০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত বরাদ্দের ঘোষণা দেন। ফলে নিউ ইয়র্ক সিটির ৭৯টি স্কুলে মধ্যাহ্নভোজের সময় হালাল খাবার সরবরাহ করা হবে।

'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স' প্রোগ্রামের আওতায় এই মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নিউইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। শহরের কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস এই সিদ্ধান্তের জন্য মেয়র অফিস এবং সিটি কাউন্সিলের প্রশংসা করেছে। নাগরিক অধিকার সংস্থাটি শহরের বাজেটে হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধিকে একটি ধারাবাহিক *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অভিযোগ 'রুশ প্রোপাগান্ডা'

নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কথা ও কাজের মধ্যে মিল আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করবে যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ডিসি: বাংলাদেশে প্রকৃত, স্বচ্ছ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার বাস্তবায়ন দেখতে চায় তারা। গত ৬ জানুয়ারী শুক্রবার ওয়াশিংটনের ফরেন প্রেস সেন্টারে এক বিশেষ ব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র নেড প্রাইস এসব কথা বলেন। এক সাংবাদিকের করা প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান। আমরা এই চাওয়াকে স্বাগত জানাই। তবে এসব কথা এবং কাজের মধ্যে মিল আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবে যুক্তরাষ্ট্র।

নেড প্রাইস আরও বলেন, একটি নির্বাচন যেভাবে *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ ষ্ট্রীটে মামা'স পার্টি হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

পরিচয় রিপোর্ট: গত শুক্রবার ৬ জানুয়ারী জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ ষ্ট্রীটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে মামা'স পার্টি হলের (সাবেক বাংলাদেশ প্লাজা পার্টি হল)। জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ ষ্ট্রীটে মামা'স সুপারমার্কেটের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান মামা'স পার্টি হলের অন্যতম সত্বাধিকারী লিটু চৌধুরী ও শেফ নাহিদ খান জানিয়েছেন নতুনভাবে সুসজ্জিত পার্টি হলে সুলভে সুস্বাদু দেশীয় ও চাইনিজ খাবারসহ গড়ে ৬০-৭০ জনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার সুযোগ রয়েছে। উদ্বোধনী দোয়া মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে বাংলাদেশ প্লাজার সত্বাধিকারী মিনা ফারাহ ও ফরহাদ রেজা, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, বাংলাদেশ আমেরিকা লায়নস ক্লাবের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

নরসিংদী জেলা সমিতির নতুন কমিটি আনোয়ার সভাপতি, ফিরোজ সম্পাদক

নিউ ইয়র্ক: গত ২১ ডিসেম্বর নরসিংদী জেলা সমিতির নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি হয়েছেন মো: আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ, সিনিয়র সহ সভাপতি শামীম গফুর, কোষাধ্যক্ষ: মো: মাহবুবুল আলম। নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ তাদের প্যানেলকে নির্বাচিত করায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকলের সহযোগিতায় সমিতিকে গতিশীল, দায়বদ্ধ, নিরপেক্ষ ও সততার সাথে পরিচালনা করার আশ্বাস দেন। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*